সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol. 25 No. 08 Thursday 09 May 2024 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৫তম বর্ষ ০৮ তম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৯ মে ২০২৪ / ২৬শে বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী

ঢাকা ডেস্কঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মদিন আজ। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মে) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের এ মহিরুহ। তিনি অনন্য সব সৃষ্টি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও অসংখ্য গানের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছেন সারা বিশ্বের কাছে। (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতে খোলামেলা বয়ান পর্নো তারকার

নারী কেলেংকারী ট্রাম্পের পিছু হটছে না

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতে রগরগে সাক্ষ্য দিলেন সাবেক পর্নো তারকা স্টর্মি ডানিয়েলস। ২০০৬ সালে তার সঙ্গে ট্রাম্প কী কী করেছিলেন সবিস্তারে তার বর্ণনা দিলেন তিনি আদালতে। এতটাই খোলামেলা বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি যে, বার বার তাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হন বিচারক।

ডানিয়েলের অভিযোগ, ২০০৬ সালে ট্রাম্প তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মঙ্গলবার আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, একটি সেলিব্রেটি গলফ টুর্নামেন্টে ট্রাম্পের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে লেক টাহোই'তে নিজের হোটেলকক্ষে স্টর্মি ডানিয়েলকে ডেকে নেন ট্রাম্প। স্টর্মি ডানিয়েলের বর্ণনায় তখন ট্রাম্প ছিলেন সিল্ক বা সাটিনের পায়জামা পরিহিত। তা নিয়ে ডানিয়েল কৌতুক করেছিলেন। তিনি ট্রাম্পের কাছে জানতে চেয়েছিলেন- হিউ হেফনার (প্লেবয়ের প্রতিষ্ঠাতা) কি জানেন যে, তুমি তার পায়জামা চুরি করেছ? এমনি করে ট্রাম্পের হোটেলকক্ষের মেঝে থেকে সেখানকার আসবাবপত্র এমনকি বাথরুমে কী কী হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজের বাহু প্রসারিত করে দিয়ে সাক্ষীর নির্ধারিত বক্সে পা তোলেন। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প হোটেলের বেডে তাকে কিভাবে আহ্বান করেছিলেন সেই দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন।

তার বর্ণনা অনুযায়ী, ট্রাম্প তখন তার আন্ডারওয়্যার খুলে ফেলেন।

কিন্তু স্টর্মি ডানিয়েল এত খোলামেলা বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে, কয়েকবার তাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হন বিচারক হুয়ান মারচান। এ সময় ট্রাম্পের আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে, স্টর্মি ডানিয়েল বিচারকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন, যাতে তারা তার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তাদের এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন বিচারক। বলেন, স্টর্মি ডানিয়েলের আরও অনেক কিছু আছে, যা বলেননি।

আগামী ৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন ট্রাম্প। কিন্তু তাকে বেশ কয়েকটি মামলা আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে ধরেছে। তার মধ্যে স্টর্মি ডানিয়েলের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অর্থের বিনিময়ে গোপন করার অভিযোগ অন্যতম। ২০১৬ সালে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন ট্রাম্প। কিন্তু তার আগেই তিনি নিজের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেনকে দিয়ে স্টর্মি ডানিয়েলের মুখ বন্ধ করানোর উদ্যোগ নেন। স্টর্মি ডানিয়েলের মতে, তাকে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার দেয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, তিনি যেন ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

www.jonmobhumi.com

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যে সংঘাত পরিস্থিতির আভাস দেখা যাচ্ছে, তার প্রভাব গোটা বিশ্বের পাশাপাশি (বাকী অংশ ১৫ পাতায়)

পুলিৎজার পেল রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস

ঢাকা ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে এ বছর সাংবাদিকতার 'নোবেল' হিসেবে খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্যও পুরস্কার পেয়েছে বার্তা সংস্থাটি। এছাড়া তিনটি করে পুরস্কার পেয়েছে প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমসও।

সোমবার এবারের পুলিৎজার পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের (বাকী অংশ ১৫ পাতায়)

পঞ্চমবারের মতো প্রেসিডেন্ট পুতিন

ঢাকা ডেস্কঃ পশ্চিমা নেতাদের বয়কটের মধ্যেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল দুপুরে মস্কোর গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেসের সুসজ্জিত সেইন্ট অ্যান্ড্রু হলে পঞ্চমবারের মতো শপথ নেন তিনি। গত মার্চে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। (বাকী অংশ ১৪ পাতায়)

এ সপ্তাহের শীর্ষ সংবাদ

রহস্যঘেরা মিল্টন সমাদ্দার

আবুল কালাম, ঢাকা থেকে ঃ মানবিক মুখোশের আড়ালে ভয়ংকর সব অপকর্মের অভিযোগ ওঠায় মিল্টন সমাদ্দারকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার নামে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা, ৮৩৫টি লাশের কোনো হদিস না পাওয়া, আশ্রমে টর্চার সেলের সন্ধানসহ গা শিউরে ওঠার মতো আরও সব অপরাধের খবরে হতবাক পুলিশ ও গোয়েন্দারা।

'চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এইজ কেয়ার' আশ্রমের চেয়ারম্যান এই মিল্টন সমাদ্দারের সব রহস্য উদঘাটনে (বাকী অংশ ১৭ পাতায়)

মেয়র সাদিক খান এর হ্যাট্রিক

লন্ডন ডেস্কঃ লন্ডনের মেয়র পদে আনুষ্ঠানিকভাবে টানা তিনবার নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন লেবার পার্টির সাদিক খান। কনজারভেটিভ প্রতিদ্বন্দ্বী সুসান হলকে ২ লাখ ৭৬ হাজারের বেশি (বাকী অংশ ১৬ পাতায়)

ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে রাফা, মুহুর্মুহু হামলা

ঢাকা ডেস্কঃ ইসরাইলকে সতর্ক করেছে সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা। যখন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে কায়রোতে, তখন সব সতর্কতাকে থোড়াই কেয়ার করে রাফায় হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। সোমবার রাতভর সেখানে বিভিন্ন (বাকী অংশ ১৫ পাতায়)

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিতে ছাত্রলীগের পদযাত্রা, সমাবেশ

ঢাকা ডেস্কঃ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ (বাকী অংশ ১৬ পাতায়)

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে টানাপোড়েন

ঢাকা ডেস্কঃ ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী। এর পর থেকেই দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের ফাটল আরও গভীর (বাকী অংশ ১৫ পাতায়)

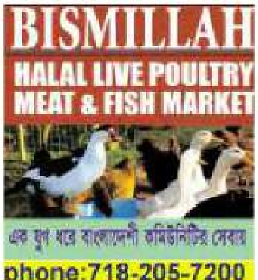

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

JAMAICA OFFICE # 1	JAMAICA OFFICE # 2	OZONE PARK OFFICE
148-37 Hillside Ave,	87-53 167 St. 2nd Floor	1226 Liberty Ave,
Jamaica, NY 11435	Jamaica, NY 11432	Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-674-6333	Phone: 718-647-5555	Phone: 718-505-8500
646-591-6782	646-591-6782	646-591-6782
Fax : 347-694-8854	Fax : 347-694-8854	Fax : 347-694-8854

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জনগণের শক্তি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি: প্রধানমন্ত্রী

www.jonmobhumi.com

ঢাকা ডেস্কঃ অনেক বাধা, গুলি, বোমা, গ্রেনেড–সবকিছু অতিক্রম করে জনগণের সেবা করতে পারছেন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সাহসের সাথে এগিয়ে চলে জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের শক্তি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি।'

জাতীয় সংসদে আজ মঙ্গলবার অনির্ধারিত এক আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা। সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ৭ মে নিজের দেশে ফেরার স্মৃতিচারণ করে সংসদে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আজকের দিনটি আমার জন্য অনন্য দিন। আমি সেদিন শত বাধা অতিক্রম করে ফিরে এসেছিলাম। সেই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক উপদেষ্টাও ফোন করে বলেছিলেন, "আপনি আসবেন না। আপনার বাইরে থাকার জন্য যা যা লাগে আমরা করব।"আবার কেউ কেউ আমাকে ধমকও দিয়েছিল। এ কথা বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে ফিরলে বিমানবন্দরেই মেরে ফেলা হবে। আমি বলেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের মাটিতেই মরব। কিন্তু আমি আসব।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সব এয়ারলাইনসকে নিষেধ করা হয়েছিল, যাতে তাঁকে বোর্ডিং পাস দেওয়া না হয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে করে লন্ডনে আসেন। সেখানে আসার পর তাঁকে প্লেনে উঠতে দেওয়া হয়নি। সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেভাবে হোক বাংলাদেশে আসবেন।

দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'তখন বলা হয়েছিল, কেউ যাতে বিমানবন্দরে না যায়। এমনকি আমার দলের ভেতর থেকেও...তখন দলের যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন, কেউ বিমানবন্দরে গেলে বহিষ্কার করা হবে। কয়েকজনের নাম নির্দিষ্ট করা ছিল, আমাদের নেতা-কর্মী কেউ রাস্তায় থাকতে পারবে না। আমি শুধু মেসেজ দিয়েছিলাম, সকলেই থাকবে, তবে আমরা গেরিলাযুদ্ধ করেছি, সবাই ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকবা। আমি প্লেন থেকে না নামা পর্যন্ত তোমরা বের হবে না।'

দেশে ফেরার পরের পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি ড্রাইভারকে বলেছিলাম, যেখানে মানুষ আছে, সেখান দিয়ে যাবা। ফ্লাইওভারে উঠবা না। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই পার্টির নেতা-কর্মীদের, সেদিন তারা একদিকে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেছে, আরেক দিকে আমাদের দলের কিছু লোকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। এটা সংবর্ধনাও শুধু নয়, আমাকে নিরাপত্তাও দিয়েছে। যেন আমাকে কোনো দিকে নিতে না পারে।'

ওয়ান-ইলেভেনের সময় বোন রেহানার ভূমিকা তুলে ধরে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি যখন বন্দী ছিলাম, আমার ছোট বোন রেহানা। সে রাজনীতি করে না। সামনে নেই। কিন্তু সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্রত্যেকটা জেলা-উপজেলার সব নেতা-কর্মীর সাথে যোগাযোগ রেখেছে। ওই লন্ডনে বসেই সে কাজ করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান; সরকারি দলের সংসদ সদস্য আহমদ হোসেন বক্তব্য দেন।

সংকটে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বাহিনী

ঢাকা ডেস্কঃ দেশের সশস্ত্র বাহিনী যেকোনো দুঃসময়ে জনগণের পাশে থাকায় তাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, যেকোনো দুঃসময়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে আছে এবং একটা ভরসাস্থল হিসেবে আজ সে আস্থা সশস্ত্র বাহিনী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গতকাল ঢাকা সেনানিবাসে 'প্রধানমন্ত্রীর দরবারে' দেয়া ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকা সেনানিবাসে নবনির্মিত বহুতল বিশিষ্ট আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অফ প্যাথলজি (এএফআইপি) এবং সেনাপ্রাঙ্গণ (আর্মি সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম) ভবনের আনুষ্ঠানিক নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সরকার প্রধান বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস একান্তভাবে জরুরি। আমার প্রচেষ্টা ছিল সেনাবাহিনীর প্রতি যেন সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার হয়। আর যে সেনাবাহিনীর ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে না তারা কখনো কোনো রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করতে পারে না। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে যে প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন তারই ভিত্তিতে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করে সরকার তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। 'ফোর্সেস গোল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আধুনিক ও জ্ঞান সম্পন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সেই সঙ্গে যেহেতু আমাদের ২০০৮ এর নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা কাজেই আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠবে-সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সেভাবেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অসামান্য অবদানের জন্য বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এখন, তার সরকারের লক্ষ্য সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করা। শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে অবদান রাখছেন তাতে প্রত্যেকটি দেশ ভূয়সী প্রশংসা করে থাকে। কাজেই সেটাকে আরও উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। ১৪ তলা বিশিষ্ট এএফআইপি ভবনটি আধুনিক পরীক্ষাগারে সজ্জিত যেখানে আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের অনুক্রম, স্বয়ংক্রিয় রোগজীবাণু শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং মাল্টি-হেডেড মাইক্রোস্কোপ ইনস্টল করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে খুশি রাখাই এ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্কঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে খুশি রাখাই যেন ভোটারবিহীন আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আজ ভোরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে বাংলাদেশী নাগরিক আব্দুল জলিল ও ইয়াসিন আলী নিহত হয়েছেন। বিএসএফের প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশীদের রক্তে প্রতিদিন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রঞ্জিত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন। বিএসএফের এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র ডামি আওয়ামী সরকারের নতজানু নীতির কারণে।'

তিনি বলেন, বিএসএফের কাছে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার বিচার চাওয়া দূরের কথা, প্রতিবাদ করতেও পারে না আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। দেশের সার্বভৌমত্ব দিন দিন দুর্বল করা হয়েছে বলেই আওয়ামী সরকার বাংলাদেশী হত্যায় নিরবতা পালন করে।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রহীন বাংলাদেশী জনগণের নিরাপত্তাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে ভিনদেশী ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে জনগণের শাসন নেই বলেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নির্বিচারে নির্বিঘ্নে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। তারা জানে বাংলাদেশের অবৈধ শাসকগোষ্ঠী তাদের রক্তপাত থামাতে এগিয়ে আসবে না।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় বিএসএফের গুলিতে দু'জন বাংলাদেশী হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

উপজেলা ভোট বর্জনের আহ্বান

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনকেও ভোটারবিহীন করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি। আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলের কোনো পর্যায়ের নেতাকর্মী যাতে অংশ না নেয়, সে বিষয়ে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে দলটি। সেখানে নির্বাচনে যাতে দলের কর্মীরা সম্পৃক্ত না হতে পারে, সে জন্য তাদের সতর্ক করতে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মিসভা চলছে। সেখানে শুধু নেতাকর্মী নয়, সাধারণ জনগণের মধ্যেও এই নির্বাচনকে অহেতুক আর সাজানো-পাতানো উল্লেখ করে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিগত দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি, সেসব চিত্র তুলে ধরা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাচনে ভোট বর্জন সংবলিত দলীয় লিফলেট বিতরণকালে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপজেলা নির্বাচনের দিন ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ভোট হচ্ছে ডামি ভোট, এই ভোট হচ্ছে প্রহসনের ভোট, এই ভোট হচ্ছে জালিয়াতির ভোট। এই ভোটে জনগণ অংশগ্রহণ করবে না। সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে দলটির নেতারা আরও বলেছেন, সারাদেশে আপনাদের যেখানে আত্মীয়স্বজন-ভাইবোন আছে, সবাইকে বলবেন কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে না যায়। এই ডামি সরকারকে যেন কেউ সমর্থন না করে।

রাজধানীর বনানী এলাকায় পথচারী, যানবাহন চালক ও যাত্রীদের হাতে উপজেলা নির্বাচনের ভোট বর্জন সংবলিত লিফলেট বিতরণ করেন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে দলের সহ-অর্থনৈতিকবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ, ছাত্রদলের সাবেক নেতা তৌহিদুর রহমান আউয়াল, মহিলা দলের রেহানা সুলতানা আরজু, পান্না ইয়াসমীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

৫০ কেজি ধানে এক কেজি মাংস!

ঢাকা ডেস্কঃ ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ধানের দাম কম। এ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কৃষক স্বপন মিয়া বলেন, এক মণ ধান বিক্রি করেও এক কেজি গরুর গোশত কেনা যায় না, ৫০ কেজি ধানে এক কেজি মাংস মিলবে। অথচ এক মণ ধান উৎপাদনে আমাদের খরচ ৮শ থেকে সাড়ে ৯শ টাকা। শ্রমিক দিয়ে ধান কাটালে ১১শ টাকা খরচ হয়ে যায়। ধানের বর্তমান বাজার মূল্য ৭শ টাকা।

কৃষক হারুন অর রশিদ বলেন, এক বাজার থেকে আরেক বাজারে ধান নিয়ে গেলেও মহাজনরা ধান কিনতে চায় না, মনে হয় আমরা ধান উৎপাদন করে 'মহাপাপ' করেছি। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে কৃষক বাঁচবে না।

কৃষক উজ্জ্বল মিয়া বলেন, 'বেশি বেশি আলু খান, ভাতের উপর চাপ কমান- সেই স্লোগান এখন পাল্টে গেছে। এখন নতুন স্লোগান দিতে হবে- ভাত খান, ভাত খান-আলুর ওপর চাপ কমান।'

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত কৃষক সমাবেশে কৃষকরা এসব অভিযোগ তুলে ধরেন।

তারা বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে এ বছর উৎপাদন খরচ বাড়ায় প্রতি মণ ধানের মূল্য কমপক্ষে ১ হাজার ৫শ টাকা করতে হবে, ধানের আড়ত ও মহাজনদের ঘরে প্রতি মণে ২-৩ কেজি অতিরিক্ত নিচ্ছে। চলতা প্রথা চালু করে ৪০ কেজি মণের স্থলে ৪২-৪৩ কেজি ধান নিচ্ছে, এ প্রথা বাতিল করতে হবে। সরকার ঘোষিত মূল্যে ও শর্তে সাধারণ কৃষক খাদ্যগুদামে ধান বিক্রি করতে পারছে না। এখন প্রযুক্তি আছে, তা ব্যবহার করে কৃষকের জমি থেকে সরাসরি ভিজা ধান ক্রয়ের দাবি জানাচ্ছি।

প্রতি মণ ধানের মূল্য ১ হাজার ৫শ টাকা, সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় ও চলতা প্রথা বাতিলের দাবিতে গৌরীপুর-বৈঠেরহাটি সড়কের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের বীর আহাম্মদপুর ফকিরবাড়ির মোড়ে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতি গৌরীপুর শাখার সভাপতি মজিবুর রহমান ফকির। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসনাত। বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সহ-সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন হেলিম, কৃষক মো. স্বপন মিয়া, ফখর উদ্দিন মাস্টার, হারুন অর রশিদ, লুত মিয়া, উজ্জ্বল মিয়া, উসমান গণি, শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ উপজেলায় ৩২ টাকা দরে ১ হাজার ৯৫২ মেট্রিক টন ধান ও ৪৫ টাকা দরে ১২ হাজার ৯০৯ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয় করা হবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন জলি জানান, চলতি বোরো মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ হাজার ৪১০ হেক্টর। এর মধ্যে উফশী ১৫ হাজার ২শ হেক্টর ও হাইব্রিড জাতের ৫ হাজার ২১০ হেক্টর।

উপজেলা কৃষক সমিতির সভাপতি মজিবুর রহমান ফকির জানান, কৃষকের উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য ধানের ৫০ ভাগের একভাগও সরকারিভাবে কেনা হচ্ছে না। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় কেন্দ্র চালুর দাবি জানাচ্ছি।

সিলেট আদালতে আইনজীবী-পুলিশ হাতাহাতি

সিলেট ডেস্কঃ সিলেট জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এক নারী আইনজীবী ও দুই মহিলা পুলিশের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আদালতের ন্যায়কুঞ্জ-সংলগ্ন আদালত ও অফিস ভবনের জিআরও অফিস কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার আগের দিন বুধবার সিলেট আদালতে এক অনুষ্ঠান শেষে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের সুন্দর সম্পর্কের নসিহত করে গেছেন। এ হাতাহাতির ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে।

পুলিশ বলছে, এ ঘটনায় হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে, দ্রুতই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে আইনজীবী নেতারা বলছেন, বিষয়টি মহানগর দায়রা জজ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার মধ্যস্থতায় সম্মানজনক নিষ্পত্তি হয়েছে।

পুলিশের দাবি, মহিলা আইনজীবী কাজী সেবা এসএমপি প্রসিকিউশন বিভাগের জিআরও অফিসে অতর্কিতে ঢুকে জিআরও শাহপরান সেরেস্তায় কর্মরত উপপরিদর্শক শামীমা খাতুন ও কনস্টেবল বিউটি পুরকায়স্থকে মারধর করেছেন। তবে আইনজীবীরা বলছেন ভিন্নকথা। তাদের দাবি, একটি মামলার নথি চাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় পুলিশ একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, আইনজীবী কাজী সেবা ওই কক্ষে ঢুকে পেছন থেকে কনস্টেবল বিউটিকে চুলের মুঠি ধরে চড়-থাপ্পড় মেরে হাত-মুখ ও পিঠে জখম করে বেরিয়ে যান। পরে এ ব্যাপারে কথা বলতে উপপরিদর্শক শামীমা ও কনস্টেবল বিউটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের সামনে যান। সেখানে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে শামীমাকে ঘুসি মেরে কাজী সেবা তার চেম্বারে চলে যান।

এ ব্যাপারে আইনজীবী কাজী সেবার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আইনজীবীরা। আদালত প্রাঙ্গণে মিছিল করে উপকমিশনার প্রসিকিউশনের অফিসের দিকে যাওয়ার সময়ও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হতে দেখা যায় আইনজীবীদের।

ঘটনার পর পুলিশ সদস্য বিউটি পুরকায়স্থকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন তিনি। অন্যদিকে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন আইনজীবী কাজী সেবা।

এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ জানান, ঘটনার পর থেকে ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। দ্রুতই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম ইয়াহইয়া সোহেল জানান, রাত আটটার দিকে বিষয়টি নিয়ে সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিলেট মহানগর দায়রা জজ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া। সেখানে একটি সম্মানজনক সুরাহা হয়েছে।

কুমিল্লায় শিশুধর্ষক গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্কঃ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগে ঘাতক মফিজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত বুধবার র‍্যাব-১১ কুমিল্লা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা ঘটনার বর্ণনা দিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। পরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দেন। এ সময় উপস্থিত অনেক সাংবাদিককেও আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়।

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা উত্তর ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী জাকির হোসেন (কাজল) এর একমাত্র কন্যা সন্তান তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ শেষে নৃশংসভাবে হত্যা করে ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে হত্যাকারী পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মঙ্গলবার (৩০শে এপ্রিল) রাতে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন ফেরুয়া বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর দক্ষিণ উপজেলার খিলপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে মফিজুল ইসলাম প্রকাশ মফু (৩৮)। র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা জানান, ঘটনার দিন ২৯শে এপ্রিল সকালে শিশুটি স্কুলে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু বেলা ১১টা পর্যন্ত সে বাড়ি না ফিরলে তার মা স্কুলে যান। সেখানে মেয়ের কোনো হদিস না পেয়ে ফেরার পথে শিশুটির সহপাঠীর কাছে জানতে পারেন সে স্কুল শেষে বাড়ি চলে গেছে। বিকালে বাড়ির অদূরে ধানক্ষেতে একটি মরদেহ পড়ে আছে বলে তিনি জানতে পারেন। সেখানে গিয়ে তিনি তার মেয়ের মরদেহ শনাক্ত করেন। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন জানান, গ্রেপ্তার মফিজুল ইসলাম মফুকে ঘটনাস্থলের পাশে থাকা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দ্রুত রাস্তায় উঠে আসতে দেখেছেন। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, নিহত শিশুটিকে সে চিনতো। এই সুযোগে ২৯শে এপ্রিল সকালে ঘটনাস্থলের পাশের রাস্তায় ওত পেতে থাকে। শিশুটি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছালে মফু তাকে রাস্তার পাশের খালি জমিতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে শিশুটি চিৎকার করার চেষ্টা করলে মফু তার মুখ ও গলা চেপে ধরে। এতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। কোনো নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে ভিকটিমের কানে থাকা দুল ছিঁড়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে আসামি। এ ঘটনায় মামলা করলে মফু চাঁদপুরে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় এলাকাবাসী বলেন, মফু একজন মাদকাসক্ত। সে মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবন করতো।

সিলেটে একে একে মারা গেলেন ৩ ভাই

সিলেট ডেস্কঃ মসজিদের জমি নিয়ে বিরোধ। আপন ভাতিজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। ভাতিজারা কথা মানছিলো না। একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। আর এই সংঘর্ষে একেক করে মারা গেলেন তিন ভাই। এরমধ্যে ঘটনার দিনই মারা যান একজন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আরও দু'জন। ঘটনায় স্তব্ধ কানাইঘাট। এমন ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারছেন না। এলাকায় ক্ষোভও বিরাজ করছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন- কানাইঘাট উপজেলার হারাতৈল মাঝবড়াই গ্রামের মৃত আছদ আলীর ৭ ছেলে। তার মধ্যে সমছুল হক পিতার বসত বাড়ি ছেড়ে হারাতৈল মাঝবড়াই জামে মসজিদের পাশে আলাদা বাড়ি করে সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। গ্রামের জামে মসজিদের সীমানার জায়গার মাপজোখ নিয়ে সমছুল হকের সঙ্গে গ্রামের অনেকের ও তার আপন ছোট ভাই সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীনের বিরোধ দেখা দেয়। উভয়পক্ষ থানায় পাল্টাপাল্টি দরখাস্তও করেন। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে এজন্য থানা পুলিশ দু'পক্ষের বিরুদ্ধে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আদালতে প্রসিকিউশন দেন। তারপরও মসজিদের সীমানার জায়গা শনাক্ত নিয়ে বিরোধ থামেনি। এর জের ধরে গত ২২শে এপ্রিল সকাল ১১টায় মসজিদের ইমাম থাকার পাকা ঘর নির্মাণের জন্য মসজিদের সীমানা চিহ্নিত করতে গ্রামবাসী অনেকের সঙ্গে সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন একমত পোষণ করেন। এতে মসজিদের পাশে বসবাসরত তার আপন বড় ভাই সমছুল হক ও ভাতিজা আলমাছ উদ্দিন, কামাল আহমদ, সুহেল আহমদ, রুহুল আহমদসহ তাদের লোকজন জয়নাল আবেদীনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা বাড়িতে এসে ভাই ও ভাতিজারা জয়নাল আবেদীনকে ডাকাডাকি শুরু করে। জয়নাল আবেদীন ওইদিন বিকালে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের পূর্ব পাশের রাস্তায় যাওয়া মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাই সমছুল হক ও ভাতিজা আলমাছ উদ্দিন ও তাদের সহযোগীরা তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে জয়নাল আবেদীনকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। জয়নাল আবেদীনকে প্রাণে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অপর বড় ভাই দুবাই প্রবাসী ছয়ফুল্লাহ ও ওমান প্রবাসী আব্দুল্লাহসহ আরও কয়েকজনকে গুরুতর আহত করে। ঘটনার দিন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পথিমধ্যে মারা যান সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন। কানাইঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার জানান- মসজিদের সীমানার জায়গা নিয়ে সংঘর্ষে আপন ভাই-ভাতিজাদের হাতে পর পর মারা যাওয়া ৩ ভাইয়ের হত্যাকারী ৪ আসামিকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেউ ছাড় পাবে না। মামলার অপরাপর আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তপূর্বক যারাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং মদদ দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার ওসি (তদন্ত) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান জানিয়েছেন- আসামি ধরতে পুলিশ প্রযুক্তিরও সহযোগিতা নিচ্ছে। ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

২ হাজার ৯৪৩ কনটেন্ট সরাতে গুগলকে বাংলাদেশের অনুরোধ

ঢাকা ডেস্কঃ ২০২৩ সালের শেষ ছয় মাসে ২ হাজার ৯৪৩টি কনটেন্ট সরাতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগলকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। কনটেন্টের সিংহভাগই গুগল মালিকানাধীন ভিডিও স্ট্রিমিং সাইট ইউটিউবে প্রকাশিত ভিডিও। পুলিশ এবং বিচার বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এসব অনুরোধ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ৫২ শতাংশ সরকারের সমালোচনা ক্যাটাগরির কনটেন্ট। ১৭৫টি ভিডিও মানহানি সংক্রান্ত।

সরকারের এসব অনুরোধের ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি গুগল। সমপ্রতি স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আসা এ ধরনের অনুরোধের বিস্তারিত প্রকাশ করে আসছে গুগল। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসব কনটেন্ট সরাতে সব থেকে বেশি অনুরোধ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি (ডিএস), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ইত্যাদি। পাশাপাশি পুলিশ, বিচারিক আদালত এবং অন্যান্য সংস্থাও কনটেন্ট সরাতে অনুরোধ করেছে গুগলের কাছে।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সাল থেকে মোট ১২ হাজার ৫৬৯টি কনটেন্ট সরাতে তিন হাজার ৭৬৬টি অনুরোধ করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে।

আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, মহিলা লীগ নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা ডেস্কঃ ময়মনসিংহে নিজের অনুসারীর গোপন ভিডিও ভাইরাল করার ঘটনায় জেলা যুব মহিলা লীগের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক স্বপ্না খন্দকারসহ ৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। এনিয়ে সংগঠনটির ভেতরে-বাইরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। গত ২রা মে ময়মনসিংহের সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে এই মামলাটি করেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা যুব মহিলা লীগের এক সদস্য। সোমবার ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ওই ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- আওয়ামী লীগ কর্মী কাজী বাবু, হীরা, মশিউর রহমান রানা ও মোহাম্মদ রাকিবুল এবং জাওয়াদ নির্ঝর নামের ব্যক্তিরা। মামলা দায়ের সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট শাহজাহান কবীর সাজু জানান, আদালতের বিচারক কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে বাদীর অভিযোগটি এফআইআর করার আদেশ দিয়েছেন। কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাঈন উদ্দিন বলেন, আদালতে হওয়া মামলার একটি কপি হাতে পেয়েছি। এতে বাদীর অভিযোগটি এফআইআর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এনিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

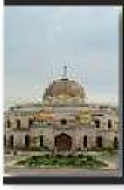

মে	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	০৫:৪২	০৫:৪০	০৫:৩৮	০৫:৩৮	০৫:৩৮	০৫:৩৭	০৫:৩৬
যোহর	০১:০৪	১১:৪১	০১:০৩	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০২
আসর	০৪:৩০	০৪:৩০	০৪:২৯	০৪:২৮	০৪:২৭	০৪:২৬	০৪:২৬
মাগরিব	০৭:০৯	০৭:০৯	০৭:১০	০৭:১১	০৭:১২	০৭:১২	০৭:১২
এশা	০৮:২৫	০৮:২৫	০৮:২৮	০৬:২৮	০৮:২৭	০৮:২৬	০৮:২৯

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত লাগলে কিছু বলার নেই : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্কঃ মানবাধিকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশে যে দৃষ্টিতে দেখে, সে দৃষ্টিতেই নিজ দেশে তাকাতে বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সজ্ঘাতে লিপ্ত হয়েছে এমন কিছু আমাদের জানা নেই। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সজ্ঘাত করব কেন? আমরা সত্য বলতে গিয়ে যদি সেটা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে আমাদের বলার কিছু নেই।

গতকাল রোববার আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, আজকে একটা সিনারিও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে ১৯৬৮ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এপিক সেন্টার ছিল। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ হয়েছে। আজকে ৬৮ সালের পুনরাবৃত্তি এখনো এপিক সেন্টার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সত্যটা যদি বলি তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়টি কেন আসবে? তুমি আমার মানবাধিকার, নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করবে। আর এখন তোমার মানবাধিকার নিয়ে বলতে পারব না? তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত গান ভায়োলেন্স, ম্যাস শুটিং হয়। ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজায় গণহত্যা নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। তা দমন করা হচ্ছে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। ২৫০০ গ্রেফতার হয়েছে। আর আমাদের দেশে বিরোধী দল যখন অগ্নি সন্ত্রাস করে, পুলিশের ওপর হামলা করে, পুলিশ হাসপাতালে অগ্নি সংযোগ করে, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুর চালায়, সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ করে তখন যুক্তরাষ্ট্র কথা বলে না, চুপ থাকে। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশের মানবাধিকার যে দৃষ্টিতে দেখবে তাদের দেশে সেভাবে দেখবে না কেন?

সরকারের ওপর দেশী-বিদেশী চাপ আছে কি না, চাপ থাকলে কারা দিচ্ছে এবং এ নিয়ে সরকার অস্বস্তিতে আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, চাপটা আছে, তবে সেটা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ। যুদ্ধের কারণে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, এই সঙ্কট বিশ্বজুড়ে। এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া আমাদের এখানেও আসে। আমদানি রফতানি, জ্বালানি, মুদ্রাস্ফিতি, ডলার সঙ্কট- এসব বিষয়গুলো অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এগুলো এফেক্টেড হলে চাপ পড়ে। দ্রব্যমূল্য নিয়ে চাপ আছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক করতে প্রতীক ছাড়া নির্বাচন করছে আওয়ামী লীগ। তবে অন্য দলগুলো চাইলে নিজেদের দলীয় প্রতীকেও নির্বাচন করতে পারে। মির্জা আব্বাসরা দলীয় প্রতীকে কেন নির্বাচনে এলেন না? আমাদের তো কোনো আপত্তি নেই। আমরা নতুন কৌশলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রতীক ছাড়া করতে চেয়েছি। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপির স্বজনদের বিরত রাখা আওয়ামী লীগের নীতিগত সিদ্ধান্ত, এখানে আইনি কোনো বিষয় নেই।

এ সময় ওয়ান ইলেভেনে আটক প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, মির্জা আজমসহ আমরা জেলে একসাথে ছিলাম। সে সময়ের বাস্তবতা, ফোকাস তখন যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল ওয়ান ইলেভেনের অস্বাভাবিক সরকার তাদের লক্ষ্য ছিল একটা বিরাজনীতিকরণ। এর সাথে চোর হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক আছে এটা মনে করি না। রাজনীতিবিদদের ধরা হয়েছে বিরাজনীতিকরণের জন্য। মাইনাস টু ফর্মুলাও হয়েছিল রাজনীতিবীদদের টার্গেট করার জন্য।

বৈশ্বিক আর্থিক সংকটে চাপে আছি: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্কঃ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। এ সংকটের প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত আছে এমন দাবি আমরা করতে পারি না। আমরাও চাপ অনুভব করছি। আমাদের দ্রব্যমূল্য চাপের মুখে আছে। এটা অস্বীকার করলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে হবে। রোববার রাজধানীর ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে আছে। কারণ আমাদের আমদানি, রপ্তানি, জ্বালানি ও ডলার সংকটের বিষয়গুলো অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো আক্রান্ত হলেই তো চাপ থাকে। এই চাপ আমরা উপেক্ষা করব কীভাবে?

সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সংঘাত নেই। তবে সত্য বললে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে আমাদের কিছু করার নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ দমনের মতো এক-ইরকম নির্মম আচরণ করা হচ্ছে এখন। তারা আমাদের দেশের মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে। তাহলে আমরা কি এসব নিয়ে কথা বলতে পারব না? আমাদের দেশে তারা যে দৃষ্টিতে মানবাধিকার দেখে, নিজের দেশে সেই দৃষ্টিতে দেখবে না কেন? তারপরও তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নেই এমন কথা তো আমরা কখনোই বলিনি।

তিনি বলেন, যুদ্ধের কারণে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে তা বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশ এ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যেমন দ্রব্যমূল্যের যে চাপ তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সংঘাত নেই। তবে সত্য বললে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তো কিছু করার নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ দমনে যে আচরণ করা হয়েছিল একই রকম নির্মম আচরণ এখন করা হচ্ছে। আমাদের দেশের মানবাধিকার নিয়ে তারা কথা বলে। আমরা কি এসব নিয়ে কথা বলতে পারবো না?

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমাদের দেশে তারা যে দৃষ্টিতে মানবাধিকার দেখে, সে দৃষ্টিতে নিজের দেশে দেখবে না কেন? তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নেই এমন কথা তো আমরা বলিনি।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, প্রতীক ছাড়া নির্বাচন করলে নির্বাচনটি আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে- এ ভাবনা থেকে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ স্থগিত করেছে। এর মানে এই নয়, অন্যান্য দল নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবে না।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনদের বিরত রাখা আওয়ামী লীগের নীতিগত সিদ্ধান্ত, এখানে আইনি কোনো বিষয় নেই। কারণ প্রতীক ছাড়া নির্বাচন করলে নির্বাচন আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। এমন ভাবনা থেকে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ স্থগিত করেছে। এর মানে এই নয় যে অন্য দলগুলো নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবে না।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ।

মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনদের প্রার্থী হওয়ার ঘটনায় শাস্তি হবেই: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্কঃ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের স্বজনদের প্রার্থী হওয়ার ঘটনায় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'যারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে, তাদের কোনো না কোনোভাবে শাস্তির মুখোমুখি হতেই হবে।'

ওবায়দুল কাদের এ বিষয়ে আরও বলেন, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৩ জন সংসদ সদস্য দলের মনোনয়ন পাননি। এটা কি একরকম শাস্তি নয়? মন্ত্রিপরিষদে ২৫ জন নেই। সময়মতো শাস্তি হবে। এটা একটা উদাহরণ। সোমবার বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। এর আগে বৈঠকে ১৭ মে দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়। ২৩ জুন দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের বিষয়েও আলোচনা হয় বলে বৈঠক সূত্র জানায়।

গণতন্ত্র ধ্বংস করা সরকারের প্রধান অপরাধঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্কঃ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা সরকারের প্রধান অপরাধ মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আপনাদের অপরাধ হচ্ছে আপনারা দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছেন। বর্তমান সরকারের কৌশল একটু ভিন্ন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন আওয়ামী লীগ আগেকার দিনের মতো সংসদে বিল পাস করে বাকশাল করতে চায় না, তারা গণতন্ত্রের একটি লেবাস রেখে দিয়ে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে, জনগণকে দমন করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। গত বুধবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক দল আয়োজিত র‌্যালিপূর্ব সমাবেশে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

বেলা আড়াইটার আগে থেকে সমাবেশে মাইকে স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়। পাঁচটি পিকআপ ভ্যানের ওপর স্থাপিত অস্থায়ী মঞ্চে নেতারা চেয়ারে বসেন। সমবেত নেতাকর্মী ও অনুসারীরা মাথায় ক্যাপ, হাতে লাল পতাকাসহ নানা ব্যানার, ফেস্টুন ব্যবহার করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলা 'অতি ডান, অতি বাম সরকার পতনের জন্য এক হয়েছে কিভাবে, তিনি তা বুঝতে পারেন না' বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি মহাসচিব বলেন, দুঃখ হয়, কষ্ট হয় যখন আমরা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীকে বলতে দেখি, 'কী এমন হয়েছে। কী ঘটেছে, বুঝতে পারছেন না' সমস্যাটা এখানেই। বুঝতে পারছেন না অথবা বুঝেও না বুঝার ভান করেন। আজকে কেবল অতি বাম, অতি ডান নয়, আজকে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যপন্থী কেবল নয়, সব মানুষ, যেকোনো পন্থারই হোক মানুষ বুঝতে পারছে তাদের ন্যূনতম অধিকারটুকুও নেই।

মির্জা ফখরুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী আরেকটা কথা বলেছেন। বলেছেন, 'আমাদের অপরাধ?' আপনাদের অপরাধ হচ্ছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছেন। জনগণের ন্যূনতম অধিকার, প্রতি পাঁচ বছর পর তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করবে সেই অধিকারটুকুও আপনারা কেড়ে নিয়েছেন। এখন নির্বাচনকে এমন একটা তামাশায় পরিণত করেছেন, আপনারাই বলেন ডামি প্রার্থী।' বিএনপি মহাসচিব বলেন, অনেক ত্যাগ আমরা স্বীকার করেছি। অনেক ভাই গুম খুন হয়েছেন। মিথ্যা মামলায় জর্জরিত হয়েছেন। আমাদের নেত্রী এখনো কারাগারে বন্দী। আমাদের নেতা তারেক রহমানকে সাজা দিয়ে বিদেশে নির্বাসিত করে রেখেছে। একটা একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জোর পাঁয়তারা তারা করছে।

তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে আসা নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে মহাসচিব বলেন, এতে প্রমাণ করে বিএনপি শুধু নয়, এই দেশের সব গণতন্ত্রকামী, স্বাধীনতাকামী মানুষ জেগে উঠেছে। আবার জেগে উঠবে সবাই। আমি অনেকবার বলেছি বিএনপি হচ্ছে সেই ফিনিক্স পাখির মতো, যে ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার জেগে ওঠে। বাধা সরিয়ে জেগে উঠে আন্দোলন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের কথা বলে। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে ফখরুল বলেন, একটি কথা মনে রাখতে হবে সব সময়, আমরা কখনোই অতীতেও পরাজিত হইনি। আমরা পরাজিত হবো না।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

২ মে ২০২৪, ১৯ বৈশাখ বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

বাঙালির বাতিঘর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী আজ। রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বাঙালির বাতিঘর। বাঙালির সব অর্জনের পেছনে রয়েছে এই মহীরুহের অনুপ্রেরণাদায়ক ভূমিকা। ১২৬৮ সনের ২৫ বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাসাহিত্যকে স্বদেশের গণ্ডি ডিঙিয়ে বিশ্বপরিসরে তুলে ধরার কৃতিত্ব দেখান তিনি। বিশ্বকবি বাঙালিকে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ারও পথ দেখিয়েছেন। ঔপনিবেশিক সেই যুগে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা যে উচ্চতায় নিয়ে যান, তা ছিল হাজার বছরের সেরা অর্জন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বাঙালিই শুধু নন, এশিয়া মহাদেশে তার আগে কেউ এই মর্যাদায় নিজেকে অভিষিক্ত করতে পারেননি। আড়াই হাজার বছর আগেও পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ের এই ভূখণ্ডের মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বিদেশি শাসন ও বঞ্চনা বাঙালির গর্বিত পরিচয়কে নিষ্প্রভ করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্ম দিয়ে বাঙালিকে বিশ্বজুড়ে পরিচিত করেন। কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার বাঙালির আত্মবিশ্বাসে যে জোয়ার আনে তার মহিমাময় প্রকাশ ঘটে প্রায় ছয় দশক পরে। এ আত্মবিশ্বাস একাত্তরে বাঙালিকে অস্ত্র ধরতে শেখায়। মহান মুক্তিযুদ্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন বিশ্বকবির একনিষ্ঠ অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের জন্ম অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় হলেও তাঁর পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলা বা আজকের বাংলাদেশের খুলনায়। তার মাতুলালয় ও শ্বশুরবাড়িও একই এলাকায়। সেই অর্থে তিনি আমাদের আত্মার আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যসত্তার বিকাশকে কাঙ্ক্ষিত মনে করতেন। বাঙালি মানুষ হয়ে উঠুক এটি ছিল তার ঐকান্তিক কামনা। কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শপথ হোক- মানবিকতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার। হিংসা-হানাহানিমুক্ত এক বিশ্বগড়ার। শান্তি ও মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

সুন্দরবনে অগ্নিকাণ্ডঃ দেশের ফুসফুসকে আগলে রাখতে হবে

শনিবার সকালে পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের আমোরবুনিয়া টহল ফাঁড়ি এলাকায় আগুন লাগে। এ আগুন প্রায় ৪ একর বনভূমিতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়। গত দু'দিনে ফায়ার সার্ভিস এবং কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর দুটি পৃথক টিম আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনলেও রোববার বিকাল পর্যন্ত ওই এলাকার কিছু জায়গায় ধোঁয়া দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, মধু আহরণকারীদের মশাল কিংবা জেলেদের ফেলে দেওয়া সিগারেটের আগুন থেকে এ বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়েছে।

অভিজ্ঞতা বলছে, গত ২২ বছরে সুন্দরবনে অন্তত ২৪ বার আগুন লেগেছে। বলা যায়, প্রতিবছরই সুন্দরবনের কোনো না কোনো এলাকা পুড়েছে আগুনে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটছে শুষ্ক মৌসুমেই অর্থাৎ মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। কথা হচ্ছে, এই যে বারবার সুন্দরবনে আগুন লাগছে, এটা কি চলতে থাকবে অনন্তকাল? প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের পর দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। কমিটিগুলো যথারীতি প্রতিবেদনে কিছু বিষয়ে সুপারিশও করে থাকে; কিন্তু সেসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় না। আমরা জানি না, এবারের তদন্ত কমিটির সুপারিশও বাস্তবায়িত হবে কিনা। এত বড় একটা বিপর্যয় হেলাফেলার চোখে দেখা হলে সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় থেকে যায়।

তিন বছর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলেন, সুন্দরবনের আয়তন বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের কথা হলো, বর্তমানে যা আছে, সেটাই তো রক্ষা করতে পারছি না। সুন্দরবনকে বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়। এটা শুধু দেশের প্রধান বনাঞ্চল নয়, এটি ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজও। উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বন প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহও বটে। সুতরাং এই বনে ঘনঘন অগ্নিকাণ্ড রোধ করতে হবে। বনসম্পদ চুরির স্বার্থে সম্পদ বিনষ্ট করে তস্করদের ফাঁকির খেলা চলছে কিনা, এটাও এক বড় প্রশ্ন। আমরা সুন্দরবনে আর অগ্নিকাণ্ড দেখতে চাই না। অগ্নিকাণ্ড রোধে সব ধরনের সম্ভাব্য কারণ দূর করতে হবে অবশ্যই।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmobhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

যাওয়া-আসা এই তো নিয়ম

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

পাঠক অনেকেই জানেন তীব্র দাবদাহে সংগ্রামপুরের সিলিমপুর সোনার বাংলা মৎস্য খামারে পুকুর খনন নিয়ে পড়ে আছি। বিশেষ করে কিছু গাছ লাগাতে মনটা কেন যেন বড় আনচান করছিল। আম, জাম, মাল্টা, জাম্বুরা, আমড়া যেসব গাছ আছে সেসব গাছের তেমন যত্ন নেই। তারপরও গাছে গাছে ডালে ডালে প্রচুর ফল। কেন যেন ফলগুলো দেখে বুকের ভিতর এক অন্যরকম অনুরণন সৃষ্টি হয়। এত অনাদরের পরও আল্লাহর সে কি অপার মহিমা। তাই প্রতি মুহূর্তে মনে হয় গাছগুলোর যদি যত্ন নিতে পারতাম, একটু পানি দিতে পারতাম, একটু সার, একটু গোবর, একটুখানি ছাই আরও যা যা গাছ চায় তাহলে কত না ভালো হতো। গত দুই মাস নিয়মিত যাতায়াত করি। সিলিমপুরে কাজের লোক যারা আছে তাদের প্রতি আমার একটা ধারণা ছিল তারা কাজ করে না, শুধু শুধু ফাঁকি দেয়, বসে থাকে। ইদানীং অনেক মানুষেরই দায়িত্ববোধ নেই, কাজকে ভালোবাসে না, অলস বসে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এই কদিন নিয়মিত সময় দিয়ে দেখলাম যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের মতো সোনার মানুষ হয় না। ত্রুটি তাদের নয়, যারা তদারকি করে ত্রুটি তাদের। কাকে কী করতে হবে, কখন করতে হবে কেউ জানে না, বলতে পারে না। কারণ চোখ নেই, দেখে না। যুক্তিবিদ্যায় দেখেছি, চোখ থাকলেও আমরা আমাদের চোখের সামনে সব দেখি না, অনেক কিছু চোখের আড়ালেই থেকে যায়। যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু কিছু মানুষ যারা বড় বড় জিনিসও দেখে না, দেখতে পায় না। খামারে গিয়ে অনেক সময় দেখি এটা ওটা এখানে সেখানে পড়ে আছে। একটু সরিয়ে রাখতে একটু ঝাড়পোঁছ করে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। লোকজন আছে, তারা যে কাজ করে না তেমন নয়। যাকে যা বলা হয় তার চাইতেও বেশি করে। মুক্তিযুদ্ধে যেমনটা দেখেছি, যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি তার চাইতে অনেক বেশি করেছে, ভালো করেছে। পুকুরগুলো সংস্কার করা হচ্ছে। বেকু, টাপি মাটি এদিক ওদিক নিচ্ছে, খাম-খুঁটা গাড়ছে। কী প্রচণ্ড দাবদাহ, তার মধ্যেও সবার মুখে হাসি। বুক জুড়িয়ে যায়। তাই বেশ আগ্রহ নিয়ে কাজটা দেখছিলাম বা কদিন থেকে দেখছি। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে গ্রামে একটা দুটা পুকুর সংস্কারে পড়ে থাকা আপনার কাজ নয়। বলতেই পারেন। কিন্তু আমি যদি এখন একটা গাছে ফুল ফোটাতে পারি, ফল ফলাতে পারি সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখেন তাতেই খুশি থাকতে শিখেছি। জীবনে বহু ঝড়-তুফান পেরিয়ে এসেছি। এখন যাওয়ার পালা। তাই কোনো লোভ-ক্ষমতা স্পর্শ করে না, অবহেলা আহত করে না। হেলাফেলা নিয়ে, ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়ে একটি সত্য ঘটনা আগামী পর্বে লেখার চেষ্টা করব।

সিলিমপুরে থাকলে পত্র-পত্রিকা একটু দেরিতে পাই। পত্রিকায় চোখ পড়তেই হঠাৎই দেখলাম প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী আর নেই। মৃত্যু সংবাদ তো প্রতিদিনই পাই। জন্ম আর মৃত্যু শাশ্বত সত্য। মৃত্যু সংবাদ অনেকটাই স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখেছি অনেক বছর। আমার প্রেম আমার ভালোবাসা যে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে সেই বঙ্গবন্ধু ওভাবে আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে যাবেন মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি। আর তাঁর মৃত্যু তো স্বাভাবিক ছিল না। যে মানুষটা সারা জীবন আমাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সুখ ত্যাগ করেছেন সেই মানুষটা ঘাতকের গুলিতে নিহত হয়েছেন। যখন বিপথগামী খুনিরা আক্রমণ করেছিল তখন বঙ্গবন্ধুর আর তাঁর আশপাশের লোকজনের কেমন লেগেছে। এমন একটি বিরাট মানুষ চন্দ্র-সূর্যের সমান যার উচ্চতা তাঁর বুকের ভিতর কেমন তোলপাড় করেছে, কেমন অসহায় লেগেছে তাঁর বা তাঁদের। এসব যখনই ভাবি তখন কেমন যেন হয়ে যাই। কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। ঠিক একইভাবে দেহরক্ষীদের গুলিতে ভারতের মহীয়সী নারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলাম সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে যখন বর্ধমানের খোশবাগানে ড. স্বরূপ দত্তের চেম্বারে ছিলাম। আমার স্ত্রী নাসরীন সিদ্দিকীর সব থেকে বড় দুঃখ সে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেখা পায়নি। মার সঙ্গে, ভাইবোনের সঙ্গে ইন্দিরাজির যখনই সে ছবি দেখে তখনই আফসোস করে। মা-বাবা চলে গেছেন সেটাও বুকে আলোড়ন তোলে। তাই মৃত্যুকে গ্রহণ করার শক্তি আগেই অর্জন করেছিলাম। কিন্তু তারপরও মাঝেসাজে কিছু মৃত্যু নাড়া দেয়। এ জে মোহাম্মদ আলী তেমন একজন। আমি তাকে চিনতাম না। তিনি যখন বড় হয়েছেন আমি তখন নির্বাসনে। দেশে এসেছি '৯০ সালে। তারপর হাজারো উত্থানপাথাল অতিক্রম করে এতটা পথ পারি দিয়েছি। কয়েকদিন আগে বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমার থেকে সাত বছরের বড়। আমার আর তার মাঝে এক ভাই, এক বোন ছিল। তারা চলে গেছে প্রায় ৭৫ বছর আগে। চা খেতে খেতে কথার ফাঁকে হঠাৎই কেন যেন বলেছিলাম, আমার জীবন গুরুহীন গুরু। আমি কোনো প্রেম করতে পারিনি বা করিনি। ছেলেবেলায় কোনো জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না। ছিলাম আস্তো মূর্খ। একেবারে বাউন্ডুলে বাঁধনহারা। আপনাকে দেখে আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম। ভীরুতা কেটেছিল। রাজনীতিতে না এলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতো না, তাঁকে পেতাম না। তিনি আমার প্রেম, তিনিই আমার ভালোবাসা। আজ আমার মধ্যে যত প্রশান্তি তার সবই বঙ্গবন্ধু। আজকে রাস্তাঘাটের একটা পোকপাখালি, একেবারে অন্নহীন বস্ত্রহীন শিশুরাও যে আমার কাছে আদরণীয় সম্মানের সে শুধু বঙ্গবন্ধুর জন্য। দেশ ও দেশের একমুঠো মাটি একটি মানুষের জীবনে কত বড় সম্পদ তা শুধু বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবেসে জেনেছি। আমার সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। কারণ দেশপ্রেম ছেলেখেলা নয়। চুরি-চামারি করে টাকা-পয়সা, গাড়ি বাড়ি করা যায়। কিন্তু একমুঠো মাটি হাতে নিলে তাতে মায়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় না। এটা আল্লাহর দয়া না হলে কারও পক্ষে সম্ভব না। এটা অবশ্যই সত্য, একজন মানুষ হিসেবে, একজন মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি, আল্লাহর দয়া না হলে আমাদের কারও কিছুই করার নেই। নিজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবার শক্তিটুকুও আমাদের নেই। এ বিশ্বাস ও অনুভূতি এক দিনে আসেনি বা জাগেনি। (বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

নারীকে নিয়ে চরম আপত্তিকর মন্তব্য পড়লে অসুস্থ বোধ হয়

নিশাত সুলতানা

ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজকাল চোখ রাখাই কঠিন। সস্তা ও চটকদার সংবাদের লিংক, রুচিপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম আর বিষয়বস্তুর ছড়াছড়ি দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

এসব সংবাদের অধিকাংশই নারীর চেহারা, শরীর আর যৌনতাকে কেন্দ্র করে। নেট দুনিয়ায় এসব চটুল বিষয়বস্তু বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। লাইক, ভিউ আর কমেন্টের জোয়ারে ভেসে নিমেষেই মহামারির রূপ নেয়।

আধেয় বা কনটেন্টের নিচের কমেন্টগুলোর অবস্থা আরও ভয়াবহ। চরম আপত্তিকর এসব মন্তব্য পড়লে অসুস্থ বোধ হয়। এমনকি নারীর অর্জন কিংবা প্রশংসামূলক কাজেও পিছু ছাড়ে না এই নোংরা মন্তব্যগুলো। বন্ধুমহলের অনেকেই আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে সরে থাকলেই তো আর সমস্যার সমাধান হবে না!

অনেকেই অভিযোগ করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে নারীর প্রতি নির্যাতন ও হয়রানি বাড়ছে। তবে আমার কাছে মনে হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ার আগেও পারিবারিক নির্যাতন, পথেঘাটে নারীকে উত্ত্যক্তকরণসহ নানা ধরনের সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবেই বেশি ছিল।

অনেক পুরুষের যে চোখ, যে মন যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে জনসমাগমে, অলিতে-গলিতে, নির্জন স্থানে, গণপরিবহনে নারীকে শিকার বানাত, সেই একই চোখ আর মন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নামক নিরাপদ প্ল্যাটফর্মে এখন বিচরণ করছে দোর্দণ্ড প্রতাপে; সেই সঙ্গে বাস্তব দুনিয়ার শারীরিক, মানসিক আর যৌন নির্যাতন তো আছেই।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণা ও সহিংস আচরণ এখন প্রকটভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে, আর পার্থক্যটা এখানেই। মাধ্যম যা-ই হোক না কেন, নারীর প্রতি নির্যাতন থামছেই না, বরং বেড়েই চলেছে। নির্যাতন শুধু সংখ্যাতেই বাড়েনি; নির্যাতনের ধরন পাল্টেছে, নির্যাতনের মাত্রা আরও ভয়াবহ হয়েছে।

গত ২৫ এপ্রিল প্রথম আলো 'নারী নির্যাতন চলছেই' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে বেরিয়ে এসেছে নারীর প্রতি নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র। এখানে উল্লেখ করা হয়, পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতন ও দমন আইনে ২০২৩ সালে প্রায় ১৮ হাজার ৯৪১টি মামলা হয়েছে। আমরা জানি, নারী নির্যাতনের ঘটনার খুব সামান্য অংশই সামনে আসে। নারী নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা তাই অনেক বেশি।

আজকের নারী সহিংস ও কর্তৃত্ববাদী পুরুষ চান না। নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হওয়ায় নারীকে প্রতিমুহূর্তে নিজের আয়ত্তে রাখার সনাতনী ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে পুরুষকে। পেশিশক্তি প্রদর্শন না করে কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নোংরা মন্তব্য না করেও যে পুরুষ হওয়া যায়, সেটি বোঝার সময় হয়েছে এখন। সময় হয়েছে 'পুরুষ' শব্দটির ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার। আজকের পুরুষের নতুন রূপটি হোক মানবিক ও সংবেদনশীল পুরুষ।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মোট ৫৭৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন; যাঁদের ৩৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়, ২০৭ জন নারী স্বামী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। নারী নির্যাতনের কথা জানিয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ তাৎক্ষণিক অভিযোগ এসেছে ২৬ হাজার ৭৯৭টি। অনলাইনে প্ল্যাটফর্মেও নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন নারী।

পুলিশ সাইবার সাপোর্ট সেন্টার ফর উইমেনের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মাসে ১২ হাজারের বেশি অভিযোগ এসেছে। বাস্তব জগৎ কিংবা ভার্চুয়াল, মাধ্যম যা-ই হোক না কেন, একজন নারী যখন একান্ত নিরুপায় হয়ে পড়েন, তখনই তিনি সাধারণত অভিযোগ জানান কিংবা আইনের আশ্রয় নেন। প্রশ্ন হলো, নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা কেন বাড়ছে? কেন এত ক্রোধ আর প্রতিহিংসা নারীর প্রতি? অথচ পৃথিবীর ইতিহাস বলে, পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি শান্তিপ্রিয় ও কম অপরাধপ্রবণ। অপরাধ কম করেও অপরাধের শিকার হচ্ছেন নারী। যে মাতৃগর্ভে প্রতিটি পুরুষের উৎপত্তি, সেই পুরুষ কী করে নারীর প্রতি এতটা সহিংস আচরণ করতে পারেন, তা ভাবতেই অবাক লাগে। নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো প্রধান বলে আমার মনে হয়, তা হলো:

১. আজকের শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর পরিবর্তিত নতুন রূপটি মেনে নিতে পুরুষ এখনো তৈরি নন। ফলে তাঁরা নারীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন, হীনম্মন্যতায় ভুগছেন এবং নারীর অবস্থান নড়বড়ে করতে তাঁরা সব ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। ফলে দ্বন্দ্ব আর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে।

২. সমাজে এত দিন ধরে ভোগ করতে থাকা পুরুষের সুবিধাজনক অবস্থানটি নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে তাঁরা সহিংস হয়ে উঠছেন। এত দিন প্রভুর আসনে আসীন পুরুষ নারীর সম-অবস্থানে থাকার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। ফলে তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন।

৩. পুরুষের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ও সমাজে পুরুষের প্রচলিত রূপটি তাঁকে নারীর প্রতি সহিংস, কর্তৃত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী করে তুলছে। পুরুষ হয়ে ওঠার সামাজিক চাপ শুধু নারী নন, পুরুষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৪. আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মিডিয়া নারীকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছে যুগের পর যুগ, সেটিও নারীকে অবদমন করেছে এবং নারীর প্রতি সহিংস ও কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছে পুরুষকে।

৫. নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায় আর অবিচারের বিপরীতে শাস্তির উদাহরণ প্রায় নেই বললেই চলে। (বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

ঠেকাতে হবে ধূর্তদের কৌশল

তসলিমা নাসরিন

'ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিলে আঘাতকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে', এটি ধর্মীয় রাজনীতির শ্লোগান। এই ধর্মীয় রাজনীতির সশস্ত্র কর্মীরা স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে অভিজিৎ, নিলয়, অনন্ত, ওয়াশিকুর, রাজীব, দীপনের মতো প্রতিভাবান মুক্তচিন্তকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, অসংখ্য অসাম্প্রদায়িক ব্লগারকে দেশান্তরী করেছে। এই ধর্মীয় রাজনীতিতে শুধু মূর্খ ধর্মান্ধরাই নয়, চতুর প্রভাবশালীরাও যুক্ত। ধর্মানুভূতিতে আঘাত করা শাসকশ্রেণিও সহ্য করে না। নানা রকম আইন তৈরি হয়েছে তথাকথিত আঘাতকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। আঘাতকারীরা মুক্তচিন্তায় এবং বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, ধর্মান্ধদের মতোই শাসকশ্রেণি মুক্তচিন্তা এবং বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস যারা করে, তাদের বরদাস্ত করেন না। আঘাতকারীরা ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা করেন, ধর্মান্ধদের মতোই প্রশাসনও সমালোচকদের টুঁটি টিপে ধরতে চান। বাংলার একজন স্বনামধন্য মানবতাবাদী দার্শনিক লালন ফকিরের ভাস্কর্য যারা ভেঙে টুকরো করেছে, লালনের ধর্ম-গোত্র-বর্ণ বা জাতপাতের ঊর্ধ্বে ওঠা মানবিক গান শুনলে তাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রশাসনের কোন অনুভূতিতে লালনের অসাম্প্রদায়িকতা আঘাত দেয়? প্রশাসনের তো অসাম্প্রদায়িক হওয়া উচিত। কেউ কেউ হয়তো বলবে প্রশাসনেরও ধর্মীয় অনুভূতি আছে, যেহেতু রাষ্ট্রের একটি ধর্ম আছে, প্রশাসনেরও ধর্ম আছে, আর ধর্ম থাকলেই তার অনুভূতি থাকে। কিন্তু আমরা যারা সেক্যুলারিজমে, সমতায়, সমানাধিকারে এবং সভ্যতায় বিশ্বাস করি, তারা তো রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকুক, তা চাই না, প্রশাসন কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সেবা করুক, তা চাই না! এই দেশে যেহেতু হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, প্রকৃতিধর্ম এবং মানবধর্মে বা মানববাদে বিশ্বাসী মানুষের বাস, সেহেতু রাষ্ট্রের কর্তব্য নানা ধর্মে এবং দর্শনে বিশ্বাসী সবাইকে সমান চোখে দেখা, রাষ্ট্রের কর্তব্য গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা। সংখ্যাগুরুকে মান্য করা এবং সংখ্যালঘুকে অপদস্থ করা কোনও গণতন্ত্রের কাজ নয়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু-সকলের অধিকার সমান। শরীয়তপুরের স্বর্ণকার সঞ্জয় রক্ষিতকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল লালনের তুমুল জনপ্রিয় 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' গানের দুটো চরণ ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য।

'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কী হয় বিধান?'

এই প্রশ্নটি তো আমাদের সবার। পুরুষকে পরীক্ষা করলে তার ধর্ম কী সেটা জানা যায়। নারীর শরীরে যেহেতু ধর্মের কোনও চিহ্ন থাকে না, সেহেতু শরীর দেখে জানার উপায় নেই নারী কোন ধর্মে জন্মেছে। পুরুষ-ব্রাহ্মণকে পৈতে ব্যবহার করতে হয়, নারী-ব্রাহ্মণের পৈতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। একজন পুরুষ যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের, সেটা পৈতে দেখে মানুষ বুঝতে পারে, কিন্তু একজন নারী ব্রাহ্মণ কি না, সেটা বোঝার উপায় নেই। 'বামন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কিসে রে?' এই জিজ্ঞাসাই কিন্তু জাতপাত নিয়ে সংশয়ের জন্ম দেয়। জাতের ঊর্ধ্বে মানুষকে উঠতে উৎসাহ দেওয়ার অর্থই কোনও ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যেন মানুষ নিজেকে আবদ্ধ না রাখে। লালনের গান বা দর্শন আমাদের মনকে অন্ধকারের কামড় থেকে মুক্ত করে আলোর পথ দেখায়। আলোকে কাদের এত ভয়?

লালন আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে জন্মেছেন। জাতপ্রথা আর বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করেছেন সেই কত আগে! মানুষের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিলেন তিনি। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর শিক্ষিত মানুষেরা আইন করে জাতপ্রথা আর বর্ণপ্রথা নিষিদ্ধ করেছেন। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা লালনকে কাঠগড়ায় উঠাচ্ছে। দার্শনিক লালনের ভাস্কর্য আজ ভূলুণ্ঠিত। তাঁর গান গাইলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। লালনের গানের কথা প্রকাশ করা আজ অপরাধ। মানবিক লালনের মানবতা আজ কাঠগড়ায়। এ সমাজে মানবতার মূল্য নেই। এ সমাজ দখল করে নিয়েছে বর্বর আর কুচক্রী সাম্প্রদায়িক চক্র। পুলিশ বলেছে সঞ্জয় রক্ষিতের পোস্টের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, সে কারণে সঞ্জয় রক্ষিতকে তারা গ্রেফতার করেছে। বিশৃঙ্খলা যারা সৃষ্টি করেছিল, তাদের গ্রেফতার না করে গ্রেফতার করা হয়েছে যে মানবতার গান গেয়েছিল, তাকে। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশে এসব ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানা চলছে। যারা ভাল কাজ করছে, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, কারণ খারাপ লোকেরা ভাল কাজ পছন্দ করছে না, ভাল কাজ দেখলে বা শুনলে তাদের 'অনুভূতি'তে আঘাত লাগছে। খারাপ লোকদের বর্বরতাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কেন প্রশাসন নিয়েছে? তাদের ধর্মীয় রাজনীতিকে জল সার দিয়ে তরতাজা করার দায়িত্ব প্রশাসনকে দিয়েছে? বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের, দাঙ্গাহাঙ্গামা যারা বাধায়, যারা অন্যের অনিষ্ট করে, যারা জনজীবন দুর্বিষহ করে-তারা এখন জানলো যে তারা আরও অবাধে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেও দোষ তাদের হবে না, গায়ে তাদের টোকা পর্যন্ত কেউ দেবে না। তারা এখন জানলো যে তারা যে কোনও মানবতাবাদীর বিরুদ্ধে, যে কোনও সমাজ-সংস্কারকের বিরুদ্ধে, যে কোনও বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিকের বিরুদ্ধে, যে কোনও জ্ঞানী-গুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে যে বরেণ্যদের কথা এবং কাজ তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে, অমনি প্রশাসন ছুটে আসবে দাঙ্গাবাজদের অনুভূতি রক্ষা করতে। সমাজের সত্যিকার উন্নতি যাঁরা করতে চান, তাঁদের পেটে দড়ি বেঁধে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতে টেনে নিয়ে যাবে থানায়। পেছনে অট্টহাসি হাসবে হিংস্র বর্বর সম্প্রদায়। এরা ধার্মিক নয়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা এবং ব্যবসা করা লোকেরা সত্যিকার ধার্মিক হতে পারে না। তারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে'-এই চারটে শব্দ তারা ব্যবহার করে প্রশাসনকে দিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। প্রশাসন কাদের পাশে দাঁড়িয়ে আজ জাতির সর্বনাশ করছে? কাদের মিথ্যে অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে বিবেকবর্জিত মূর্খ অসভ্য লোকদের দুধ-কলা দিয়ে বড় করতে চাইছে? অসভ্যের সংখ্যা বেশি বলে অসভ্যের পক্ষ নিতে হবে, তাদের বর্বরতাকে সম্মান করতে হবে আর সভ্যদের সংখ্যা কম বলে তাদের হাতকড়া পরিয়ে শায়েস্তা করতে হবে, তাদের দিয়ে অঙ্গীকারপত্রে সই করাতে হবে যে তাঁরা তাঁদের বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন, তাঁরা রসাতলে যাওয়া সমাজকে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তোলার কথা মোটেও ভাববেন না, তাঁরা মানবিকতা, উদারতা, বিদগ্ধতা, সৃজনশীলতা সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে, কলম বন্ধ করে, তুলি ছুড়ে ফেলে জড়বস্তুর জীবনযাপন করবেন? সরকার কি এটিই চাইছে? চাইছে ধর্মানুভূতির অভিযোগ করা ধূর্তদের নিয়ে দেশ গড়তে? উন্নয়নের নামে রাস্তাঘাট আর উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করতে? সত্যিকার উন্নয়ন চাইলে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ করা হতো, ধর্মের নামে যারা সর্বত্র অধর্ম করে বেড়াচ্ছে তাদের সাবধান করা হতো, নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হতো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হতো, বাকস্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া হতো। তা তো হচ্ছেই না, বরং মহাসমারোহে বিপরীতটিই উদযাপিত হচ্ছে। (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

ভূরাজনৈতিক সংঘাতে বিশ্ববাণিজ্য কোন দিকে?

আসজাদুল কিবরিয়া

বিশ্ববাণিজ্যের জন্য গত বছরটা যে ভালো যায়নি, তা স্পষ্ট। চলতি বছরও যদি একই প্রবণতা বজায় থাকে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তা সুখকর হবে না। তাই এ বছর বিশ্ববাণিজ্য যেন জোরালোভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, এ রকম একটা তাগিদ আন্তর্জাতিকভাবে জোরেশোরেই অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু বাণিজ্য তো আর জোর করে চাঙ্গা করা যায় না। এটা হয় বৈশ্বিক অনুকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা অবশ্য বছরের প্রথম প্রান্তিকের বাণিজ্যপ্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে সম্প্রতি যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে করে বলা যায়, বিশ্ববাণিজ্য এ বছর তেজি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) যে পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, গত বছর, মানে ২০২৩ সালে বিশ্ববাণিজ্য পরিমাণগত ১ দশমিক ২০ শতাংশ কমে যাওয়ার পর চলতি বছর বা ২০২৪ সালে ২ দশমিক ৬০ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। আর আগামী বছর এই হার হতে পারে ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ। ডব্লিউটিওর হালনাগাদকৃত প্রতিবেদনে অবশ্য একই সঙ্গে বিশ্ববাণিজ্য ঘুরে দাঁড়ানোর বাধা হিসেবে তিনটি ঝুঁকিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এগুলো হলো–আঞ্চলিক সংঘাত, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক নীতিবিষয়ক অনিশ্চয়তা।

অর্থমূল্যের দিক দিয়ে গত বছর বৈশ্বিক পণ্য-বাণিজ্য তার আগের বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ কমে গিয়ে হয়েছিল ২৪ লাখ কোটি (বা ২৪ ট্রিলিয়ন) ডলার। তবে সেবা খাতের বাণিজ্য প্রায় ৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সাড়ে ৭ লাখ কোটি (সাড়ে ৭ ট্রিলিয়ন) ডলারে।

এই সময়ে আমদানিও বেড়েছে প্রায় ২ শতাংশ। অবশ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রে প্রথম প্রায় চার মাসে (২৪ এপ্রিল পর্যন্ত) আমদানি ব্যয় ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ বাড়ার তথ্য পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দেশে শিল্প খাতে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের চাহিদা বেড়েছে, যা বিনিয়োগ বাড়ার ও অর্থনৈতিক কর্মকা" গতিশীল হওয়ার লক্ষণ।

আবার এর আগের মার্চ মাসের প্রথম দিকে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (আঙ্কটাড) যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে দেখানো হয়, সার্বিকভাবে বিশ্ববাণিজ্য ২০২২ সালের তুলনায় ৩ শতাংশ বা প্রায় ১ লাখ কোটি ডলার কমে ২০২৩ সালে প্রায় ৩২ লাখ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

এ সময় পণ্য-বাণিজ্য প্রায় সোয়া লাখ কোটি ডলার কমে গেলেও সেবা খাতের বাণিজ্য ৫০ হাজার কোটি ডলার বা ৮ শতাংশ বাড়ে।

দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনেই দেখানো হয়েছে, পণ্য-বাণিজ্য কমে গিয়েই ২০২৩ সালে সার্বিক বিশ্ববাণিজ্য কমেছিল; যদিও এ সময় বেড়েছিল সেবা খাতের বাণিজ্য। আর তাই পণ্য-বাণিজ্য চাঙ্গা হওয়ার দিকেই এখন মনোযোগটা বেশি।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে কিছুটা আশাবাদী পূর্বাভাস দিয়ে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি এ বছরও ৩ শতাংশ হারে বাড়তে পারে, আর তা সম্ভব হবে বাণিজ্য তেজি হওয়ার মধ্য দিয়ে।

পরিবেশবান্ধব পণ্যগুলো, বিশেষত ইলেকট্রিক গাড়ির চাহিদা বেশ জোরাল হয়ে উঠছে, যা মোট পণ্য-বাণিজ্যকে তেজি করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জাতিসংঘের সংস্থাটি মনে করে।

পাশাপাশি সংস্থাটি এটা বলেও সতর্কতা উচ্চারণ করেছে, লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর ও পানামা খাল দিয়ে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হলে একদিক যেমন খরচ বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি সরবরাহপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। আবার চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও আঞ্চলিক সংঘাতগুলো জ্বালানি ও কৃষিপণ্যের বাজারকে অস্থির করে তুলতে পারে। এ সবকিছুর সমষ্টিগত ফল হবে বাণিজ্যের গতি ধীর হয়ে পড়া।

আঙ্কটাড ও ডব্লিউটিও অবশ্য তাদের প্রতিবেদন ও পূর্বাভাসে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে ইরান-ইসরায়েল সংঘাতকে বিবেচনায় নেয়নি বা নিতে পারেনি।

কেননা তার আগেই এসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তবে আঞ্চলিক সংঘাত ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা–দুটি ক্ষেত্রেই ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বাড়তি ঝুঁকি যোগ করেছে। যদিও দুই দেশ পাল্টাপাল্টি খুব সীমিত আকারে পরস্পরের প্রতি মিসাইল ছুড়ে থেমে গেছে, তবু মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি উত্তেজনাকরই রয়ে গেছে।

গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচারে হামলা ও গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই উত্তেজনা কমবে না। ওদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো কোনো পরিণতির দিকে যেতে পারেনি। ফলে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাও কমছে না শিগগিরই।

এমতাবস্থায় বাণিজ্য কমে যাওয়ার মানেই হলো বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক কর্মকা" কমে যাওয়া বা শ্লথ হওয়া। প্রায় প্রতিটি দেশই এখন একে অপরের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল–খাদ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি থেকে তৈরি পোশাক ও যন্ত্রপাতি রপ্তানির জন্য।

সুতরাং বাণিজ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই ব্যয়বহুল হবে, যা জাতীয় আয় ও ভোগব্যয় কমিয়ে দেবে। ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কমে যাবে। এটা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে।

উল্লেখ্য, গত বছর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) পণ্য রপ্তানি ২০২২ সালের ২৬ হাজার ৯০০ কোটি (বা ২৬৯ বিলিয়ন) ডলার থেকে সাড়ে ৪ শতাংশ কমে হয়েছে ২৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। এতে করে বৈশ্বিক পণ্য রপ্তানিতে এলডিসির হিস্যা ১ দশমিক ১০ শতাংশেই অপরিবর্তিত রয়েছে।

আবার এলডিসিগুলোর পণ্য আমদানি ২০২২ সালের ৩৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলার থেকে কমে গত বছর ৩১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার হয়েছে। মানে আমদানি কমেছে প্রায় ১১ শতাংশ। তাতে করে বৈশ্বিক পণ্য আমদানিতে এলডিসির হিস্যা আগের বছরের প্রায় দেড় শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে হয়েছে ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয়ে জানতে চাই

রুমিন ফারহানা

প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের আমি একজন নিয়মিত এবং মুগ্ধ দর্শক। উনি বিদেশ গেলে আমি মোটামুটি অধীর আগ্রহে উনার ফেরার অপেক্ষা করি; কারণ আমি জানি উনি দেশে ফিরলেই সংবাদ সম্মেলন হবে। আমার মতো কিছু বক্তৃর নিন্দুক বাদ দিলে মোটা দাগে সকলেই একমত হবেন যে, দেশে দেশে যেখানে কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিবিদরা এড়িয়ে চলছেন গণমাধ্যমের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বকে, সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তো বটেই। এখন প্রশ্ন হলো আমার এতো আগ্রহের কারণ কি? কারণ প্রধানত দু'টি- একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। গৌণ কারণটিই আগে বলি। এই সংবাদ সম্মেলনে আমার সব পরিচিত মুখ সামনের বেশকিছু সারি আলোকিত করে বসে থাকেন, তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখতে ভালো লাগে। সকলেই তাদের মুখের ভাব যথাসম্ভব গম্ভীর রাখার চেষ্টা করলেও ভেতরের চাপা আনন্দ তাতে চাপা পড়ে না। জিজ্ঞাস করতে পারেন আমি তাদের পরিচিত বলছি কেন? বলছি এ কারণেই যে, প্রতিরাতের টকশো টেবিলে তাদের কেউ না কেউ আমার সাথে 'নিরপেক্ষ' সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তাদের নিরপেক্ষতায় আমি চমৎকৃত হই; আমি নিশ্চিত, দর্শক চমৎকৃত হন আরও বেশি। যাইহোক, এবার আসি মুখ্য কারণে।

মুখ্য কারণ হলো- বিনোদন। প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্ন শুনে আমি যেমন বিনোদিত হই, প্রধানমন্ত্রীও আনন্দ পান। উনার হাসিখুশি মুখ দেখতে ভালো লাগে।

যে দেশে গণমাধ্যম মোটাদাগে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে সেখানে নাকি রাজনীতিবিদরা রীতিমতো ভয় পান সাংবাদিকদের। কখন কি প্রশ্ন করে ফেলেন, উত্তর মনঃপূত না হলে পাল্টা কি প্রশ্ন আসে, বলা আর না বলার মধ্যে ভারসাম্য কি করে রাখা যায় ইত্যাদি নানা কিছু নিশ্চিত ভাবেই বেকায়দায় ফেলে রাজনীতিবিদদের। আর সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা যেহেতু জনগণের প্রতি, কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি নয়, তাই সঙ্গত কারণেই সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা আর পেশাদারিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই তার প্রশ্নের পথে কোনো বাধা হতে পারে না। সে কারণেই সত্যিকার সাংবাদিকতার মুখোমুখি হওয়া রাজনীতিবিদদের জন্য খুব একটা স্বস্তির বিষয় নয়- কখনোই।

প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের ধরনগুলো মোটামুটি একই রকম। উনি যে দেশ সফর করেন সেখানে উনার সফরের বিস্তারিত উনি বলার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার সুযোগ পান। তখনই শুরু হয় আসল মজা। প্রশ্নগুলো প্রায় সময়ই হয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার আগে যে দীর্ঘ সময় প্রশ্নকর্তা ভূমিকা করেন সেটি হয় ইন্টারেস্টিং। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া দেশ কতটা অন্ধকার, তিনি কতটা অপরিহার্য, কৃষি থেকে শিল্প, ভূগোল থেকে বিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠ থেকে নভোম""ল যেখানে ভালো যা কিছু হচ্ছে তার কৃতিত্ব কেবলই যে প্রধানমন্ত্রীর সে কথাটাই তারা নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর শেষ যে সংবাদ সম্মেলন হলো গত ২রা মে তার ঠিক একদিন পরই বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে ফরাসি সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স প্রকাশ করলো বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক। বিষয়টি কাকতালীয় হলেও মজার। এবার সেই সূচকে দুই ধাপ পিছিয়ে ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৫তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধু আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নিচে বা বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ অবস্থায় কারা আছে জানতে কৌতূহলের বশে তালিকায় ঢুকে দেখি কেবল দক্ষিণ এশিয়ার দেশই নয়, আফ্রিকার অনেক দেশ এমন কি যে দেশটি নিয়ে আমাদের ট্রোলের সীমা নাই সেই উগান্ডাও আছে আমাদের চেয়ে ভালো অবস্থানে।

এবার একটা গল্প বলি। আমার পরিবারের সঙ্গে গণমাধ্যমের সরাসরি যোগাযোগ আছে। আমার পিতা অলি আহাদ ছিলেন ইত্তেহাদ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। এই পত্রিকাটির একটি ইতিহাস আছে। মুসলিম লীগের হাশেম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেহাদ প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। ১৯৪৬-৪৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন আবুল মনসুর আহমেদ। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় যুক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে পত্রিকাটির সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। পূর্ব বাংলায় এজেন্ট নিয়োগ করে দৈনিক ইত্তেহাদের প্রচার ও প্রসারে সে সময় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন শেখ মুজিব। বলা হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো বলে তৎকালীন খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার পত্রিকাটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। এরপর দীর্ঘ সময় পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন আমার পিতা জনাব অলি আহাদ। ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের ডিক্লারেশন নেন তিনি। এরপর ৭২ থেকে ৭৪ নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকাটি। সরকারবিরোধী কঠোর অবস্থানের কারণে ৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কারাবরণ করেন অলি আহাদ। যেহেতু পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং এর যাবতীয় ব্যয় তিনিই নির্বাহ করতেন তাই তার কারাবরণের পর পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কারামুক্তির পর ৭৬ সাল থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে ইত্তেহাদ। শুরু থেকেই এন্টিএস্টাব্লিশমেন্ট অবস্থানের কারণে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে পত্রিকাটি। এরশাদের মার্শাল 'ল সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণে ৮২ সালের শেষের দিকে আবার বন্ধ করা হয় পত্রিকাটি, অলি আহাদকে নেয়া হয় কারাগারে। পরবর্তীতে আবার ৮৩ সালে পত্রিকাটি প্রকাশের লাইসেন্স নেন তিনি কিন্তু বারবার কারাবরণ আর পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারবিরোধী রিপোর্টের কারণে কিছুদিন পরপরই সরকারের রোষানলে পড়ে লাইসেন্স হারাতে হয় তাকে। এক পর্যায়ে এসে তীব্র অর্থাভাবের কারণে পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। পত্রিকাটির সুনাম, ঐতিহ্য ও ব্যাপ্তির কথা বিবেচনা করে সে সময় অনেকেই চেয়েছিলেন পত্রিকাটির স্পন্সর হতে। কিন্তু অলি আহাদ বিশ্বাস করতেন পত্রিকার আর্থিক মালিকানা যদি অন্য কারও কাছে চলে যায় তাহলে স্বাধীন সাংবাদিকতা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এত কথা বলার কারণ একটাই। আজকাল যেমন বড় ব্যবসায়ীরা পত্রিকা খোলেন নিজের ব্যবসা নিরাপদ করতে সে সময় বড় বড় রাজনীতিবিদরা চাইতেন পত্রিকা চালাতে। তাতে নিজের মত স্বাধীন ভাবে প্রকাশের একটি সুযোগ পেতেন তারা।

সরকারকে প্রতিনিয়ত জবাবদিহিতার মধ্যে আনা, মানুষকে সঠিক তথ্য জানানো, সরকারের ভুলত্রুটি, অন্যায়, অবহেলা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির তথ্য তুলে ধরা, জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করাই গণমাধ্যমের কাজ। সরকার তোষণ বা সরকার প্রধানের গুণকির্তন না। অনেকে প্রশ্ন করেন- যেখানে ঘরের পাশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার অনুমতি দেন না, সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি চমৎকার ব্যতিক্রম তো বটেই। এখানে আমার মতে প্রধানমন্ত্রীর স্মার্টনেসের প্রশংসা করতেই হয়। নির্বাচিত, অনুগত, সুবিধাভোগী এবং একান্ত বাধ্যগত কিছু সাংবাদিককে এনে প্রশ্নের নামে গুণকির্তন শোনা যদি সংবাদ সম্মেলন হয় তাহলে এর চেয়ে মধুর বিষয় আর কী হতে পারে।

মানুষের কিছু প্রশ্ন আছে। সাদামাটা, সহজ প্রশ্ন। মুশকিল হলো সহজ সেই প্রশ্নগুলো গণভবনের লৌহকঠিন নিরাপত্তার দ্বার ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে না। আজ এই লেখার মধ্য দিয়ে সে প্রশ্নগুলোই আমি প্রধানমন্ত্রীকে করছি।

১. বাংলাদেশে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের তিনটি নির্বাচনকে আপনি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য বললেও আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশকে স্বৈরতান্ত্রিক বলা হচ্ছে কেন?

২. যে দেশে ভোটকে উৎসব হিসেবে গণ্য করা হতো, নারী, অশীতিপর বৃদ্ধ সকলেই রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে ভোট দিতো সে দেশে এখন ভোটের দিন কেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকে কেন?

৩. আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থাসহ পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের গুম, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, হেফাজতে নির্যাতন, বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, মিথ্যা মামলা দায়ের, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বাধা, ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি সহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে আপনার সরকারকে। এমনকি গণতন্ত্র সম্মেলনে দাওয়াত না পাওয়া কিংবা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য স্যাংশনও আপনার সরকারের সময়ই হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

৪. এক হাজার টাকা খেলাপি ঋণের জন্য যেখানে কৃষকের কোমরে দড়ি পড়ে সেখানে হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপিদের কেন সরকারের পাশেই বহাল তবিয়তে দেখা যায়?

৫. অনুমোদনের পরের দিন থেকে ফার্মারস ব্যাংকে এবং ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেসিক ব্যাংকে প্রকাশ্যে লুটপাট হয়েছে। মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং আব্দুল হাই বাচ্চুর কিছু হলো না কেন?

৬. ঋণ খেলাপিদের সুবিধার্থে সময় সময় আইন পরিবর্তন যেমন মাত্র ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করা, তিন বছরের জায়গায় দুই বছর খেলাপি হলেই অবলোপন করার নতুন নিয়ম, মামলার অজুহাত, ঋণ পুনঃতফসিল ইত্যাদি করে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা মন্দ ঋণকে মাত্র দেড় লাখ কোটি টাকা দেখানো কার সুবিধার্থে এবং কেন?

৭. একটি শিল্প গ্রুপের হাতে একের পর এক ব্যাংক তুলে দেয়া হচ্ছে। গ্রুপটি ইসলামী ব্যাংক দখলের পর দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাংকটিকে ধ্বংস করেছে। এই গ্রুপের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটের ভাগ পাচ্ছে কারা? এই গ্রুপের বিদেশে টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন?

৮. দুদক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে দেশের একজন শীর্ষ টাকা পাচারকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় বেঁধে দিয়ে জারি করা রুল আপিল বিভাগে খারিজ হয়ে যায় কেন? পরবর্তীতে ওই একই ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যাংকের বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রেও একইভাবে আদালত আদেশ দেন।

৯. কম উৎপাদন খরচের বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রেখে বেশি উৎপাদন খরচের বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোর যুক্তি কী?

১০. বিনা দরপত্রে এবং ইনডেমনিটি আইনের আওতায় স্থাপিত আপৎকালীন তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মেয়াদ ছিল ২০১২ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে সর্বোচ্চ চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চমূল্যের তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না কেন?

১১. রিজার্ভ সংকটের জন্য কোভিড, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বমন্দাকে দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের আসল রিজার্ভ এখন তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্যও যথেষ্ট না, অথচ ভারত এগারো থেকে বার মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে। বাংলাদেশের রিজার্ভ সংকটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বলা কারণগুলো ভারতের জন্যও কি প্রযোজ্য নয়? ভারত পারলে আমরা পারলাম না কেন?

১২. বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যয়ে বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বনিম্নমানের রাস্তা কেন তৈরি করা হয়? (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঠেকাতে হবে ধূর্তদের কৌশল

লালনের শব্দাবলি শুনলে, সত্য উচ্চারণ শুনলে, শুভ্রসুন্দর স্বপ্নের কথা শুনলে যাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, মাদ্রাসায় ছাত্রদের জঘন্যভাবে পেটানো হলে, বলাৎকার করা হলে, বলাৎকার করতে করতে মেরে ফেলা হলে কিন্তু তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে না। গ্রামেগঞ্জে শহরে বন্দরে নারীকে যৌনহেনস্তা করা হলে, নারীকে নারী হওয়ার অপরাধে নির্যাতন করা হলে, ধর্মীয় এবং নানা শ্রেণির সংখ্যালঘুদের অত্যাচার করা হলে, দরিদ্রদের প্রতারিত করা হলে, তাদের কোনও অনুভূতিতেই কোনও আঘাত লাগে না। এই দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় অনুভূতি কিন্তু ভুয়ো, মিথ্যে। এই অনুভূতির কথা বলে তারা কিন্তু গোটা দেশের লোকদের বোকা বানাচ্ছে। প্রশাসনকে বোকা বানাচ্ছে। সরকারের উচিত নয় এদের অনুভূতির সামান্যও মূল্য দেওয়া। বরং অনুভূতির ধূর্ত কৌশল কাজে লাগিয়ে যখনই তারা জনগণের জীবন দুর্বিষহ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখনই যেন তাদের বিচার হয়। বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দেড়শো বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আইনটিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার সময় অনেক আগেই হয়ে গেছে। এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি সরকার আজও করছে না। লেখক শিল্পীদের আর মুক্তচিন্তকদের নির্যাতন করার জন্যই কি ঔপনিবেশিক আইনটিকে দুধ-কলা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে? নতুন সাইবার আইনও তো বানানো হয়েছে বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। সেগুলোকেও আঁস্তাকুড়ে ফেলার সময় অনেক আগেই হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, মানবাধিকারে বিশ্বাসী মানুষের বিশেষ করে মুক্তচিন্তকদের বাকস্বাধীনতা সভ্য সমাজ গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অসভ্যরা সভ্যদের বিরুদ্ধে বহুকাল থেকে সরব। সরকারকে যে কোনও একটি পক্ষ নিতে হবে। সরকার জ্ঞানকে সমর্থন করবে নাকি অজ্ঞানকে, সচেতনতাকে নাকি অসচেতনতাকে, হিংস্রতাকে, অনুদারতাকে, ধূর্ততাকে, সাম্প্রদায়িকতাকে, ধর্মান্ধতাকে, অসভ্যতাকে পুরস্কার দেবে নাকি উদারতা, মানবিকতা, সভ্যতা, সমতাকে দেবে পুরস্কার-সেটি ঠিক করতে হবে।

সাধারণ মানুষেরা সঞ্জয় রক্ষিতকে হেনস্তা করার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছেন। এখন পর্যন্ত অবশ্য গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিবাদ চোখে পড়েনি। এখন পর্যন্ত দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ চোখে পড়েনি, লালন বিশারদদের প্রতিবাদও চোখে পড়েনি। নানা রকম সরকারি পুরস্কার আর পদক পাওয়াদের প্রতিবাদ চোখে পড়েনি।

লালন যে প্রশ্নটি করেছেন তা একটি সহজ স্বাভাবিক প্রশ্ন, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রশাসনের লোকেরাও অপারগ। সঞ্জয় রক্ষিতকে মুচলেকা লিখে থানা থেকে মুক্তি পেতে হয়েছে। কী ছিল সেই মুচলেকায়? সেই অঙ্গীকারপত্রে? আর কোনও দিন যেন তিনি লালনের গান না গান! আর কোনও দিন তিনি যেন লালনগীতির কোনও চরণ ফেসবুকে না লেখেন! যাঁরাই দেশ ও দশের সত্যিকার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চান, সমাজকে স্থিতাবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চান, সমাজের ইতিবাচক বিবর্তন চান, তাঁদের জন্মের মতো বোবা বানাতে চায় রাষ্ট্রযন্ত্র। সঞ্জয় রক্ষিত এখন কী করবেন? বেশ অনুমান করতে পারি, তিনি এখন ভয়ে তটস্থ। আঘাত করতে করতে বাকস্বাধীনতাকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছে মৌলবাদী গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠীতে, শুধু ধর্মের চুনোপুঁটিরাই নয়, ক্ষমতাধর কাতলারাও আছে। আছে বলেই দেশে মৌলবাদীরা বিজয় ডঙ্কা বাজাচ্ছে আর ওদিকে মৌলবাদ-বিরোধী মুক্তচিন্তকরা হয় মৃত, নয় নির্যাতিত অথবা নির্বাসিত।

লেখক : নির্বাসিত লেখিকা

www.jonmobhumi.com

ভূরাজনৈতিক সংঘাতে বিশ্ববাণিজ্য কোন দিকে?

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, এলডিসির বাণিজ্য কমে যাওয়াকে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আঘাত মোকাবিলায় এসব দেশের সম্পদ সীমিত।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের তালিকা অনুসারে, বর্তমানে ৪৫টি দেশ এলডিসির কাতারে রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি দেশ এই তালিকা থেকে বের হয়ে আসার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। আর এটা প্রায় নিশ্চিত যে ২০২৬ সালের শেষভাগে বাংলাদেশ, নেপাল ও কম্বোডিয়া এলডিসির শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসবে।

বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে মিল রেখে বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্যও ২০২৩ সালে নিম্নমুখী হয়েছে। যদিও পণ্য রপ্তানি আগের ২০২২ সালের তুলনায় মাত্র ২ শতাংশ বেড়ে ৫ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছিল, পণ্য আমদানি প্রায় ২৪ শতাংশ কমে গিয়ে ঠেকে ৬ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে। এর ফলে মোট পণ্য-বাণিজ্য ১৪ শতাংশ কমে হয় ১২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার।

পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পণ্য-বাণিজ্যে এটা তৃতীয়বারের মতো ধস এবং সবচেয়ে বড় ধস। এর আগে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারির নেতিবাচক প্রভাবে মোট পণ্য-বাণিজ্য ২০২০ সালে প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

তখন অবশ্য আমদানি ও রপ্তানি–দুই-ই কমে গিয়েছিল। আর এবার আমদানিতে ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মোট পণ্য-বাণিজ্যে।

২০২৩ সালের বার্ষিক পণ্য আমদানি কমে যাওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য একাধিক আমদানি নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যার প্রভাব পড়েছে মোট আমদানিতে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব পণ্যবাজারে অস্থিরতা তথা দামের হঠাৎ হঠাৎ ওঠানামায় পণ্য আমদানি ব্যয়ের রাশ টানার চেষ্টা ছিল। তৃতীয়ত, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদাও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে, যা পরিলক্ষিত হয় গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (যা আবার চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকও বটে) জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়ায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে, অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ৭৮, যা তার আগের প্রান্তিকে বা জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ছিল ৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।

অন্যদিকে সেবা খাতের বাণিজ্যও নিম্নমুখী ছিল গত বছর। সেবা খাত রপ্তানি থেকে আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক সেবা আমদানিও কমে গিয়েছিল। ফলে পর্যটন, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সেবা খাতের বাণিজ্যের অর্থমূল্য দাঁড়ায় ১ হাজার ৭২৩ কোটি ডলারে, যা ২০২২ সালে ছিল ২ হাজার ২২১ কোটি ডলার।

অবশ্য চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে সার্বিকভাবে পণ্য-বাণিজ্য চাঙা হওয়ার কিছু আভাস মিলেছে। এই সময়কালে (জানুয়ারি-মার্চ) পণ্য রপ্তানি থেকে আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ শতাংশ বেড়েছে।

এই সময়ে আমদানিও বেড়েছে প্রায় ২ শতাংশ। অবশ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রে প্রথম প্রায় চার মাসে (২৪ এপ্রিল পর্যন্ত) আমদানি ব্যয় ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ বাড়ার তথ্য পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দেশে শিল্প খাতে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের চাহিদা বেড়েছে, যা বিনিয়োগ বাড়ার ও অর্থনৈতিক কর্মকা" গতিশীল হওয়ার লক্ষণ।

তবে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে গিয়ে পণ্য আমদানিসহ মোট বাণিজ্য কতটা বাড়ে, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে চলতি বছরের বাণিজ্য তথা অর্থনীতি তেজি হয়ে ওঠার বিষয়টি। তার আগপর্যন্ত ডব্লিউটিও ও আঙ্কটাডের মতো সীমিত আশাবাদী থাকতে হচ্ছে।

আসজাদুল কিবরিয়া: সাংবাদিক

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয়ে জানতে চাই

১৩, অর্থনীতিবিদদের মতে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মতো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে কেন বিনিয়োগ করা হলো?

১৪, ক্ষমতায় আসতে এবং থাকতে গিয়ে রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে ফেলা এবং বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে দলীয়করণের যে প্রথা চালু হলো সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য কি?

১৫, আপনার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের আগে বলেছিলেন- "পিটার হাসের মুরব্বিদের সঙ্গে তলে তলে আপস হয়ে গেছে।" কিসের বিনিময়ে সেই আপস হয়েছিল? সেই আপসের ফলেই কি বিরোধী দলের ২৭ হাজার নেতাকর্মী কারাগারে রেখে একতরফা নির্বাচন করতে পেরেছিলেন?

১৬. 'আমি ভারতকে যা দিয়েছি তা তারা সারা জীবন মনে রাখবে'- আপনার এই মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলতে চাই তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানিবন্টন, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য বৈষম্য, ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহারের সুবিধাসহ নানা ক্ষেত্রে ভারতকে অন্যায় সুবিধা নেয়ার মতো কোনো ক্ষেত্রেই ভারত বাংলাদেশের স্বার্থ দেখেনি। এর মানে কি, ভারতের সঙ্গে দরকষাকষির মূল্য সূত্রই কি ছিল ক্ষমতায় থাকা?

১৭. ২০২৪ সালে একজন প্রার্থী নিজেকে ভারতের প্রার্থী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভারতের প্রার্থী কয়জন ছিল ওই নির্বাচনে?

১৮. আপনি কি মনে করেন 'ইন্ডিয়া আউট'- ক্যাম্পেন সফল হওয়ার অন্যতম একটি মূল কারণ মানুষ বিশ্বাস করে বাংলাদেশের মানুষকে তাদের ভোটের অধিকার বঞ্চিত করে ভারত এই সরকারকে নিজ স্বার্থে ক্ষমতায় রেখেছে?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জবাব দেবেন কি?

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

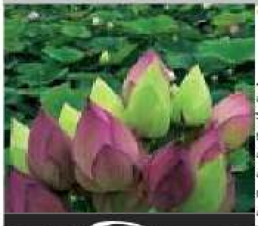

সাহিত্য

বৈশাখ ও বাঙালি সংস্কৃতি
মাজহার মান্নান

.....
এর ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। বৈশাখের সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে অনেক ভিন্নমত পোষণ করেন কিন্তু এর মাঝে যে সাম্যের সুর লুকিয়ে আছে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মঙ্গল শোভাযাত্রা একত্বের প্রতীক, সমতার প্রতীক, ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক। বৈশাখ বছরে একবার ত্বরান্বিত করে। বৈশাখের সাহিত্য মূল্য বহুমাত্রিক। গল্প, নাটক, গান বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনন্য কাব্য ও গান রচনা করেছেন। বৈশাখ এমন একটি উৎসব যেটাকে রাজনীতিকীকরণের সুযোগ নেই। এটি গণমানুষের উৎসব। পান্তা ইলিশ দিয়ে সকাল শুরু করার রেওয়াজ বহু পুরনো। বাঙালি যে আনন্দ করতে জানে শত কষ্টের মধ্যেও বৈশাখ তার বড় প্রমাণ। সব কষ্টকে পিছে ঠেলে আনন্দ স্রোতে ভাসতে চায় বাঙালি। বৈশাখ মনের কষ্টকে একদিনের জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয়। বৈশাখের বহুমাত্রিক অবদান বাঙালি জীবনকে করে তোলে অর্থবহ এবং প্রাণরসে ভরপুর। সম্রাট আকবর এ দিবসটি চালু করেন বাঙালি সংস্কৃতিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে। বৈশাখের সাথে বাংলা ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে নতুন কিছু হওয়ার আশা নিয়ে। ভারত ও বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষের কাছে এ দিন বড়ই আনন্দের। ভাষা একটি সংস্কৃতিকে ডোমিনেট করে। বাংলা ভাষা তাই বৈশাখের প্রাণ। মাতৃভাষায় রচিত লোকসঙ্গীত বৈশাখকে দিয়ে থাকে এক ভিন্নরূপ। বৈশাখে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মিষ্টি আর পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। বৈশাখে অতিথি আপ্যায়ন করা বাঙালিদের একটি বড় রেওয়াজ। বৈশাখের প্রায়োগিক দিক যেমন আছে তেমনি আছে এর প্রতীকী দিক। বৈশাখের সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। যদিও কেউ কেউ বিরোধ খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন। এ ধরনের লোক সব কালেই থাকে। দুধ ভাতেও কাঁটা খোঁজার কিছু লোক থাকে। তাতে কিছু যায় আসে না। বৈশাখ শান্তির প্রতীক, সাম্যের প্রতীক, শুদ্ধতার প্রতীক। বৈশাখ এমনই এক আয়োজন যেটার মূল সুর হলো সবার উপরে মানুষ সত্য। বাংলাদেশের অন্য কোনো উৎসব সব মানুষকে একত্র করতে পারে না, কিন্তু বৈশাখ সেটা খুব সহজেই পারে। বৈশাখ একটি অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন লোক উৎসব। বৈশাখ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছে।২০১৬ সালে ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে 'মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। ইউনেস্কো এটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বৈশাখ সেই সাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারকে নিষিদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি সেটা মানেনি। বৈশাখ উদযাপন করে সেটার প্রতিবাদ করেছে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজিয়ে এর প্রতিবাদ করা হয়। ১৯৬৫ সালে ছায়ানট ১৫ ই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো বাজিয়ে এবং গেয়ে বৈশাখকে বরণ করে নেয়া হয়। আর এর মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক দারুণ মেলবন্ধন তৈরি হয়। বৈশাখ নিয়ে অপ-প্রচার কম হয়নি কিন্তু বৈশাখের গায়ে এটি একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। বৈশাখ কখনোই গোষ্ঠী চেতনায় বন্দী হয়নি।

মুক্ত চেতনার ধারক ও বাহক হিসেবেই থেকে গেছে। যাহোক বাংলা বর্ষবরণ বাঙালি ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ। মহাসমারোহে, সাড়ম্বরে, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে এ দিনটিকে বাঙালি স্মৃতির পাতায় রেখে দিতে চায়। নতুন বছরের উদযাপনের সাথে গ্রামীণ জীবন, কৃষি, সংস্কৃতির নব নব বন্ধন তৈরি হয়। উৎসবের এ দিনে ঘর সাজানো, নতুন পোশাক পরা, বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পায়েস, মিষ্টি আর খাবার তৈরি করা, আপ্যায়ন করা, দল বেঁধে মেলায় যাওয়া, অনুষ্ঠান উপভোগ করা, খেলার আয়োজন করাসহ নানা রীতি আর রেওয়াজে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে বাংলা মাসের এ প্রথম দিনটি। নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তিসহ নানান খেলায় মেতে উঠে গ্রামের মানুষ। আদিবাসীরা বর্ষবরণ একটু ভিন্ন আঙ্গিকে করে থাকে। তারা বৈসাবি উৎসব করে থাকে। মারমা সম্প্রদায় বৈশাখে পানি উৎসবে মেতে উঠে। যাহোক সমগ্র বাংলায় বৈশাখী মেলা ভাতৃত্বের এক নব ব্যঞ্জনা তৈরি করে। অনেকে আবার টক ও তিতা ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে সম্পর্কের সকল তিক্ততা বর্জন করে প্রতীকীভাবে। ছোটরা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে এ দিনে যার ফলে তৈরি হয় শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা আর সম্প্রীতির বন্ধন। শুধু বাংলাদেশ আর ভারতেই নয়, প্রবাসী বাঙালিরা বৈশাখ উদযাপন করে বিশ্বের নানা প্রান্তে বসে। বিদেশীরা প্রবাসীদের এ উৎসবে যোগ দেয় এবং বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হয়। বৈশাখ আমাদের সবার। কোনো ধরনের হীনস্বার্থে আমরা যেন এর গায়ে কলঙ্ক না লাগাই।

তাইরান : সাহিত্যাকাশের নতুন পাখি
সিদ্দিক আবু বকর

তাইরান তার ডানা ঝাপটাতেই টের পেলাম দৃপ্ত আগমন। লিটলম্যাগ যে যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, তাইরান ঠিক তেমনি আবার তেমনটা না'ও। না' বলছি এ কারণে, তাইরান তার গায়ে সাহিত্যের কোনো কোনো জরোয়া জড়িয়েছে সে প্রশ্ন না তোলার আগে কোনো কোনোটা জড়ায়নি সে প্রশ্ন তোলা জরুরি। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই বুঝা যায় সম্পাদকের প্রস্তুতি কতটা দীর্ঘ ছিল! আর কতটা পরিশ্রম ছিল পুরো তাইরান পরিবারের।

এখানে প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ইতিহাস, গল্প, কাব্যনাটক, কবিতা, অনুবাদ, মুক্তগদ্য, ভ্রমণকাহিনী, নাট্যচিন্তা, ছড়া, গ্রন্থালোচনা, পত্রসাহিত্য, পুনর্পাঠ কী নেই! আর কী লাগে সাহিত্যের একটা ছোট কাগজের সত্যিকারের সাহিত্যকাগজ হয়ে উঠতে! একজন পাঠক হিসেবে তাইরান-এ আমি কিন্তু মুগ্ধ। আনকোরা এক পাঠক হিসেবে তাইরান সূচনা সংখ্যার আদ্যোপান্ত তুলে ধরলাম আমার নিজস্ব বয়ানে-

পাঁচ প্রবন্ধের মধ্যে মুজতাহিদ ফারুকীর কবিতা নিয়ে চকিত ভাবনা চকিতেই যেন শেষ হয়ে গেল! পাঠককে চিন্তার ঘোরে ফেলে কিঞ্চিৎ বয়ানে বাকি দায়িত্ব যেন পাঠকের চিন্তার দুয়ারে ঠেলে দিলেন এই প্রাবন্ধিক। কাজটি লেখক মন্দ করেননি একদমই। কবিতার আনকোরা পাঠক হিসেবে কবিতাবিষয়ক অধিকাংশ ভাবনার সাথেই সহমত জানাতে আপত্তি নেই আমার। তবে লেখাটি আর কিছুটা লম্বা হলে তৃপ্তির চূড়া ছুঁতে সহজ হতো পাঠকের। আব্দুল মান্নান ফকিরের লেখাটি কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের-ওপর। কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের কর্ম-জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে লেখাটি পাঠকের জন্য সহায়ক বটে তবে প্রবন্ধের গঠন শব্দের প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসে পাঠক হিসেবে আমার প্রত্যাশা আরো একটু বেশি ছিল। মুস্তাফিজ শিহাব ও আতিক হেলালের লেখা দুটি সুখপাঠ্য ছিল। সৈকত দে'র লেখাটিও মন্দ লাগেনি। প্রবন্ধ বিভাগে লিটলম্যাগ তাইরানের কাছে আগামী সংখ্যায় সাহিত্যবিষয়ক লেখার আধিক্য কামনা করছি।

(চলবে.....

দৃষ্টি আকর্ষণ! দৃষ্টি আকর্ষণ!!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে । আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন : www.jonmobhumi.com

বর্ষা এলো
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

ঝর ঝর ঝরে জল
ঝরে জল ঝরে
বানে ভাসে সব ভাসে
দুখে মন ভরে।
ধান ভাসে মাঠ ভাসে
বানে সব নাশে
চাষি বউ কাঁদে দুখে
চাষি রোগে কাশে।
চারদিকে থই থই
জল খেলে ঢেউ
বানে ভাসে হাসি খুশি
সুখে নেই কেউ।
বর্ষা এলো বানে ভাসে
দেশ ভাসে কী যে
খোকা খুকু মজা করে
কতো সুখে ভিজে।

ভাঙে অভিমান
লুৎফুর রহমান চৌধুরী

গানের পাখি আমি ওগো
গাই যে নিত্য গান,
আমার গানের সুর শুনিয়ে
ভাঙে অভিমান ।
ছাই হয়ে যায় কাগজ সবই
আগুনের ঐ তাপে,
মাথাটা ও ঘুরছে কেমন
কাজের ভীষণ চাপে।
সালাম রইলো সবার তরে
সকল গুণীজনে,
ভুলগুলো সব ক্ষমা করো
থাকবো আপন মনে।
হিমেল হাওয়া চলছে বেড়ে
প্রচন্ড এগতি,
থামবে কখন জানিনা তো
কি আছে তার মতি।
ত্যাগ তিতিক্ষা ধৈর্য ধারণ
করিদের মূল নীতি,
হারালে তা আসবে নেমে
জীবনে দুর্গতি ।

বৈশাখ সবার জাতি
শেখ মোমতাজুল করিম শিপলু

আনন্দের ঢোল বাজাস তোরা
রঙিন পোশাক পরে,
এই আনন্দ থাকুক রে ভাই
সারা বছর ভরে।

কোন রূপেতে এলোরে আজ
নববর্ষ দেশে,
মানব প্রীতি চাই যে শুধু
ভালোবাসার বেশে

চলছো শহর অভিমুখে
পান্তা ইলিশ খেতে,
চায় জনতা বছরজুড়ে
প্রতিটা দিন পেতে।

গগন বিদুর চায়না কেহ
উল্লসিত মনে,
বৈশাখ থেকে চৈত্রের শেষে
পুরো বছর ক্ষণে।

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান
বিভেদ চায়না জাতি,
নববর্ষের প্রেমের বার্তা
সবাই সবার জাতি।

বৈশাখ
রুস্তম আলী

বৈশাখে সারাদিন
শূন্যতায় শুধু
রৌদ্রের খরতাপে মাঠ
করে সব ধু ধু,
সইতে পারে না কেউ
ভীষণ রৌদ্রতাপ
বৃক্ষের ডালে পাখি
বসে চুপচাপ।
মেঘের রাখাল ঘরে
ফিরে দলের দল
মাঠ ছেড়ে কৃষক
ঘরে ছাদের তল।
জলের সঙ্কটে গাছ
হয়েছে দুর্বল
বছরের একফোটা
আকাশে নেই জল।

আদব
মোঃ রহমত আলী

তাদের থেকে যারা ভালো
যাদের থেকে জানা হলো
আমার চেয়ে তুমি ভালো
তোমার চেয়ে উনি বড়ো।

রাগের শেষে আদর করো
গুছিয়ে কথা বুঝিয়ে বলো
আদব মতো কায়দা জানো
মানুষের মধ্যে মানুষ ধরো।

আমার আমার ছেড়ে চলো
বিবেক জ্ঞানের বিচার ভালো
আবেগ তোমার সামলে রাখো
তাদের জন্য কিছু তো করো।

যাদের কাছে তারা আলো
তাদের কাছে যারা কালো
তোমার সাথে যিনি ভালো
আমার সাথে তিনি আরো।

গ্রীষ্মের দুপুর
জিল্লুর রহমান জিল্লু

গ্রীষ্মের দুপুর তপ্ত নুপুর
খালি পায়ে যায়না হাঁটা
চারদিকে গরম হাওয়া
সূর্যের আলো বিষের কাঁটা।

প্রখর রোদে খাঁখাঁ মাঠে
প্রাণটা যখন ফেটে যায়
প্রশান্তি ছোঁয়া শ্যামল ছায়া
জলের ধারে, বটের ছায়।

গাছ লাগাই জীবন বাঁচাই
রক্ষা করি পরিবেশ
মানুষ বাঁচবে প্রাণী বাঁচবে
বাঁচবে অপরূপ বাংলাদেশ।

মোড়ল বাঁধায় যুদ্ধ
শেখ মোমতাজুল করিম শিপলু

রক্ষক সেজে ভক্ষক ওরা ভক্ষন করাই ওদের কর্ম
দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধায় অস্ত্র বেচাই তাদের ধর্ম।
মানবতার করে ফেরি মনুষ্যত্ব নাই যে বিন্দু,
জাতিগত দাঙ্গা লাগায় পাপটা করে যায় যে সিন্ধু।

আপন স্বার্থে দাতা সাজে লোক দেখানো মানবতা
লাভ ছাড়া তাই পথ হাঁটে না স্বার্থে দেখায় দানবতা।
মানুষ হয়ে মানুষ মারায় অস্ত্রের ঝনঝনানি যত,
অস্ত্রবাজের জন্যই শুধু তাজা প্রাণ যে হারায় শত।

দা ঘুরাচ্ছে মাথার ওপর বিশ্বের মানুষ বোকা বলে
মোড়ল সেজে বসে আছে বন্দী সবে তাদের কলে,
মানুষ হত্যা করায় ওরা অন্যের হাতে অস্ত্র দিয়ে
সুখের হাসি হাসে ওরা সবকিছু যে কেড়ে নিয়ে।

যুদ্ধ করে নিঃস্ব হচ্ছে তবু বুঝ না আসে মনে
যাচ্ছে সময় মরছে মানুষ উৎসাহ দেয় ওরা রণে।
যুদ্ধ যখন চরম আকার উন্মাদনায় সবে মাতে
গোলাবারুদ পৌঁছে দেব বলে ভয় পেয়ো না তাতে।

বন্ধুর চেয়ে দুশমন ওরা লুটেপুটে নিতে চাচ্ছে
মানুষ মরার বার্তা শুনে উস্কানিটা দিয়ে যাচ্ছে।
তাদের কলে ধরা পড়ে সবাই সর্বস্বান্ত হলো
মনুষ্যত্বে নাড়া দিলে রণের ইতি টানতে চলো।

রক্তাক্ত শাপলা চত্বর
মাওলানা তাজুল ইসলাম নাহীদ

ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে
থাকবে যুগ যুগ ধরে,
যেই জাগরণ তুমি আমীর
গিয়েছো ধরায় করে!

একটি মাত্র ডাকে তোমার
পড়েছিলো যে সাড়া,
ভয় পেয়ে তাই নাস্তিকরা
সব হয় দিশেহারা।

ঠেকাতে এই গণজোয়ার
চালায় তারা গুলি,
নির্বিচারে শহীদ করে
কোরআনের বুলবুলি।

ভুলবো নাকো আমরা তোমায়
হে আল্লামা শফী,
শ্রদ্ধাভরে নামটি তোমার
যাবো সবাই জপি।

আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের তরে
শহীদ হলো যারা,
অমর হয়ে মোদের কাছে
থাকবে সদা তাঁরা।

চোখের জলে বন্যা বহে
পড়লে স্মৃতি মনে,
যেই আচরণ করেছিল
তাই তোমাদের সনে!

ভুলিনি হে শহীদ ভাইরা
তোমাদেরকে কভু,
দোয়া করি চির সুখে
রাখেন যেনো প্রভু।

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রবো
কাজী নাজরিন

বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিব
নিঝুম দুপুর বেলা
রোদের তাপে ঘাম ঝরাবো
যতই করো হেলা।
শীত সকালে কুয়াশা'র বেশে
ছুঁয়ে দিব রোজ
কাদা হয়ে লেপটে যাবো
তবেই নেবে খোঁজ।
আকাশ হয়ে নীল সীমান্তে
ঘুরতে নিয়ে যাবো
মেঘের সাথে ভাব জমিয়ে
তোমায় কাছে পাবো।
হিমেল হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে
মিশে যাবো তবে
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রবো
তুমি আমার হবে।

গরম
সাইদুল ইসলাম সাইদ

গরম এলো শরম গেলো
বাতাস গেলো কই?
ইচ্ছে করে উদলা হয়ে
সারাটাদিন রই।

লোক সমাজের ভয়ে থাকি
কখন কী যে বলে,
সহ্য হয় না এত গরম
শরীরটা যে জ্বলে।

বৃষ্টির মতো ঝরে পানি
সারাটা গা ভিজে,
ঘরে বাইরে যায়না থাকা
এখন করি কী যে?

ওদের বিচার কবে
সাইদুল ইসলাম সাইদ

কুমিল্লার ঐ গলিয়ারা
খিলপাড়া তার গ্রাম,
মিষ্টি মেয়ে মিষ্টি হাসি
ছিলো তার সুনাম।

কালন মিয়ার হীরার টুকরা
নাম সুলতানা ঝুমু
ধর্ষণ করে হত্যা করছে
আজ পরিবার মুমু

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিলো
ফিরতে ছিলো বাড়ি,
কে জানতো সে ফিরবে না আর
ধরবে মৃত্যুর গাড়ি।

ওদের বিচার কবে হবে
বলতে পারো ভাই?
তাদের প্রতি ঘৃণা আমার
আর ধিক্কার জানাই।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

একাদশী কী? একাদশীর মাহাত্ম্য

একাদশী কী?
কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ।।

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে। তাই মায়া তাকে এ জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। পরম করুণাময় ভগবান কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে মায়াগ্রস্ত জীবের কল্যাণে বেদপুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন। ভক্তি হচ্ছে ভগবানকে জানার ও ভগবৎ প্রীতি সাধনের একমাত্র সহজ উপায়। শাস্ত্রে যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে একাদশী ব্রত সর্বোত্তম।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্তির পরই দশম ভক্ত্যাঙ্গরূপে একাদশীর স্থান। এই তিথিকে হরিবাসর বলা হয়। তাই ভক্তি লাভেচ্ছু সকলেই একাদশী ব্রত পালনের পরম উপযোগীতার কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। একাদশী তিথি সকলের অভীষ্ট প্রদানকারী। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার পাপ বিনষ্ট, সর্বসৌভাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন ব্যক্তিরই ভক্তিসহকারে পবিত্র একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। সঙ্কটজনক অবস্থা বা জন্মমৃত্যুর অশৌচে কখনও একাদশী পরিত্যাগ করতে নেই। একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হলে সেইদিন না করে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। শুধু বৈষ্ণবেরাই নয়, শিবের উপাসক, সূর্য-চন্দ্র-ইন্দ্রাদি যেকোন দেবোপাসক, সকলেরই কর্তব্য একাদশী ব্রত পালন করা। দুর্লভ মানবজীবন লাভ করেও এই ব্রত অনুষ্ঠান না করলে বহু দুঃখে-কষ্টে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়

অহংকারবশত একাদশী ব্রত ত্যাগ করলে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, জীবিত হয়েও সে মৃতের সমান। কেউ যদি বলে "একাদশী পালনের দরকারটা কি?" সে নিশ্চয় কুম্ভিপাক নরকের যাত্রী। যারা একাদশী পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে শনির কোপে তারা বিনষ্ট হয়। একাদশীকে উপেক্ষা করে তীর্থ স্থান আদি অন্য ব্রত পালনকারীর অবস্থা গাছের গোড়া কেটে পাতায় জল দানের মতোই।

একাদশী বাদ দিয়ে যারা দেহধর্মে অধিক আগ্রহ দেখায়, ধর্মের নামে পাপরাশিতে তাদের উদর পূর্ণ হয়। কলহ-বিবাদের কারণেও একাদশী দিনে উপবাস করলে অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয়। পুণ্যপ্রদায়িনী সর্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রত শ্রীহরির অতি প্রিয়। একাদশী ব্রত পালনে যে ফল লাভ হয়, অশ্বমেধ, রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞদ্বারাও তা হয় না। দেবরাজ ইন্দ্রও যথাবিধি একাদশী পালনকারীকে সম্মান করেন। একাদশী ব্রতে ভাগবত শ্রবণে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। অনাহার থেকে হরিনাম, হরিকথা, রাত্রিজাগরণে একাদশী পালন করা কর্তব্য।

কেউ যদি একাদশী ব্রতে শুধু উপবাস করে তাতে বহু ফল পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তেরা এই দিনে একাদশ ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন। একাদশীতে শস্যমধ্যে সমস্ত পাপ অবস্থান করে। তাই চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সরিষা আদি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য একাদশী দিনে বর্জন করা উচিত। নির্জলা উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি জল, দুধ, ফল-মূল, এমনকি আলু, পেপে, কলা, ঘিয়ে বা বাদাম তেল অথবা সূর্যমুখী তেলে রান্না অনুকল্প প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন। রবিশস্য (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও সরিষা) ও সোয়াবিন তেল অবশ্যই বর্জনীয়। দশমী বিদ্ধা একাদশীর দিন বাদ দিয়ে দ্বাদশী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করতে হয়।

একাদশীতে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সূর্যোদয়কালে (১ঘন্টা ৩৬ মিনিটের মধ্যে) যদি দশমী স্পর্শ হয়, তাকে দশমী বিদ্ধা বলে জেনে পরদিন একাদশীব্রত পালন করতে হয়। মহাদ্বাদশীর আগমন হলে একাদশীর উপবাস ব্রতটি মহাদ্বাদশীতেই করতে হয়। একাদশী ব্রত করে পরের দিন উপযুক্ত সময়ে শস্যজাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করতে হয়। শাস্ত্রবিধি না মেনে নিজের মনগড়া একাদশী ব্রত করলে কোন ফল লাভ হয় না। দৈববশত যদি কখনও একাদশী ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে ক্ষমা ভিক্ষা করে পুনরায় ব্রত পালন করতে হয়।

একাদশী পালনের নিয়মাবলী

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে শুচিস্নিগ্ধ হয়ে শ্রীহরির মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করতে হয়, "হে শ্রীকৃষ্ণ, আজ যেন এই মঙ্গলময়ী পবিত্র একাদশী সুন্দরভাবে পালন করতে পারি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।" একাদশীতে গায়ে তেল মাখা, সাবান মাখা, পরনিন্দা-পরচর্চা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, সাংসারিক আলাপাদি বর্জনীয়। এই দিন গঙ্গা আদি তীর্থে স্নান করতে হয়। মন্দির মার্জন, শ্রীহরির পূজার্চনা, স্তবস্তুতি, গীতা-ভাগবত পাঠ আলোচনায় বেশি করে সময় অতিবাহিত করতে হয়।

এই তিথিতে গোবিন্দের লীলা স্মরণ এবং তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীতে পঁচিশ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরো বেশি জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ। একাদশী ব্রত পালনে ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি বহু অনিত্য ফলের উল্লেখ শাস্ত্রে থাকলেও শ্রীহরিভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভই এই ব্রত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তগণ শ্রীহরির সন্তোষ বিধানের জন্যই এই ব্রত পালন করেন। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস আদি গ্রন্থে এ সকল কথা বর্ণিত আছে।

বছরে ছাব্বিশটি একাদশী আসে। সাধারণত বার মাসে চব্বিশটি একাদশী।

এইগুলি হচ্ছে-
১. উৎপন্না একাদশী - ২. মোক্ষদা একাদশী ৩. সফলা একাদশী , - ৪. পুত্রদা একাদশী ৫. ষটতিলা একাদশী - ৬. জয় একাদশী ৭. বিজয়া একাদশী -৮. আমলকী একাদশী ৯. পাপমোচনী একাদশী - ১০. কামদা একাদশী ১১. বরুথিনী একাদশী -১২. মোহিনী একাদশী ১৩. অপরা একাদশী - ১৪. নির্জলা একাদশী ১৫. যোগিনী একাদশী - ১৬. শয়ন একাদশী ১৭. কামিকা একাদশী- ১৮. পবিত্রা একাদশী ১৯. অন্নদা একাদশী - ২০. পরিবর্তিনী বা পার্শ্ব একাদশী ২১. ইন্দিরা একাদশী- ২২. পাশাঙ্কুশা একাদশী ২৩. রমা একাদশী - ২৪. উত্থান একাদশী, কিন্তু যে বৎসর পুরুষোত্তমাস, অধিমাস বা মলমাস থাকে, সেই বৎসর পদ্মিনী ও পরমা নামে আরও দুটি একাদশীর আবির্ভাব হয়। যারা যথাবিধি একাদশী উপবাসে অসমর্থ অথবা ব্রতদিনে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণে অসমর্থ, তারা এই একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করলে অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।

চলবে.....

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

Since 1989
Nutra Herbal USA
Promoting Health Through Herbs & Nutrition
ARE YOU SICK & TIRED OF ALOPATHIC MEDICINE SIDE EFFECTS?
TRY HOMEOPATHIC MEDICINE WICH WORKS BETTER & HAS NO SIDE EFFECTS.
All Products Are Made in USA or CANADA
NHHC
NUTRA HERBAL HOMEOPATHIC CENTER
LOCATIONS
72-15 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718-396-3600
112-04 101st Avenue
Richmond Hills, NY 11419
718-480-1102

Promoting Health Through Herbs & Nutrition
FREE CONSULTATION IN-PERSON OR BY PHONE
ORDER ONLINE
WWW.HOMEOPATHICUSA.NET

গোপন পাপ গোপনে রাখুন

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

'ভুল-শুদ্ধ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় মিলিয়েই মানুষ। মানুষ ভুল করবেই। ভুল করাটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। প্রথম মানব আদম (আ.) থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব মানুষের দ্বারাই ভুলচুক হয়েছে। পাপের পথে জীবনে কখনো না কখনো সব মানুষেরই পা গিয়েছে।

মানুষকে আল্লাহ ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ পাপের পথে গিয়েছে, যায়; যায় পুণ্যের পথেও। ইবলিস আর আদমের পার্থক্যই এটা যে, মানুষ ভুল করে আবার ক্ষমাও চায়। অনুতপ্ত হয়। কিন্তু ইবলিস তা করে না। এ কথাগুলোই কিন্তু আমরা হাদিস থেকেই জানতে পারি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাহকারী-রাই হচ্ছে উত্তম।' (তিরমিজি-২৪৯৯)।

পাপ হয়ে গেলে আমাদের করণীয় হচ্ছে সেই ভুল থেকে অনুতপ্ত হৃদয়ে রাব্বুল আলামিনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা করা। ওই ভুল আর জীবনে দ্বিতীয়বার না করার ওয়াদা করা। এটুকু আমরা অনেকেই করি, সঙ্গে আরেকটি ভুলও করি। সেটা হচ্ছে আমরা যে এতদিন ভুল করে এসেছি, পাপ করে এসেছি, সেই ভুল বা পাপকে প্রকাশ করে বেড়ানো।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এ যুগে আমরা অনেকেই নিজের পূর্ব জীবনের কৃত ভুলকে বা পাপকে খুব রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করে বেড়াই! পূর্ব জীবনে কী করেছি, কোথায় করেছি বা কীভাবে করেছি ইত্যাদি। আর অনেকেই এগুলো করে 'দ্বীনে ফেরা' নামক বয়ানের মাধ্যমে! আবার নানাবিধ রেডিওতে জীবনের গল্প নামেও এসব ঘটা করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। অথচ এটা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিবিরোধী কাজ। আমরা পূর্ব জীবনে ভুল করেছি মানে তো সে ভুলের জন্য রাব্বুল আলামিনের দরবারে অনুতপ্ত থাকব।

পাপ প্রকাশ করা মানে সেটার ব্যাপারে মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে নেওয়া। মানুষ যখন পাপের সাক্ষী হয়ে যায়, তখন সেই পাপ কিন্তু সহজে ক্ষমাযোগ্য হয় না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে তার বান্দাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ কর।' (সূরা আনআম : ১২০)।

এখন আপনি পাপ প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর দুটো আদেশ অমান্য করেছেন। একটা হচ্ছে পাপ করেছেন, তা এখন করেছেন অথবা পূর্বে করেছেন, সেটা গোপনে বা প্রকাশ্যে। তো পাপ করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে একটা ভুল করেছেন। আবার সেটিকে প্রকাশ করে আরেকটি অন্যায় করেছেন। আপনি এটা প্রকাশের আগে এত মানুষ জানত না, যা এখন জানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।' (সূরা নিসা : ১৪৮)।

এখন যেখানে আল্লাহ নিজেই মন্দ বিষয় প্রকাশ পছন্দ করেন না, সেখানে আপনি কী জন্য মন্দের প্রকাশ ঘটান? পাপ করে সেটা প্রকাশ ও প্রচার করা অনেক বড় একটি গুনাহ। আপনার আগের কৃত গুনাহটি যদি ছোট গুনাহ হয়, প্রকাশ করার ফলে এটি বড় গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার সব উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী এর ব্যতিক্রম। আর নিশ্চয়ই এটা বড় অন্যায় যে, কোনো লোক রাতে অপরাধ করল, যা আল্লাহতায়ালা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে মানুষের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে আল্লাহ তার পাপকর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল।' (বুখারি-৬০৬৯)।

মহান আল্লাহ পাপ প্রকাশকারীর ব্যাপারে এত কঠোর কেন? কেন তিনি প্রকাশকারীকে ক্ষমা না করার ঘোষণা দিয়েছেন? এর কারণ হচ্ছে, একে তো আপনি গুনাহ করেছেন, আবার মুমিনদের মাঝে প্রকাশ বা প্রচারও করছেন সেই গুনাহকে। হয়তো এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে ফুটিয়ে তোলা বা নিজেকে প্রচারের সুপ্ত ইচ্ছা পোষণ করে আছেন, বা একটুখানি ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই তা করছেন। আর নিজেকে প্রকাশ করার এ অনাকাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষাটা হলো এক প্রকার প্রদর্শনেচ্ছা। অথচ পাপের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করা, প্রচার করা তো ভদ্রতা বি-নয়হীনতার প্রমাণ।

আমরা দুনিয়ায়ও যদি আমাদের বড়দের আদেশ অমান্য করি, তখন কি আমাদের ভেতর অনুসুচনা আর অনুতাপ আসে না? আমরা লজ্জিত থাকি না সেটা নিয়ে? অথচ মানুষের চেয়ে আল্লাহর গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ অনেকগুণ বেশি। সে কারণেই তিনি সর্বপ্রকার অশ্লীল ও পাপ কাজ হারাম করেছেন। (মুসলিম-২৭৬০)।

লেখক : গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ

THE BEST HOPE REALTY INC.
THE BEST HOPE REALTY INC.
MLS
37-22 73rd St, Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)

Mohammed Solaiman Ali
Lic, Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider
1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ভোট কিনতে গিয়ে এমপি পুত্রের শ্বশুরসহ আটক ৪

ঢাকা ডেস্ক ঃ নোয়াখালীর সুবর্ণচরে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটের আগের দিন রাতে ভোটারদের মাঝে টাকা বিলি করার সময় চেয়ারম্যান প্রার্থী আতাহার ইশরাক সাবাব চৌধুরীর শ্বশুরসহ ৪ জনকে আটক করেছে স্থানীয়রা। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আতাহার ইশরাক সাবাব চৌধুরী স্থানীয় সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর ছেলে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ এএইচএম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চরবাটা কাজল মার্কেট এলাকায় একটি কালো রঙের গাড়িতে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ বিলি করছিলেন আতাহার ইশরাক সাবাব চৌধুরীর শ্বশুর শাহীন এবং এমপি একরামুলের এপিএস সুনীল বাবু। এ সময় স্থানীয়রা গাড়িসহ (ঢাকা মেট্রো-ঘ ২১-৩২৮৯) তাদের আটক করে।

কাজল মার্কেট থেকে সেন্টার বাজারে পৌঁছালে অধ্যক্ষ এএইচএম খায়রুল আনম সেলিমের সমর্থকরা ফের গাড়িটি আটকায়। এক ব্যক্তি ঘটনার দৃশ্য ভিডিও করে ফেসবুকে প্রচার করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়।

এদিকে এমপি একরামুলের অনুসারীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেলিমের সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়ে আটককৃতদের উদ্ধার করে। এ সময় আতাহার ইসরাকের সমর্থক এবং খায়রুল আনম সেলিমের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় খায়রুল আনম সেলিমের ৩ সমর্থক আহত হয়। পরে ঘটনাস্থলে বিজিবি এবং পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। অধ্যক্ষ এএইচ খায়রুল আনম সেলিম সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, ভোটারদের প্রভাবিত করতে রাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে টাকা বিলি করার সময় স্থানীয়রা আমার প্রতিপক্ষ প্রার্থীর শ্বশুরসহ কয়েকজনকে আটক করে। তারা কেউ এ এলাকার ভোটারও না। বহিরাগতরা আমার নির্বাচনী এলাকায় এসে টাকা বিলি করে ভোট কিনতে চাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চেয়ারম্যান প্রার্থী আতহার ইশরাক সাবাব চৌধুরীকে একাধিকবার ফোন করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

চরজাব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাওসার আলম ভূঁইয়া বলেন, 'স্থানীয়রা একটি গাড়ি আটক করলে ২ চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ ও বিজিবি গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। ঘটনাস্থল থেকে একজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

নোয়াখালীর পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ঘটনা জেনেছি। এ বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা নেব।

দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক ঃ দ্রব্যমূল্য বেড়েছে এবং সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, যার প্রভাব আছে, বিশেষ করে যারা সীমিত আয়ের, তাদের কষ্ট হচ্ছে। তবে গ্রামে যারা নিজেরা উৎপাদন করতে পারেন বা করছেন, তাদের জন্য খুব একটা কষ্ট নেই, হাহাকারও নেই।

বুধবার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুলের এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা জানান। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টিসিবিতে যে লোকবল আছে, তা দিয়েই আমরা এখন মানুষের সেবা করে যাচ্ছি। আর সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তিনি বলেন, আমাদের সবসময় প্রচেষ্টা, দ্রব্যমূল্য যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। যে পণ্যের প্রয়োজন, আমরা দেশে যেমন উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছি, তেমনি আমদানিও করে যাচ্ছি, যত টাকা-ই লাগুক। আমরা কিন্তু খরচ করে যাচ্ছি, যার জন্য আমাদের রিজার্ভেও চাপ পড়ছে। রিজার্ভে চাপ পড়লেও মানুষের কল্যাণই হলো সবচেয়ে বড় কথা। সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা যে পারিবারিক কার্ড দিয়েছি, তাতে স্বল্পমূল্যে চালসহ অন্যান্য পণ্য কেনারও সুযোগ করে দিয়েছি। আবার যারা আরও দরিদ্র, তাদের জন্য আরও কমমূল্যে চাল বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। আবার যারা হতদরিদ্র, তাদের বিনামূল্যে চাল দিচ্ছি। টিসিবির এখন যে জনশক্তি আছে, সেই জনশক্তি দিয়েই কিন্তু আমরা যথাযথভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছি।

ব্যারিস্টার সুমন ফেসবুকে যা বলেছেন, তাতে সংসদ সদস্যরা ভুক্তভোগী

ঢাকা ডেস্ক ঃ ফেসবুকে একজন নতুন সংসদ সদস্যের দেওয়া বক্তব্যের কারণে অন্য সংসদ সদস্যরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মুজিবুল হক। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে নতুন ওই সংসদ সদস্যের দেওয়া বক্তব্যে বাকি ৩৪৯ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে মুজিবুল হক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হকের (ব্যারিস্টার সুমন) দিকে ইঙ্গিত করে এসব কথা বলেন। অবশ্য মুজিবুল হক তাঁর বক্তব্যে সায়েদুল হকের নাম উল্লেখ করেননি।

মুজিবুল হক বলেন, 'আমাদের হাউসের একজন সংসদ সদস্য, নামটা বলতে চাই না। তিনি নতুন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ফেসবুকে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে আমরা সবাই ভুক্তভোগী।'

বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বলেন, তিনি (ওই সংসদ সদস্য) বলেছেন, 'আপনারা জানেন, এমপিরা কত টাকা বেতন পান? তারা তো বলে না, গোপন করে।' তিনি বলেছেন, '১ লাখ ৭২ হাজার টাকা বেতন (মাসিক) পেয়েছেন'। আমরা কত টাকা বেতন পাই, তা লুকানোর কিছু নেই, ওয়েবসাইটে গেলে পাওয়া যাবে।'

মুজিবুল হক আরও বলেন, ওই সংসদ সদস্য বলেছেন তিনি ৩ মাসে ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছেন।

স্পিকারের উদ্দেশে মুজিবুল হক বলেন, 'এই ২৮ কোটি টাকা কি আমি পেয়েছি, আপনি (স্পিকার) পেয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন? ইতিমধ্যে ফেসবুক দেখে আমাকে অনেকেই বলছেন ২৮ কোটি টাকা পেয়েছেন, এই টাকা কই?'

মুজিবুল হক বলেন, 'তিনি (সায়েদুল হক) আরও বলেছেন, এমপি হলে যদি এত লাভ হয়, তাহলে আরও আগে এমপি হতাম।'

স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে মুজিবুল হক বলেন, 'কোনো সংসদ সদস্য যদি এমন কোনো কথা বলেন, যে কথায় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারসহ ৩৪৯ জন এমপি সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে। তাঁর সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য যদি এ ধরনের কথায় ভুল বার্তা যায়, বিষয়টা আপনি দেখতে পারেন। আমরা এখানে অনেক কথা বলব, বিতর্ক করব। এমন কথা বলবার অধিকার নেই, যাতে ৩৪৯ এমপির ইজ্জত যাবে। ... তাই অভিভাবক হিসেবে ওই সংসদ সদস্যকে ডেকে তাঁকে কী করবেন, এটা ব্যবস্থা নেবেন।'

প্রসঙ্গত, গত ৮ এপ্রিল সায়েদুল হকের একটি ফেসবুক পেজে সংসদ সদস্যদের বেতন সংক্রান্ত একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের অবসর-সুবিধা নিয়ে হয়রানি

অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, সরকার অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য অবসরভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই সুবিধা পেতে শিক্ষকেরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অবসরে যাওয়ার ২-৩ বছর পরও সুবিধা পাচ্ছেন না। অনলাইনে আবেদন করার পর বলা হয় আবেদন পাওয়া যায়নি।

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী আরও বলেন, একাধিক ব্যক্তি তাঁর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। এ কারণে তিনি আজ দুই ঘণ্টা চেষ্টা করেও কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারেননি। পরে তিনি মাউশির মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলেন। মহাপরিচালক জানান, অর্থের অভাবে এ অবস্থা। তবে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি কিছু অর্থের ব্যবস্থা করবেন।

লতিফ সিদ্দিকী বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের বয়স্ক ও নারী শিক্ষকদের অনেকের পক্ষে ঢাকায় এসে তদবির করা সম্ভব হয় না। এ জন্য শিক্ষকেরা যাতে অবসর ও কল্যাণ-সুবিধা সহজে পান, সে ব্যবস্থা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

জোড়াতালি দিয়ে জ্বালানি জোগানোর চেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক ঃ গ্যাসনির্ভর সার কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্প স্থাপনের ফলে জ্বালানি চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে না। অর্থ এবং জ্বালানির স্বল্পতার কারণে গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় লোডশেডিং হয়েছে বলেও স্বীকার করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। ডলার সংকটের কারণে এই খাতের ভোগান্তি আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। চাহিদা নিশ্চিত করতে নতুন নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপ ওয়ার্কওভার ইত্যাদি কার্যক্রমও চলছে।

দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেকের কম। বেশকিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকছে। সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করছে অনেকগুলো কেন্দ্র। দেশীয় উৎস থেকে জ্বালানির চাহিদা মেটাতে না পারায় এবং জ্বালানি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ও মার্কিন ডলারের জোগান না থাকায় তেল-গ্যাস-কয়লা আমদানিতে ভাটা পড়েছে। গরম বৃদ্ধির সঙ্গে লোডশেডিং বেড়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলের কোথাও কোথাও ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে সরকারের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দেনাও দিনে দিনে বাড়ছে।

সরবরাহ করা বিদ্যুতের দাম নিয়মিত পরিশোধ না করায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সরকারি বেসরকারি এমন প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারের দেনা ৪১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এমন অবস্থায় চলতি মওসুমের সামনের সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক রাখতে ডলার সংস্থানের নিশ্চয়তা চাইছেন বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকরা। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সরকারের কাছে ২০ হাজার কোটি টাকা পাওনা ছিল। বন্ডসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়ায় এই দেনা এখনও ১১ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। তাপপ্রবাহ থাকায় এখন সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কেন্দ্রগুলো। নিয়মিত বিল পরিশোধ না হলে সামনে এই দেনা আরও বেড়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জ্বালানি-বিদ্যুতের সার্বিক বিষয়ে কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. এম শামসুল আলম বলেন, বিদ্যুতের সক্ষমতা এখন অভিশাপ। দেনা বাড়িয়েছে। জোড়াতালি দিতে গিয়ে মানুষ কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে জনগণ। জ্বালানির অভাবে বিদ্যুতের সক্ষমতা থাকলেও লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ গ্রামের মানুষ। শহরের মানুষকে একটু খুশি, গ্রামাঞ্চলে ভোগান্তি। এখানেও সমতা নেই। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ তথা জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন আর সরকারের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ভোক্তারা চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় এলএনজি, কয়লা ও তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুত বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রণে রেখে আমদানি ব্যয় কমাতে হবে। সরকার ব্যক্তিখাতের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হবে না। সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করবে না। আইন দ্বারা তা নিশ্চিত হতে হবে। দ্বিতীয় তেল-শোধনাগার কোনো ব্যক্তি মালিকানার সঙ্গে নয়, সরকারের একক মালিকানায় হতে হবে।

চলতি বছরে এপ্রিলে লোডশেডিং বাড়ার কারণ কী জানতে চাইলে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, গ্যাস সরবরাহের কারণে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেখানে গ্যাসে ৬ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদন হয়েছিল, সেখানে ১৫০০ মেগাওয়া কম উৎপাদন হয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে দৈনিক অন্তত ২৩২ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই চাহিদামাফিক গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রগুলোতে সক্ষমতার অর্ধেকও উৎপাদন হচ্ছে না। বর্তমানে সরবরাহ করা হচ্ছে ৮৭-৮৮ কোটি ঘনফুট। গ্রীষ্মে পিডিবি অন্তত ১৫০ কোটি ঘনফুট সরবরাহের দাবি জানিয়েছে পেট্রোবাংলাকে।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াট। সেখান থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন করা হচ্ছে প্রায় ৪ হাজার মেগাওয়াট। তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা প্রায় ৭ হাজার মেগাওয়াট হলেও এগুলো থেকে দিনে ১ হাজার মেগাওয়াটের কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বেসরকারি খাতের তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো তেল আমদানির জন্য পর্যাপ্ত ডলার পাচ্ছে না। পিডিবি'র কাছে বড় অঙ্কের বকেয়া পড়েছে তাদের। ফলে তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলোতেও খুব বেশি উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছে না।

গ্রামে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর: গ্রামে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। লোডশেডিং নিয়ে সারা দেশের মানুষ কষ্ট পাচ্ছে-এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা বাংলাদেশে কিছু কিছু অঞ্চলে আমাদের কিছুটা লোডশেডিং করতে হচ্ছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায়। এটি আমরা গত এক মাস ধরে পর্যবেক্ষণ করছি। আমাদের বেশকিছু পাওয়ার প্লান্ট, বিশেষত গ্যাস বেইজড পাওয়ার প্লান্টগুলো বন্ধ আছে। সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে চালু করছি। তেলের স্বল্পতা ছিল, অর্থ স্বল্পতা ছিল-এ বিষয়গুলোকে নজরদারি করে আমরা এখন একটি ভালো পরিস্থিতিতে আছি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যেন গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যত দ্রুত পারা যায় ব্যবস্থা করতে। আমরা সেটাই ব্যবস্থা করে এখন একটা ভালো অবস্থায় আছি। এর ফলে কি শহরে লোডশেডিং বাড়বে-জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমার মনে হয় না কোথাও লোডশেডিং করে অন্য জায়গায় দেয়ার ব্যবস্থাটা করতে হবে।

এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার
আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১
৩৭-৪৯-৭৪ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ভারতের লোকসভা নির্বাচন: তৃতীয় দফায় ভোট ৯৩ কেন্দ্রে

কলকাতা ডেস্কঃ রাত পোহালেই মঙ্গলবার, ৭ মে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। এ দফায় ভোট নেওয়া হবে ১০টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মোট ৯৩টি কেন্দ্রে।

এই কেন্দ্রগুলো হলো গুজরাট (২৫), কর্ণাটক (১৪), মহারাষ্ট্র (১১), উত্তর প্রদেশ (১০), মধ্যপ্রদেশ (৯), ছত্রিশগড় (৭), বিহার (৫), আসাম (৪), পশ্চিমবঙ্গ (৪), গোয়া (২), দাদরা এবং নগর হাভেলি, দমন এবং ডিউ (২)।

পশ্চিমবঙ্গে যে চারটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে সেগুলো হলো–মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ। এই চার কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৫১ জন। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫৭ জন প্রার্থীর। সব মিলিয়ে ৭,৩৬০ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে ৩৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি ১০ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে।

মুর্শিদাবাদ আসনে তৃণমূলের প্রার্থী আবু তাহের খান, বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এবং সিপিআইএম প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম। মালদা উত্তর আসনে তৃণমূল প্রার্থী সাবেক আইপিএস কর্মকর্তা প্রসূন ব্যানার্জি, বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু, কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম।

মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূলের শাহনাজ আলী রায়হান, বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান, বিজেপির ধনঞ্জয় ঘোষ, কংগ্রেসের প্রার্থী মোরতাজা হোসেন।

এ দফায় দেশজুড়ে ১ হাজার ৩৫১ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে। হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপির অমিত শাহ (গান্ধীনগর), বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (গুনা), মধ্যপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান (বিদিশা), বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি (ধারওয়াড), বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানসুখ মান্ডব্য (পোড়বন্দর), বিজেপি প্রার্থী পল্লবী ডেম্পো (সাউথ গোয়া), উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের স্ত্রী সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী ডিম্পল যাদব (মইনপুরী), মধ্যপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস প্রার্থী দ্বিগবিজয় সিং (রাজগড়)।

প্রসঙ্গত, এবার ভারতে মোট সাত দফায় লোকসভার নির্বাচন হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপগুলো হলো যথাক্রমে চতুর্থ দফা আগামী ১৩ মে, পঞ্চম দফা ২০ মে, ষষ্ঠ দফা ২৬ মে এবং সপ্তম ও শেষ দফার ভোট ১ জুন। গণনা আগামী ৪ জুন।

ভারতে নির্বাচন অমিত-মমতা পাল্টাপাল্টি

কলকাতা ডেস্কঃ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভোটব্যাংকের স্বার্থেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জির দল তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, মধু-বিধুকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিলেই ভারতে শান্তি ফিরে আসবে। অমিত শাহ সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে নির্বাচনি সভায় বক্তৃতা করছিলেন। সভায় তিনি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূল, বামেদের এক লাইনে রেখে তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যদিকে মমতা ব্যানার্জি বীরভূমের সাঁইথিয়ায় ও পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে নির্বাচনি প্রচারণা সভায় কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন 'ওরা বলছে বাংলা থেকে মমতা ব্যানার্জিকে হটাও। আমি বলি মমতা ব্যানার্জি যতদিন বেঁচে থাকবে, বাংলায় থাকবে, তোদের কারও ক্ষমতা নেই মমতা ব্যানার্জির একটা চুলও স্পর্শ করা।'

'ওরা ১০ বছর কিছু বলেনি' : অমিত শাহ বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ খতম করার সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন। পুলওয়ামাতে জঙ্গি হামলার পরই ১০ দিনের মাথায় মোদিজি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিলেন, পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে জঙ্গিদের খতম করেছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সহায়তায় যখন কেন্দ্রে গত ১০ বছরে কংগ্রেসের সরকার চলছিল সে সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আলিয়া, মালিয়া, জামালিয়া অনুপ্রবেশ করত, বোমা বিস্ফোরণ করত কিন্তু ভোটব্যাংকের কারণে এরা কিছু বলত না।'

তিনি বলেন, মমতা ও তার ভাতিজা অভিষেক ব্যানার্জিকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলেও রামমন্দির উদ্বোধনে তাদের কেউই যাননি। কারণ তাদের নিজেদের ভোটব্যাংক নষ্ট হবে। এই ভোটব্যাংকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাহ বলেন, যারা অবৈধভাবে সীমান্ত অনুপ্রবেশ করে ভারতে ঢুকছে তারাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক। আর ওরা অসন্তুষ্ট হবে সেই কারণেই তাদের ভয়ে মমতা ব্যানার্জি রামমন্দিরে যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এও অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস, তৃণমূল ও বামেরা গত ৭০ বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বহাল রেখেছিল। এর কারণ হলো কাশ্মীর থেকে যাতে গোটা দেশে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়তে পারে। অমিত শাহ বলেন, মোদিজি দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেই ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করেছিলেন। লোকসভায় যখন এই বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন বিলের বিরোধিতা করে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে কাশ্মীরে রক্তগঙ্গা বইয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেলেও কাশ্মীরে একটা কাঁকর জ্বালানোরও ক্ষমতা হয়নি কারও।

তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, গত ১৫ দিন ধরে দিদি এখানে ক্যাম্প করে রয়েছেন। দিদি দুর্গাপুরে বিজেপি প্রার্থীকে হারানোর ডাক দিয়েছেন।

কিন্তু আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, ১৫ দিন কেন, পুরো পাঁচ বছরও যদি এখানে থাকেন, তবুও দুর্গাপুরে আপনি জিততে পারবেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখানে মন্ত্রীদের ঘরে ৫০ কোটি রুপি নগদ পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস সাংসদের ঘর থেকে সাড়ে ৩০০ কোটি রুপি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ২৫ পয়সা খাওয়ার অভিযোগ নেই।

'মধু-বিধুকে হটালে ভারতে শান্তি আসবে' : নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে মধু আর বিধু বলে আখ্যায়িত করে মমতা বলেন, ওরা গোটা দেশটাকে লুট করে নিয়েছে, যদি বাঁচতে চান তবে অবিলম্বে দেশ থেকে ওদের হটান। মোদি হারলে, বিজেপি হারলে দেশের মানুষ শান্তি পাবে। মোদি যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তবে দেশ, সংবিধান, জাতি, ধর্ম বিক্রি করে দেবে। মানুষকে ভালো থাকতে দেবে না। মোদিকে একবারে শূন্য করে দিতে হবে। তার কারণ মোদিকে যদি ভোট দেন তবে সিএএ করবে, এনআরসি করবে, আর সবাইকে তাড়িয়ে দেবে। তফশিলি, আদিবাসী, মুসলিম, হিন্দুরা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। মমতা বলেন, জীবনে আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি কিন্তু এত মিথ্যাবাদী, অত্যাচারী, হিংসুটে, স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী দেখিনি। যাদের জীবন শুরু হয়েছে দাঙ্গার মধ্য দিয়ে, তাদের কাছ থেকে কী শান্তি প্রত্যাশা করা যায়!

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম!

কলকাতা ডেস্কঃ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (নরমাল ডেলিভারি) একসঙ্গে ৫ কন্যাশিশুর জন্ম দিয়েছেন তাহেরা বেগম নামে এক নারী। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রোববার ভোর ৫টার সময় ইসলামপুরের আমবাগান এলাকায় এক বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন ওই প্রসূতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে পাঁচ কন্যাশিশুর জন্ম দেন তিনি।

জানা গেছে, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আলম। তার স্ত্রী তাহেরা বেগম। গর্ভধারণের দুই মাস পর আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে চিকিৎসক ফারজানা নুরি ওই প্রসূতিকে জানান, তার গর্ভে পাঁচটি শিশু সন্তান রয়েছে।

সাধারণভাবে দেখা যায়, গর্ভে ২টি সন্তান থাকলেই কোনও না কোনও সমস্যা হয় প্রসূতির। এক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যাও হয়নি। প্রসূতি তাহেরা বেগম বলেন, আগে থেকেই জানতাম। পাঁচ মেয়ে হয়েছে। আমি খুশি।

চিকিৎসক ফারজানা নুরি বলেন, প্রসব যন্ত্রণা নিয়েই প্রসূতি এসেছিলেন। প্রসূতি সিজারের জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তাই নরমাল ডেলিভারিই হয়েছে। সব বাচ্চা সুস্থ রয়েছে। আমারও চিকিৎসক জীবনে এটাই প্রথমবার ৫ সন্তান একসঙ্গে দেখলাম। কোনও জটিলতা ছিল না। পাঁচ বাচ্চা হওয়ায় কম ওজন হয়েছে তাদের। সবচেয়ে বেশি ওজন হয়েছে সাড়ে সাতশো গ্রাম। সাত মাসের মাথায় ডেলিভারি হয়েছে।

শিশুদের দাদা জাহিদুর রহমান বলেন, ৫টি কন্যাশিশুর জন্ম হয়েছে। আজই ভর্তি হয়েছিল। শুনে খুব খুশি।

ভোটে মুসলমান-জুজু কাজ হচ্ছে না, আদানি-আম্বানির কথা বলে কী সুবিধা চাচ্ছেন মোদি

কলকাতা ডেস্কঃ প্রথম দুই দফার তুলনায় তৃতীয় দফার ভোটের হার সামান্য ভালো হলেও বিজেপির চিন্তা যাচ্ছে না। তারা ভেবে পাচ্ছে না, খোদ প্রধানমন্ত্রী বারবার বলা সত্ত্বেও মানুষ কেন ভোটের দিন কেন্দ্রমুখী হতে চাইছেন না। তারা বিশেষভাবে চিন্তিত হিন্দি বলয়ের সেসব রাজ্য নিয়ে, যেখানে ১০ বছর ধরে মানুষের নিঃশর্ত সমর্থন ঢালাওভাবে পেয়ে এসেছে।

এ পরিস্থিতিতে আজ বুধবার নরেন্দ্র মোদির মুখে আচমকাই শোনা গেল আদানি-আম্বানির নাম। দুই শিল্পপতির নাম করে তিনি বলেন, ভোট শুরু হতেই কংগ্রেস এই দুটি নাম মুখে আনা বন্ধ করেছে। তবে কি কংগ্রেস তাদের কাছ থেকে টাকভর্তি অর্থ পেয়েছে? শাহজাদা কি বলবেন, কত টাকা তাঁরা পেয়েছেন?

প্রথম দুই দফায় প্রাথমিকভাবে ভোট পড়েছিল ৬০ শতাংশের কাছাকাছি। পরে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসাবে তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। ভোটের হার বেড়ে যায় প্রায় ৬ শতাংশ! তা নিয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা সরব হলেও নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা শোনাতে পারেনি। ফলে বিরোধীদের মনে একধরনের সন্দেহ বাসা বাঁধছে। বিজেপিকে জেতানোর জন্য নির্বাচন কমিশন কোনো খেলা খেলছে কি না, সেই প্রশ্নের উদয় হচ্ছে।

ইভিএম নিয়ে বিরোধীরা প্রথম থেকেই সন্দিহান। সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে মামলাও হয়েছে। কিন্তু তা রায়বিরোধীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এখন আচমকা ভোটের হার এতখানি বেড়ে যাওয়ায় সেই সন্দেহ নতুনভাবে দানা বাঁধছে।

ভোটের হার বাড়লে বা কমলে কার সুবিধা, কার অসুবিধা, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কেউ কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। সাধারণভাবে মনে হয়, হাওয়া থাকলে ভোটের হার বেড়ে যায়। সেই হাওয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হলে তাতে শাসকের লাভ হয়, যেমন হয়েছিল ১৯৮৪ সালে, ১৯৯৯ কিংবা নরেন্দ্র মোদির বদৌলতে ২০১৪ ও ২০১৯ সালে।

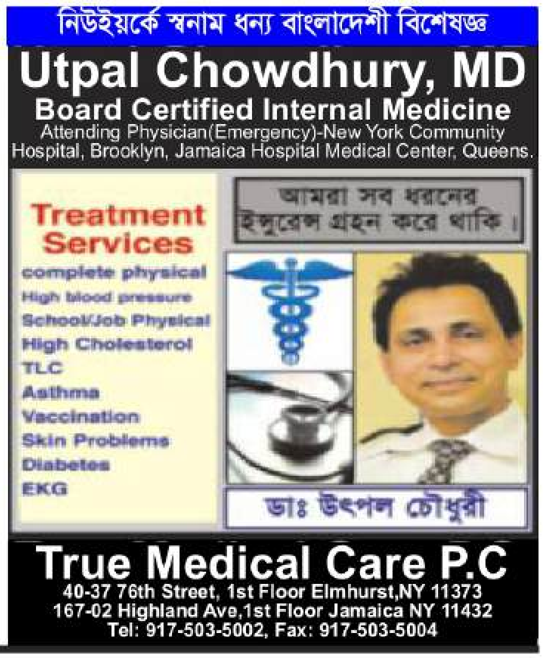

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী

তার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদাসুন্দরী দেবী এবং বাবা বিখ্যাত জমিদার ও ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন আট বছর বয়সে। ১৮৯১ সাল থেকে বাবার আদেশে নদিয়া, পাবনা, রাজশাহী ও ওড়িশার জমিদারি তদারকি শুরু করেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে তিনি দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেন। ১৯০১ সালে সপরিবারে চলে আসেন বীরভূমের বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সংকলন। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ নোবেল বিজয়ী এই বাঙালি সাহিত্যিককে স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত।

রবীন্দ্রনাথ এখনো কেন প্রাসঙ্গিক-এ ব্যাপারে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ এবং প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এক প্রবন্ধে লিখেছেন, বাঙালির এ কবি এমন একসময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন রাষ্ট্র ছিল পরাধীন, চিন্তা ছিল প্রথাগত ও অনগ্রসর, বাংলা ভাষা ছিল অপরিণত। রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বমানে উন্নীত করার পাশাপাশি জাতির চিন্তাজগতে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। বাঙালির মানস গঠনে পালন করেছেন অগ্রদূতের ভূমিকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় কবির নিজস্ব জমিদারি কালিগ্রাম পরগণার কাছারি বাড়ি পতিসরে আয়োজন করা হয়েছে দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলা প্রশাসন এ উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। বুধবার বিকাল ৩টায় রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি পতিসর দেবেন্দ্র মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শহীদুজ্জামান সরকার এমপি।

আলোচনাসভায় বিশেষ অতিথি থাকবেন নওগাঁ-৬ (রানীনগর-আত্রাই) আসনের সংসদ-সদস্য ওমর ফারুক, নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের সংসদ-সদস্য নিজাম উদ্দিন জলিল জন, নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর-বদলগাছি) আসনের সংসদ-সদস্য সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনের সংসদ-সদস্য এসএম ব্রুহানী সুলতান মামুদ, নওগাঁ জেলার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রাশিদুল হক এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ-সদস্য আব্দুল মালেক।

আলোচনাসভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজশাহী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আশরাফুল ইসলাম, নওগাঁ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর শরীফুল ইসলাম খান, নওগাঁ সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর এসএম মোজাফ্ফর হোসেন ও নওগাঁ সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম।

পরে নওগাঁ জেলা শিল্পকলা একাডেমি আত্রাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং রানীনগর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী-কলাকুশলীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এছাড়া এদিন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

শাহজাদপুরে ৩ দিনের আয়োজন : শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, উপজেলার পৌর শহরের দ্বারিয়াপুরে কবির জমিদারি তদারকির কাছারি বাড়ি অঙ্গনে আজ থেকে তিন দিনব্যাপী জমকালো অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পীসহ সিরাজগঞ্জ ও শাহজাদপুরের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করবেন। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে নৃত্য, আবৃত্তি, কবিতালেখা, গীতিনৃত্যনাট্য, নাটক পরিবেশন ও প্রবন্ধ আলোচনা রয়েছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানমালার প্রথমদিন প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনের জাতীয় সংসদ-সদস্য চয়ন ইসলাম ও সিরাজগঞ্জের অন্য সংসদ-সদস্যরা, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শাহ আজম প্রমুখ। সভাপতিত্ব করবেন জেলা প্রশাসক মীর মো. মাহবুবুর রহমান।

কুমারখালীতে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠান : কুমারখালী (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি জানান, আজ কুমারখালীর শিলাইদহে কবির স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি আঙিনায় শুরু হচ্ছে দুদিনব্যাপী রবীন্দ্রমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক এহতেশাম রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থাকবেন আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ-সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ। কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ-সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ অতিথি এবং আলোচক থাকবেন শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদের পরিচালক এসএম আফজাল হোসেনসহ অন্যরা।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতে খোলামেলা বয়ান পর্নো

বিষয়টি প্রকাশ না করেন। কিন্তু ওই নির্বাচনের আগে 'এক্সেস হলিউড' টেপ ফাঁস হওয়ার পর একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে ট্রাম্পের নারী সংসর্গের কথা। সামনে আসেন স্টর্মি ড্যানিয়েল। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দেন, ট্রাম্প তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মুখ বন্ধ করতে অর্থ দিয়েছিলেন। এ নিয়ে মামলার বিচার চলছে। পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলের আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কথা বৃহস্পতিবার। এদিন আবার শুনানি হবে।

ওদিকে মঙ্গলবার প্রায় ৯০ মিনিট আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার পর তাকে বিকেলে ক্রস-চেক করার জন্য ট্রাম্পের আইনজীবী সুসান নিচেলেসের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ছিল। তবে তা হয়েছে কিনা তা পরিষ্কার জানা যায়নি।

এর আগে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে স্টর্মি ড্যানিয়েলে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ান। একে একে বলতে থাকেন সব। বলতে থাকেন, ট্রাম্পের সঙ্গে কোথায় শয্যাসঙ্গী হয়েছিলেন। বলেছেন, ট্রাম্প যে রুমে ছিলেন হোটেলের তার মেঝে ছিল সাদা-কালো টাইলের। মাঝখানে ছিল মেহগিনি কাঠের বড় একটি টেবিল। তিনি রাতের খাবারের সময়কার কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণনা দেন। এ সময় ট্রাম্প তার সঙ্গে শুধু যৌনতা নিয়ে নয়, একই সঙ্গে পর্নো ছবির শিল্পের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি একটি ম্যাগাজিন নিয়ে ট্রাম্পের পশ্চাৎদেশে আঘাত করেন। ড্যানিয়েল বলেন, তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখতে পান ট্রাম্প বিছানার ওপর বক্সার এবং টি-শার্ট পরে অবস্থান করছেন।

স্টর্মি ড্যানিয়েল বলেন, প্রথমে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। যেমন করে মানুষ ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। কারণ, আমি আশা করিনি এখানে কেউ এভাবে থাকবে, বিশেষ করে কাপড়চোপড় খুলে। এরপর দরজা এবং আমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন ট্রাম্প। হুমকি হওয়ার ভঙ্গিতে নয়। তিনি আমার দিকে অগ্রসর হননি। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি। এমন কিছু না। স্টর্মি ড্যানিয়েল বলেন, এরপর তারা শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হন। তিনি বলেন, আমি পোশাক এবং জুতা খুলে ফেলি। আমার অন্তর্বাস খুলে ফেলি। তারপর আমরা ছিলাম মিশনারি পজিশনে।

এ অবস্থায় আর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া থেকে বিরত রাখেন স্টর্মি ড্যানিয়েলকে। পরে ড্যানিয়েল বলেন, এরপর তিনি যখন পোশাক পরেন তখন কাঁপছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ হবে এটা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বহু মানুষকে তিনি বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার সঙ্গে হোটেলরুমে ছিলেন। তবে খুব অল্প মানুষের কাছেই শারীরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। কারণ, তিনি বিষয়টি প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

স্টর্মি ড্যানিয়েল বলেন, এরপরও ট্রাম্পের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ট্রাম্প টাওয়ারে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে 'সেলিব্রেটি অ্যাপ্রেন্টিস' রিয়েলিটি শো নিয়ে আলোচনা

করতে গিয়েছিলেন। স্টর্মি ড্যানিয়েল বলেন, ২০১৫ সালে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেন ট্রাম্প। তখন এই পর্নো তারকার পাবলিসিস্ট গিনা রড্রিগুয়েজ তার কাহিনী বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ২০১৬ সালের অক্টোবরে ট্রাম্পের 'এক্সেস হলিউড' টেপ ফাঁস হয়। তার আগে পর্যন্ত রড্রিগুয়েজ খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। এরই এক পর্যায়ে মাইকেল কোহেন তাকে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার দেন মুখ বন্ধ রাখতে।

পঞ্চমবারের মতো প্রেসিডেন্ট পুতিন

শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন ৭১ বছর বয়সী এ নেতা। শপথ গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধ। সম্মিলিতভাবে সব বাধা অতিক্রম করব, আমাদের সব পরিকল্পনা সফল করব এবং জয়ী হব।' খবর আলজাজিরার। শপথ অনুষ্ঠানে দূত পাঠাবে না বলে আগেই জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশির ভাগ দেশ। মস্কোতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে লেভিক উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে সামরিক অভিযান ঘিরে ব্যাপক তিক্ততা চলছে প্যারিস এবং মস্কোর মধ্যে। তবে পোল্যান্ড, জার্মানি এবং চেক রিপাবলিকের রাষ্ট্রদূতদের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। তিন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর 'অন্যায়' অভিযানের প্রতিবাদ হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতদের না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, রাশিয়ার নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু বিবেচনা করেনি যুক্তরাষ্ট্র। তাই পুতিনের শপথ অনুষ্ঠানে কেউ যাবে না। যুক্তরাজ্য ও কানাডা জানিয়েছে, তারা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য কাউকে পাঠাবে না। জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারাও এতে অংশ নেবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুখপাত্র বলেছেন, ২০টি ইইউ সদস্য রাষ্ট্র এ অনুষ্ঠান বয়কট করবে। তবে ফ্রান্স, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়াসহ ৭টি ইইউভুক্ত দেশ অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। এক বিবৃতিতে ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, পুতিনকে রাশিয়ান ফেডারেশনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ও বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো আইনি ভিত্তি দেখছে না ইউক্রেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন ভ্লাদিমির পুতিন। পরে তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের বদান্যতায় ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন। ওই বছর পুতিনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনীতি থেকে অবসরে যান ইয়েলৎসিন। পরে ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতেন পুতিন। ২০০৪ সালের নির্বাচনে ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের প্রেসিডেন্ট হন। যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়ার সংবিধানেও কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে থাকার অনুমতি ছিল না। তাই ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিজের বিশ্বস্ত অনুসারী দিমিত্রি মেদভেদেভকে তিনি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হন। সেই নির্বাচনে মেদভেদেভ এবং পুতিন উভয়ই জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১২ সালের নির্বাচনে ফের জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল চার বছর থেকে ছয় বছরে উন্নীত করেন এবং দুই বারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতা না করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা বাতিল করেন। পরে ২০১৮ সালের নির্বাচনেও জয়ী হন তিনি। রাশিয়ায় এ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রেসিডেন্টের পদে থাকার রেকর্ড সাবেক সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের। টানা ২৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। শপথগ্রহণের পর এবারের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারলে স্ট্যালিনকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হবেন পুতিন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়তে পারে।

তিনি বলেন, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির যে আভাস দেখা যাচ্ছে, তা সারাবিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা যায়।

বুধবার জাতীয় সংসদে ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুলের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে বিশ্ববাজারের অস্থিতিশীলতা, বাজার ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্যতা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সূত্রে দেশের মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে পণ্য সরবরাহের সাপ্লাই-চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে মূলত ইরান বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে পণ্য তৈরি ও সরবরাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিকারকরা কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একথা ঠিক যে এ সংঘাত কী মাত্রায় রূপ নেবে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব কী হতে পারে- তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ওই পরিস্থিতি সামাল দিতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্বারোপসহ ওই খাতকে সহযোগিতা করার আবশ্যকতা তৈরি হতে পারে। এ অবস্থায় আমার সরকারের সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আমি নির্দেশ দিয়েছি, যাতে প্রত্যেকে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ঘটন-প্রবাহের ওপর নজর রাখে এবং এ বিষয়ে নিজ নিজ করণীয় নির্ধারণ করে। বিশেষ করে এ সংঘাত দীর্ঘ হলে কোন কোন সেক্টরে প্রভাব পড়তে পারে- তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমি নির্দেশনা দিয়েছি।

তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার অগ্রিম পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো হলো- চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য ঠিক রাখা; প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রদানে যেন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই উদ্দেশে রেমিট্যান্স প্রদান সহজীকরণ করা। রেমিট্যান্স প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য ২ দশমিক ৫০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও ২২ অক্টোবর ২০২৩ থেকে কার্যকর ব্যাংকগুলোর দ্বারা অতিরিক্ত ২ দশমিক ৫০ শতাংশের যে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা। রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর অভিঘাত সহনশীল করার পাশাপাশি দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের চলমান ধারা অব্যাহত রাখা। নিকট ভবিষ্যতে সরবরাহ সংকটের ফলে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অর্থনীতির অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলো যেমন- কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের জন্য গৃহীত স্বল্পসুদ ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমগুলো অব্যাহত রাখা।

পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি অনেকাংশে সংযত করতে পেরেছি: মো. আবুল কালামের এক প্রশ্নের জবাবে মূল্যস্ফীতির প্রভাব কমাতে বর্তমান সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের কষ্ট লাঘবে সরকার সবসময় সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সব প্রকার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে আমরা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে অনেকাংশে সংযত করতে পেরেছি। তবে বিশ্ববাজারের কয়েকটি পণ্য যেমন- জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল, গম, সারসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য, ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হচ্ছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের ফলে এ সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতেও আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের ওপর এর প্রভাব প্রশমনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। তাই জনগণের কষ্ট লাঘবে বর্তমান সরকার সবসময় সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সব প্রকার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

পুলিৎজার পেল রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস

নাম ঘোষণা করেছে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পুলিৎজার বোর্ড।

পুলিৎজার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। ১৯১৭ সাল থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

এবার পুলিৎজারের 'ব্রেকিং নিউজ ফটোগ্রাফি' বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে গাজা সংঘাত নিয়ে রয়টার্সের বেশ কয়েকটি ছবি। এর মধ্যে একটি তোলা আলোকচিত্রী মোহাম্মদ সালেমের। তাতে দেখা যায়, গাজায় নিহত পাঁচ বছরের এক শিশুর মরদেহ জড়িয়ে ধরে আছেন এক ফিলিস্তিনি নারী। ছবিটি এ বছর সম্মানজনক 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারও পেয়েছে।

এছাড়া, ইলন মাস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় 'ন্যাশনাল রিপোর্টিং' বা 'জাতীয় বিষয়াদি নিয়ে প্রতিবেদন' বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে রয়টার্স। 'দ্য মাস্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' শিরোনামে ধারাবাহিক ওই প্রতিবেদনে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্স, নিউরালিংক ও টেসলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে।

রয়টার্সের পাশাপাশি ন্যাশনাল রিপোর্টিং বিভাগে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট। যুক্তরাষ্ট্রের এআর-১৫ রাইফেল এবং দেশটিতে বিভিন্ন বন্দুক হামলায় এই অস্ত্রের ভূমিকা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল সংবাদমাধ্যমটি। এছাড়া, 'এডিটোরিয়াল রাইটিং' (সম্পাদকীয়) ও 'কমেন্টারি' (মতামত) বিভাগেও পুরস্কার জিতেছে।

এদিকে, 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং' (অনুসন্ধানী প্রতিবেদন), 'ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টিং' (আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রতিবেদন) ও 'ফিচার রাইটিং' বিষয়ে পুরস্কার জিতেছে নিউইয়র্ক টাইমস। ইসরায়েলে হামাসের হামলা, ইসরায়েলের গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও ইসরায়েলের পাল্টা হামলা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টিং বিভাগে সেরা হয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

পাবলিক সার্ভিস (জনসেবা) অ্যাওয়ার্ডকে পুলিৎজারে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে ধরা হয়। এ বছর এই অ্যাওয়ার্ড নিজেদের দখলে রেখেছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করা নিউইয়র্কভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা প্রোপাবলিকা। আর 'ব্রেকিং নিউজ' বিভাগে এবার পুলিৎজার পেয়েছে লুকআউট সান্তা ক্রুজ।

এবারের পুলিৎজারে অভিবাসীদের নিয়ে ছবি প্রকাশ করে 'ফিচার ফটোগ্রাফি' বিভাগে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। 'এক্সপ্লেনেটরি রিপোর্টিং' (বিশদ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন) ও 'ইলাস্ট্রেটেড রিপোর্টিং অ্যান্ড কমেন্টারি' বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন দ্য নিউইয়র্কারের সাংবাদিকরা। আর 'ক্রিটিসিজম' (সমালোচনা) বিভাগে পুরস্কার নিজেদের করে নিয়েছে দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস।

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে টানাপোড়েন

হতে থাকে। যার জেরে দেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন মালদ্বীপের

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। অন্যদিকে, মালদ্বীপ বয়কটের ডাক দেয় ভারত সরকার। ফলে আর মালদ্বীপ ঘুরতে যান না ভারতীয়রা। সম্প্রতি মালদ্বীপ বেড়াতে যাওয়া ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে মালদ্বীপ। এ সংকট নিরসনে নিজ দেশ এবং ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন মালদ্বীপের পর্যটনমন্ত্রী ইব্রাহিম ফয়সাল।

সোমবার ভারতীয় পর্যটকদের মালদ্বীপ ঘুরতে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন তিনি। মঙ্গলবার এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। ফয়সাল বলেছেন, আমাদের একটা ইতিহাস আছে। আমাদের নবনির্বাচিত সরকারও ভারতের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চায়। আমরা সবসময় শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করি। আমাদের জনগণ এবং সরকার ভারতীয়দের আগমনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে। পর্যটনমন্ত্রী হিসাবে আমি ভারতীয়দের মালদ্বীপের পর্যটনের অংশ হতে অনুরোধ করছি। কারণ, আমাদের অর্থনীতি পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল।

সোমবার মালদ্বীপের একটি রিপোর্ট জানিয়েছে, সে দেশে ভারতীয় পর্যটক ৪২ শতাংশ কমেছে। ২০২৩ সালে প্রথম চার মাসে মালদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেন ৭৩ হাজার ৭৮৫ জন ভারতীয়। চলতি বছরের চার মাসে তা কমে গিয়ে ৪২ হাজার ৬৩৮ জনে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৩১ হাজার ১৪৭ জন পর্যটক কমেছে চলতি বছরে। শুধু তাই নয়, ওই পর্বে গত বছর দেশভিত্তিক পর্যটকের পরিসংখ্যানে ভারত ছিল দ্বিতীয় স্থানে। চলতি বছরে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে মালদ্বীপে ভারতীয় পর্যটকদের সংখ্যা।

ভারতীয় পর্যটকদের সংখ্যা কমাতেই বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে মালদ্বীপের পর্যটন শিল্প। মালদ্বীপের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো সেদেশের পর্যটন। এজন্য প্রভাব পড়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে মালদ্বীপের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ এনেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইন্ডিয়া আউট প্রচারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তিনি। ক্ষমতায় এসে মুইজ্জু মালদ্বীপকে ভারত কর্তৃক উপহার দেওয়া তিনটি বিমান চলাচল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনাকারী ৮৮ জন ভারতীয় সামরিক কর্মীকে প্রত্যাহার করাতে বাধ্য করেছিল।

ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে রাফা, মুহুর্মুহু হামলা

অবস্থানে হামলা চালিয়েছে তারা। এতে কমপক্ষে ১২ জন নিহত হয়েছেন। মিশর সীমান্তের সঙ্গে রাফা ক্রসিং পয়েন্টেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা। একদিকে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা, অন্যদিকে ইসরাইলের নৃশংস যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি চেষ্টাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। সৌদি আরব সতর্ক করে বলেছে, অব্যাহতভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে ইসরাইলি বাহিনী। তাদের এ ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে সৌদি আরব। তারা বলেছে, এর ফলে রাফায় মানবিক সংকট তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে খর্ব করা হচ্ছে।

ইসরাইলের গণহত্যা বন্ধে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব। ওদিকে সোমবারই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনিও রাফায় হামলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ওদিকে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত মেনে নেয় হামাস। কিন্তু ইসরাইল ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা জানায়, এতে তাদের দাবি পূরণ হয়নি।

এ জন্য মধ্যম পর্যায়ের ইসরাইলি কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদলের গতকাল আবার কায়রো যাওয়ার কথা। তবে তারা কি ভূমিকা নেবেন, তা স্পষ্ট নয়। ২৭শে এপ্রিলের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাতে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে ইসরাইল থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে হামাসের হাতে আটক কমপক্ষে ১৩০ জিম্মির মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরাইল। তারা বলেছে, এই প্রস্তাবের মধ্যে ফিলিস্তিনি বন্দি মারওয়ান বারঘোতির মতো নেতাদের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। তিনি এমন একজন নেতা ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ হামলায় যার ভূমিকা আছে। এ জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাদ- দেয়া হয়েছে। ইসরাইলি কর্মকর্তারা বলছেন, হামাসের এসব বন্দিকেও মুক্তি দিতে হবে। এ জন্য না বলে দিয়েছে ইসরাইল। এ অবস্থায় যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে মিশরের রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট আল কাহেরা নিউজ টিভি রিপোর্ট করেছে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা গতকালও চলছিল। মিশরীয় কর্মকর্তারা রাফায় ইসরাইলের অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ইসরাইলি প্রতিনিধিদল কায়রো পৌঁছানোর আগেই মিশরের সঙ্গে রাফা ক্রসিং পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইসরাইল। এর ফলে গাজায় মানবিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলো। কারণ, অন্য সব সীমান্ত বন্ধ থাকলেও রাফা সীমান্ত দিয়ে নিরীহ অভাবী গাজাবাসীর কাছে আন্তর্জাতিক সহায়তা পৌঁছাচ্ছিল। তার নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলিরা নেয়ার ফলে তা বন্ধ হয়ে গেল।

সোমবার দিবাগত রাতভর রাফায় বিভিন্ন ভবনের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে ইসরাইলিরা। এতে কমপক্ষে ১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই তথ্য নিশ্চিত করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মিশর লাগোয়া রাফা সীমান্তে ট্যাঙ্ক ও ভারী অস্ত্রের মাধ্যমে এই হামলা চালিয়েছে তেল আবিব। হামাস যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেয়া সত্ত্বেও রাফায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়েছে মিশর। তারা বলেছে, এতে যুদ্ধবিরতির যে প্রচেষ্টা চলছে, তা হুমকিতে পড়বে। রাফা সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলি সেনাবাহিনী নেয়ার পরপরই এমন বিবৃতি দিয়েছে মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ অবস্থায় জাতিসংঘ বলেছে, রাফা সীমান্তে জাতিসংঘকেও প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না ইসরাইল। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার মুখপাত্র জেন্স লায়েরকে বলেন, রাফা সীমান্তে এখন আমাদের কোনো সদস্যের শারীরিক উপস্থিতি নেই। আমাদের প্রবেশাধিকারকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে নতুন করে যে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা শুরু হয়েছিল, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়া কাতারের প্রধানমন্ত্রী এবং মিশরের গোয়েন্দা প্রধানকে তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথা জানানোর পরেও সোমবার দিবাগত রাতে রাফায় হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইল। এতে যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব এখন অনেকটাই অনিশ্চিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তবে হামাস মিশর এবং কাতারের প্রস্তাবে সম্মত হলেও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই প্রস্তাবের শর্তগুলো তাদের দাবি পূরণ করেনি। ইসরাইল চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি রাফাতে হামলা অব্যাহত রাখারও ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ বলছে- রাফায় হামলা অব্যাহত থাকলে চরম দুর্ভিক্ষে পতিত হবে গাজাবাসী।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ই অক্টোবর ইসরাইলের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে হামলা চালায় হামাস। এরপর থেকে গাজায় যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে উপত্যকাটিতে পাল্টা প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে ইসরাইল। যাতে এ যাবৎ প্রাণ হারিয়েছে ৩৪ হাজার ৭৩৫ ফিলিস্তিনি। আহতের সংখ্যা ৭৮ হাজারের বেশি। তারপরও সোমবার গাজার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে বোমা ফেলেছে ইসরাইলি বাহিনী। এতে শিশু সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, নুসেইরা হলো এমন একটি এলাকা, যেখানে রাফা থেকে পালিয়ে আসা নিরীহ ফিলিস্তিনিরা আশ্রয় নিয়েছেন।

Wanted

Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

মেয়র সাদিক খান এর হ্যাট্রিক

ভোটে হারান তিনি।শনিবার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মেয়র পদে সাদিক খানের তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। এরপর থেকেই মেয়র পদটি ধরে রেখেছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই রাজনীতিক। রোববার এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মোট ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছেন সাদিক খান। অন্যদিকে, সাদিকের প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির সুসান হল পেয়েছেন ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট।

সুসান হলকে ২ লাখ ৭৬ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন সাদিক খান। তিনি টোরিদের দুটি এলাকাসহ ১৪টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নয়টিতে জয়ী হয়েছেন।

নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ২৪ লাখের বেশি, যা মোট ভোটারের ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় লন্ডনের মেয়র পদে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছিল। এরপর ভোট গণনা শুরু হয় গতকাল শুক্রবার থেকে।

স্থানীয় সময় আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, সাদিক খানের প্রাপ্ত ভোট ১০ লাখ ৮৮ হাজার ২২৫ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সুসান হলের ভোটসংখ্যা ৮ লাখ ১১ হাজার ৫১৮।

উল্লেখ্য, সাদিক খানের জন্ম ১৯৭০ সালের ৮ অক্টোবর, লন্ডনেই। এর আগে, ১৯৬৮ সালে তার বাবা-মা পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যের অভিবাসী হিসেবে পাড়ি জমান। বাবা আমানউল্লাহ ছিলেন একজন বাসচালক। অন্যদিকে, মা শেহরুন করতেন দরজির কাজ। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে সাদিক পঞ্চম।

সাদিক খান ইউনিভার্সিটি অব নর্থ লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করেন। পড়াশোনা শেষে মানবাধিকার-বিষয়ক আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কম বয়সেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন লেবার পার্টির রাজনীতিতে।

www.jonmobhumi.com

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিতে ছাত্রলীগের পদযাত্রা, সমাবেশ

এবং বিশ্বব্যাপী ইসরাইলবিরোধী চলমান ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সোমবার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদযাত্রা, ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন, মানববন্ধন ও ছাত্র সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিভিন্ন কলেজ ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্রলীগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বেলা সাড়ে ১২টার দিকে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ছাত্র সমাবেশ ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী ইসহাক আহমেদ চলমান আন্দোলনে ছাত্র সমাজের সংহতি প্রকাশ এবং ফিলিস্তিনের পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানান। পরে ছাত্রলীগ সভাপতি শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে 'শান্তির জন্য স্মারকলিপি' শীর্ষক একটি লিখিত বার্তা পাঠ করেন। এর আগে একটি পদযাত্রা মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীদের 'ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগানে মুখরিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। কয়েক হাজার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর হাতে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা স্থান পায়।

সমাবেশে অংশ নেওয়া ফিলিস্তিনের দুই শিক্ষার্থী বিশ্বব্যাপী ইসরাইলবিরোধী বিক্ষোভের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচিতে তারা ধন্যবাদ জানান। তারা তাদের বক্তব্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, আমরা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চাই। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি যারা গণতন্ত্রের মোড়ল, বাকস্বাধীনতার সার্টিফিকেট দেয়, যারা বলে দেয় কোন দেশটি গণতান্ত্রিক আর কোন দেশটি অগণতান্ত্রিক, তাদের মুখোশ কীভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৪০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আন্দোলন চলমান, সেখানে আড়াই হাজারের অধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান বলেন, আজ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে বাঁধভাঙ্গা গণজোয়ার, তা সেই গাজা উপত্যকায় গিয়ে লাগবে এবং গাজা উপত্যকা থেকে সব অন্যায়, অবিচার, অপশ-াসন ভেসে যাবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) পতাকা উত্তোলন, ছাত্র সমাবেশ ও পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে শাখা ছাত্রলীগ। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ চত্বর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। পরে প্রধান ফটক ঘুরে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এসে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনসহ তিন শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে পদযাত্রা ও সমাবেশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। সমাবেশে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক এসএম আক্তার হোসাইনসহ নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেছেন চবি শিক্ষার্থীরা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। এ সময় তারা ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন, ইহুদিবাদ নিপাত যাক, বয়কট ইসরাইলসহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

পদযাত্রা ও সংহতি সমাবেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের চারটি উপগ্রুপ। ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবন ও কয়েকটি হলের সামনে তারা ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করেন। এছাড়া নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের ব্যানারে জারুলতলায় প্রতীকী তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এদিকে চট্টগ্রামে সরকারি হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দাবিতে আয়োজিত পদযাত্রা ও কর্মসূচির গাড়িতে ওঠাকে কেন্দ্র করে বেলা বারোটার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে এই সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে জড়ানো দুই গ্রুপ হচ্ছে চকবাজার থানা ছাত্রলীগ সভাপতি জাহিদুল ইসলামের গ্রুপ ও মহসিন কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নাঈম গ্রুপ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : মানববন্ধন ও সংহতি সমাবেশ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ সিনেট ভবনসংলগ্ন প্যারিস রোডে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা। বেলা ১১টায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীরা 'স্টপ ওয়ার, সেভ প্যালেস্টাইন' লেখাসহ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে প্যারিস রোডে সমাবেশ করেন। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী সজীব, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে নেতাকর্মীরা দলীয় টেন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ শেষে তারা একই স্থানে মিলিত হন। কর্মসূচিতে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লা-হিল-গালিবসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : পতাকা উত্তোলন, পদযাত্রা ও ছাত্র সমাবেশ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের নেতৃত্বে বেলা সাড়ে ১২টায় সংগঠনটির দলীয় টেন্ট থেকে পদযাত্রা আরম্ভ হয়। পরে এটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে ছাত্র সমাবেশে মিলিত হয়।

ফরিদপুর : ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে সোমবার সকালে ফিলিস্তিনের? পতাকা উত্তোলন, পদযাত্রা ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি? তানজিমুল রশীদ রিয়ানের সভাপতিত্বে শহরের বায়তুল আমান সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অনার্স শাখা ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ, সহ-সভাপতি আশিক মোরতাজা হাসান জয়, সহসভাপতি ইমামুল মিয়া আজম, শহর ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মীর মোহাম্মদ শান্ত, সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান প্রমুখ।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রহস্যঘেরা মিল্টন সমাদ্দার

গোয়েন্দারা এখন মাঠে। মিল্টনকে গতকাল তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এর আগে গত বুধবার রাতে রাজধানীর মিরপুর থেকে মিল্টনকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। রাতেই তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, মিল্টন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ। রাতের আঁধারে লাশ দাফন করতেন। সিটি করপোরেশনের মৃত্যুসনদও নিজেই তৈরি করতেন। এভাবে রাতের আঁধারে প্রায় ৯০০ লাশ দাফনের ভুয়া মৃত্যুসনদ নিজেই তৈরি করেছেন। এমন ভুয়া সিলসহ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মিল্টন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তার স্ত্রীকেও ডাকা হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে তাহলে তাকেও গ্রেফতার করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ জানান, তার বাড়ি বরিশালের উজিরপুরে। তিনি তার বাবাকে পেটানোর কারণে এলাকাবাসী তাকে এলাকাছাড়া করে। এরপর ঢাকায় চলে আসেন। তিনি বলেন, মিল্টন ঢাকায় এসে শাহবাগের একটি ফার্মেসিতে কাজ শুরু করেন। সেখানে ওষুধ চুরি করে বিক্রির কারণে মিল্টনকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর একজন নার্সকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর 'চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এজ কেয়ার' স্থাপনের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ আরও বলেন, মিল্টনের ২টা আশ্রম রয়েছে। সাভারের আশ্রমে ৫ থেকে ৭০০ লোক রয়েছে বলে মিল্টন জানিয়েছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে ২০ থেকে ৩০ জনের বেশি লোক নেই। তার আশ্রমে যে অপারেশন থিয়েটার রয়েছে এর মাধ্যমে কিডনি বিক্রি করেছেন কিনা তাও তদন্ত করা হবে। জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের কাছে মানবতার ফেরিওয়ালা হিসেবে মিল্টন সমাদ্দারের নাম বেশ পরিচিত। মানবতার সেবক হিসেবে তার পাঁচটি ফেসবুক পেজে অনুসারী (ফলোয়ার) সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। গড়ে তুলেছেন 'চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এজ কেয়ার' নামের বৃদ্ধাশ্রম। রাস্তা থেকে অসুস্থ কিংবা ভবঘুরেদের কুড়িয়ে আশ্রয় দেন। তাদের নিয়ে ভিডিও তৈরি করে প্রায়ই তাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে দেখা যায়। মানুষের অসহায়ত্ব তুলে ধরে তাদের জন্য বিত্তবানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তার আবেদনে সাড়াও মেলে প্রচুর। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ১৬টির বেশি নম্বর এবং তিনটি ব্যাংক হিসাবে প্রতি মাসে প্রায় কোটি টাকা জমা হয়। এর বাইরে অনেকেই তার প্রতিষ্ঠানে সরাসরি অনুদান দিয়ে আসেন। মানবিক কাজের জন্য এখন পর্যন্ত তিনটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছেন মিল্টন সমাদ্দার। কিন্তু এরপরই তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসতে থাকে ভয়ংকর সব অপরাধের তথ্য। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগগুলোর অন্যতম হলো, অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার নামে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা। এমনকি তার পরিচালিত আশ্রমে তিনি যে কজনকে লালন-পালন করছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন জায়গায় তার চেয়ে কয়েক গুণ প্রচার করেন। এ ছাড়াও লাশ দাফন করার যে হিসাব তিনি নিয়মিত দিয়ে থাকেন, তাতেও বিরাট গরমিলের অভিযোগ রয়েছে।

দাবি ৯০০ লাশ দাফনের, প্রমাণ মেলে ৬৫টির : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পেজে মিল্টন সমাদ্দার প্রায়ই দাবি করেন, তার আশ্রমে সব সময় ২৫০ থেকে ৩০০ অসুস্থ রোগী থাকেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় যারা মারা যান, তাদের দাফন করেন মিল্টন। আবার তার আশ্রমে অবস্থানকালেও অনেকে মারা যান। মিল্টনের দাবি, সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯০০ লাশ দাফন করেছেন তিনি। যাদের দাফন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬০০ জন তার আশ্রমে মারা গেছেন। আর বাকি ৩০০ লাশ রাস্তা থেকে এনে তিনি দাফন করেছেন। এসব লাশ রাজধানীর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান ও আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে বলে দাবি তার। তবে অনুসন্ধানে মিল্টনের মিথ্যা তথ্য দেওয়ার বিষয়টি বেরিয়ে আসে। জানা গেছে, মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মিল্টন সমাদ্দারের প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে সব মিলিয়ে ৫০টি লাশ দাফন করা হয়েছে। এ ছাড়া রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ১৫টির মতো লাশ দাফনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে আজিমপুর কবরস্থানে ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কোনো লাশ দাফন হয়নি বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন সেখানকার দায়িত্বরতরা। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে মিল্টন সমাদ্দারের দাবি অনুযায়ী ৯০০ লাশ দাফন করা হলে বাকি ৮৩৫টি লাশ কোথায় গেল?

লাশ কাটা ছেঁড়ার দাগ : মিল্টন সমাদ্দারের দক্ষিণ পাইকপাড়া আশ্রমের কাছেই বায়তুস সালাম জামে মসজিদে এক সময় তার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা লাশ বিনামূল্যে গোসল করানো হতো। তার মানবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাকে এ সুবিধা দিয়েছিল। তবে গোসল করানোর সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিটি লাশের বিভিন্ন স্থানে কাটাছেঁড়ার দাগ শনাক্ত করেন। করোনার সময় এ বিষয়ে মিল্টন সমাদ্দারকে প্রশ্ন করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এরপর তিনি ওই মসজিদে লাশ পাঠানো বন্ধ করে দেন। পুলিশ এ বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে।

তিন দিনের রিমান্ড : মৃত ব্যক্তিদের জাল মৃত্যুসনদ দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় 'চাইল্ড অ্যান্ড ওল্ড এজ কেয়ার' আশ্রমের চেয়ারম্যান মিল্টন সমাদ্দারের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেনের আদালতে আসামিকে উপস্থিত করে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের এসআই কামাল হোসেন। অন্যদিকে রিমান্ড বাতিল ও আসামির জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবীরা। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আসামির জামিন নামঞ্জুর করে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেন আদালত।

নিজ বাড়ি থেকে নাসিম পারভীনের মরদেহ উদ্ধার

দরজা ভেঙে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বোস্টনের আওয়ামীলীগ নেতা ওসমান গণি। এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস।

তিনি জানান, নাসিম পারভীনের ১ ছেলে ও ১ মেয়ে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য শহরে থাকেন। উভয়ের ব্যস্ততার কারণে মাঝে মধ্যে মায়ের সাথে দেখা হত। সর্বশেষ মায়ের সাথে তাদের ফোনে কথা হয় গত বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল)। এরপর অনেক চেষ্টা করেও তারা আর মাকে ফোনে পাননি। এতে তাদের সন্দেহ হলে মঙ্গলবার বিকেলে ওয়েষ্ট রক্সবুরির বাসায় গিয়ে কলিং বেল টিপে এবং দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া না দিলে পুলিশে খবর দেন তাঁর ছেলে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে নাসিম পারভীনের মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

আওয়ামীলীগ নেতা ওসমান গণি জানান, নাসিম পারভীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে জাতিসংঘের অধিবেশনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে এলে নাসিম পারভীনের সাথে দেখা হয়। উভয়ে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করেন। নাসিম পারভীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হলেও তাদের দেখা হয়েছিল ৩০ বছর পর।

বোস্টন প্রবাসী নাসিম পারভীন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের সাবেক স্ত্রী। তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের (বোস্টনের নিকটস্থ) ওয়েষ্ট রক্সবুরির বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেন। পরে ছেলেমেয়েরা চাকুরির জন্য অন্যান্য শহরে বসবাস শুরু করলে তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন।

নাসিম পারভীন নিউ ইংল্যান্ড (বোস্টন) মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন। এর আগে তিনি স্থানীয় আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর দেশের বাড়ি পাবনা জেলায়। আগামীকাল বুধবার পুলিশের কাছ থেকে মরদেহ হস্তান্তরের পর তাঁর নামাজে জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির নেতারা জানিয়েছেন। নাসিম পারভীনের মৃত্যুর খবরে বোস্টনের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

এদিকে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমির সম্পাদক রতন তালুকদার নাসিম পারভীন এর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

নিজেদের সব করোনা টিকা প্রত্যাহারের ঘোষণা অ্যাস্ট্রাজেনেকার

গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক এ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ।

এতে জানানো হয়, বাজারে বর্তমানে করোনার মুখে খাওয়ার ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বৈশ্বিকভাবে টিকার আর সেই চাহিদাও নেই। তাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিবৃতিতে বলা হয়, নিরপেক্ষ পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়ার পর এক বছরে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ৩০০ কোটি করোনা টিকার ডোজ ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীজুড়ে। এসব টিকার ডোজ প্রাণ বাঁচিয়েছে বিশ্বের ৬৫ লাখেরও বেশি মানুষের। কিন্তু বর্তমানে মূল করোনাভাইরাসটি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় এবং এটি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টও দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এসব টিকা এখন অতিরিক্ত। তাই সব টিকা বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ বলছে, কোভিশিল্ড ও ভ্যাক্সজেভরিয়া নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার টিকা সরবরাহ করেছে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা। তবে এই টিকা নিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ এসেছে অনেক। এই অভিযোগ মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে অনেক পরিবার।

তেমনই একজন জেমি স্কট। ২০২১ সালের এপ্রিলে অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনার টিকা গ্রহণ করেন তিনি। পরে মস্তিষ্কে সমস্যা দেখা দেয়। জমাট বেঁধে যায় রক্ত। এ নিয়ে মামলা করেন তিনি। একই অভিযোগে ব্রিটিশ হাইকোর্টে অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিরুদ্ধে প্রায় ১০ কোটি পাউন্ড দাবি করে ৫১টি মামলা করা হয়েছে।

এর পরই যুক্তরাজ্যের একটি আদালতে জমা দেওয়া একটি নথিতে অ্যাস্ট্রাজেনেকা স্বীকার করে, করোনার টিকার কারণে খুব বিরল টিটিএসের লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

গাজা ইস্যুতে চরম বিপাকে বাইডেন,

বিক্রি স্থগিতের কথা বিবেচনা করতে জোর আহ্বান জানিয়ে বাউডেনের কাছে চিঠি লিখেছেন। বাইডেনকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, এই ধরনের সহযোগিতা গাজায় অব্যাহতভাবে ইসরাইলের মানবিক সহায়তাকে সীমিত করছে। ফেব্রুয়ারিতে গাজার মানবাধিকার রক্ষায় একটি স্মারকলিপিতে সই করে ইসরাইল। স্মারকলিপি অনুযায়ী, ইসরাইল গাজায় ত্রাণ সহায়তায় বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসরাইল ত্রাণ সরবরাহে বাধা দিয়ে সেই আইন লঙ্ঘন করেছে। তাই ইসরাইলের কাছে অস্ত্র সহায়তা স্থগিত করতে বাইডেনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। এতে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে চাপে পড়লেন বাইডেন।

ইসরাইল নিয়ে বিপাকেই পড়েছেন বাইডেন। সামালোচনার মুখে পড়েছেন বারবার। এবার দেশটির শিক্ষার্থীদের ইসরাইলবিরোধী বিক্ষোভে সমর্থন দিয়ে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বললেন, ইসরাইল হতে পারে বাইডেনের ভিয়েতনাম। এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বাইডেনকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে শিক্ষার্থী-বিক্ষোভের জেরে ১৯৬৮ সালে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইসরাইল নিয়ে নিজের অবস্থানের জন্য যুব সম্প্রদায় ও ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশের সমর্থন খুইয়ে বাইডেন হেরে যেতে পারেন নভেম্বরের নির্বাচনে। এমন হুঁশিয়ারিও করেছেন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ ক্রমেই আরও জোরদার হচ্ছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে পথে নেমেছেন মার্কিন শিক্ষার্থীরা। শাস্তির মুখে পড়েও পিছু হটছেন না তারা। এদিকে, শাস্তির মুখে পড়া ওই সব শিক্ষার্থীর পড়াশোনার ব্যবস্থা দেবে বলে বার্তা দিয়েছে ইয়েমেনভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি। শিক্ষার্থী-বিক্ষোভ এবং ভিনদেশের যুদ্ধে প্রচুর খরচের প্রশ্নে নির্বাচনের আগে সব মিলিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন। হুথি পরিচালিত সানা ইউনিভার্সিটির এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন যারা, তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনের পাশে এই লড়াইয়ে যত রকমভাবে থাকা সম্ভব, আমরা রয়েছি।' নির্দিষ্ট ইমেইল-ঠিকানা দিয়ে সানা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি। ৭ অক্টোবর ইসরাইল-হামাস সংঘাত শুরু হওয়ার পরই সরাসরি ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের পাশে দাঁড়ায় পশ্চিম এশিয়ার বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠন।

বিক্ষোভের মধ্যে মুখ খুললেন বাইডেন

ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের আইনের শাসন বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা একটি কর্তৃত্ববাদী জাতি নই, যেখানে জনগণকে চুপ করিয়ে দিই বা ভিন্নমত দমন করি।' বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া এক টেলিভিশন বিবৃতিতে বাইডেন আরও বলেন, 'আমরা আইনহীন দেশও নই। আমরা একটি সুশীল সমাজ। শৃঙ্খলা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গাজাযুদ্ধ বন্ধের দাবিতে চলমান ছাত্র বিক্ষোভ দমনের মধ্যে দাঙ্গা পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেসের (ইউসিএলএ) অবরোধ উচ্ছেদ করেছে। চার শতাধিক বিক্ষোভকারীকে উচ্ছেদের জন্য আলটিমেটাম দিয়ে শত শত পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন করা হয়। রাবার বুলেট ও ফ্লাশব্যাং ব্যবহার করে বুধবার পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়েছে। এ সময় ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চরম অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। এর আগে নানা সময় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কর্তৃপক্ষ বাধা না দিলেও এবার ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করছে।

পুলিশ এর আগে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারীদের চলে যাওয়ার, অন্যথায় গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছিল। এরপর কয়েক ঘণ্টার অচলাবস্থা শেষে স্থানীয় সময় বুধবার রাতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের তাঁবুতে প্রবেশ করে। সহিংস ইসরায়েলপন্থি উগ্র জনতার তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করার ২৪ ঘণ্টারও কম সময় পরে এ ঘটনা ঘটল। এর আগে মঙ্গলবার রাতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউইয়র্কের সিটি কলেজের প্রায় ৩০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার সকালে ইউসিএলএ ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের ওপর উগ্র ইসরায়েলপন্থিরা আক্রমণ করে। বুধবারের পুলিশের অভিযানের পর প্রায় সব বিক্ষোভকারীকে ইউসিএলএ ক্যাম্প থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের সময় কিছু বিক্ষোভকারীকে ভয়ার্ত দেখালেও অন্যরা যতদিন সম্ভব অবস্থান বজায় রাখার জন্য সত্যিই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলে আলজাজিরা জানায়। অনেক বিক্ষোভকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে 'শেম অন ইউ' বলে চিৎকার করছিলেন।

বার্তা সংস্থা এপি জানায়, গত ১৮ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ফিলিস্তিন সমর্থক ১৬০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আটলান্টিকের অপর প্রান্তে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুধবার রাসেল গ্রুপের ম্যানচেস্টার, লিডস, ব্রিস্টল, শেফিল্ড এবং নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁবু ফেলে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বলে জানায় টাইমস পত্রিকা। আয়োজকরা বলছেন, এরপর ল্যাঙ্কাস্টার, সোয়ানসি, এডিনবার্গসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্যাম্প স্থাপন করা হবে।

বুধবার উত্তর ও মধ্য গাজাজুড়ে সমাবেশ করে মার্কিন কলেজ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ফিলিস্তিনিরা। দেইর আল-বালাহতে আল আকসা শহীদ হাসপাতালের সামনে ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসাকর্মীরা সমাবেশে 'গণহত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ', 'শিশু হত্যা বন্ধ করতে হবে' এবং 'ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাও'সহ বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার বহন করেছিলেন।

ডা. সাদ আবু শারবান সিএনএনকে বলেন, অন্যান্য দেশের প্রতিবাদকারীরা দেখাচ্ছেন 'বিশ্বজুড়ে এমন মানুষও আছেন, যারা জানেন যে গাজা উপত্যকায় এখন কী ঘটছে।'

নিউইয়র্কে বাফা'র বর্ণিল বৈশাখী উৎসব

সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহম্মদ স্মরণে শিল্পীরা গেয়ে উঠেন ' আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে"। সমবেত সংগীত পরিচালনায় ছিলেন তানভীর তমাল। এ সময় দর্শকসারীতে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এরপর ছিল বাফার শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় দলীয় নৃত্য। নৃত্য প্রশিক্ষক রাসেল আহমেদের পরিচালনায় আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে ও আমরা নতুন যৌবনের দূত গানের সাথে দলীয় নৃত্য মন কেড়ে নেয় দর্শকদের। নৃত্য প্রশিক্ষক শাচী পেনীর পরিচালনায় বাফার শিল্পীদের পরিবেশনায় ক্ল্যাসিকেল নৃত্যের উপস্থাপন ছিল অসাধারণ।

অনুষ্ঠানে বরেণ্য অভিনয় শিল্পী রেখা আহমেদ ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক মনজুর আহমদকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বাফার পরিচালনা পর্ষদ সদস্য মুনিরা ও ফারজানা এবং নৃত্য বিভাগের শিক্ষার্থী অস্মিতা ও জান্নাত আলোকিত এই দুই অগ্রজকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। সম্মাননা পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ। রেখা আহমেদের প্রতি সম্মান জানিয়ে অভিনয় শিল্পী শিরিন বকুল অভিনয় করেন রেখা আহমেদের লেখা ও অভিনীত নাটক বীরাঙ্গনা সখিনা। মানপত্র পাঠ করেন ক্লারা রোজারীও ও খায়রুল ইসলাম পাখী। উত্তরীয় পরিয়ে দেন মোশারফ হোসেন ও জুলফিকার হোসেন বকুল। ক্রেস্ট তুলে দেন সাংবাদিক কৌশিক আহমেদ এবং নাট্যব্যক্তিত্ব মুজিব বিন হক। মানপত্র তুলে দেন ফরিদা ইয়াসমিন ও শামীম আরা বেগম। বাফা'র কর্ণধার ফরিদা ইয়াসমিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, অভিনয় শিল্পী রেখা আহমেদ ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক মনজুর আহমদকে সংবর্ধনা দিতে পেরে বাফা গর্বিত। বাফার শিক্ষার্থী তথা নতুন প্রজন্ম তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবে। এছাড়াও শিশু কিশোরদের বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যে সকল অভিভাবক বাফার সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

বর্ষবরণের এই আয়োজনে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন বাফার শিক্ষার্থীরা। পুতুল নাচ, হেই সামালো, নিটোল পায়ে রিনিঝিনি, টাপা টিনি, বাংলাদেশের ঢোল এই চমৎকার সব গানের সাথে নাচের কোরিওগ্রাফী করেছেন প্রশিক্ষক রাসেল আহমেদ। নৃত্য পরিবেশনায় ছিল সারাফ, কথা , নাসিমা, অদিতিয়া, জয়িতা, আবৃত্তি, তনুশ্রী, শুভশ্রী, মিথিলা, আরিশা, এলিজা, রায়না, ইশারা, শ্রেয়শী, তাহনিয়াত, ক্লারা, রাজবিকা, দিশিতা, অধরা, বর্তিকা, শ্রীময়ী, অস্মিতা, জান্নাতুল, লাইসা, আজওয়া, বৃন্দা, সময়, সজিতা, ইরাম এবং রাসেল আহমেদ।

আমন্ত্রিত শিল্পী ইফতির সাথে দলীয়ভাবে গিটার বাজিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন গিটার বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এএফএম আফতাবুজ্জামান স্পন্দনের নেতৃত্বে এই পর্বটিও ছিল দর্শক নন্দিত। একক সংগীত পরিবেশন করেন বুলা আফরোজা।

সমবেত সঙ্গীতে এবং গীটারে অংশগ্রহন করেন ইরাম, আজওয়া, প্রীতম, রয়ানা, আর্শি, আরোহী, ইনারা, শন, অর্জুন, তুরহান, বৃন্দা, সময়, সুহানা, শ্রীময়ী, শ্রীজিতা, শাশ্বতিকা, পারিসা নাজ, তনুশ্রী, শুভশ্রী, আয়মান, জয়িতা, সানবি, মানব, পার্থ, রাধীকা, রিসব, শাওন , শ্যাম, সময়, তামজীদ, আলভীরা, আরাফ, আহনাফ, আরিয়ান, অর্জুন, আয়মান, ইরফান, জয়িতা, মৃদুলা, রোদেলা, নবব, নেহা, সাইফ, সামান্তা, সুচি, জারা, তরুন চন্দ, শম্পা রহমান, পাপড়ি, রেজোনা, বুলা, শারমিন, বিথী, অর্পনা, দিশা, হীরা, মিতু, ববি, পলি, সীমা, আসমা, সুমনা, শর্মি, অলকা, তারেক এবং প্রশিক্ষক তানভীর তমাল। তবলায় ছিলেন আরিফ হাসান, মৃদঙ্গ ও পার্কাশনে অমি পল, কীবোর্ডে রবিউল হাসান রুবেল, গীটারে স্পন্দন ও শিক্ষার্থী গীটারিস্টবৃন্দ।

বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মনিরা নুর, ফারজানা ইয়াসমিন, আনোয়ারুল হক লাভলু, শিরিন বকুল, কে.সি.মং, সামিউল ইসলাম ও ইয়াকুব আলী মিঠু। অনুষ্ঠান এর মূল ভাবনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফরিদা ইয়াসমিন।

এর আগে বৈশাখের প্রথম দিনের আয়োজনে ছিল বৈশাখী শোভাযাত্রা, পান্তা ইলিশ দিয়ে আপ্যায়ন ও মেলা।

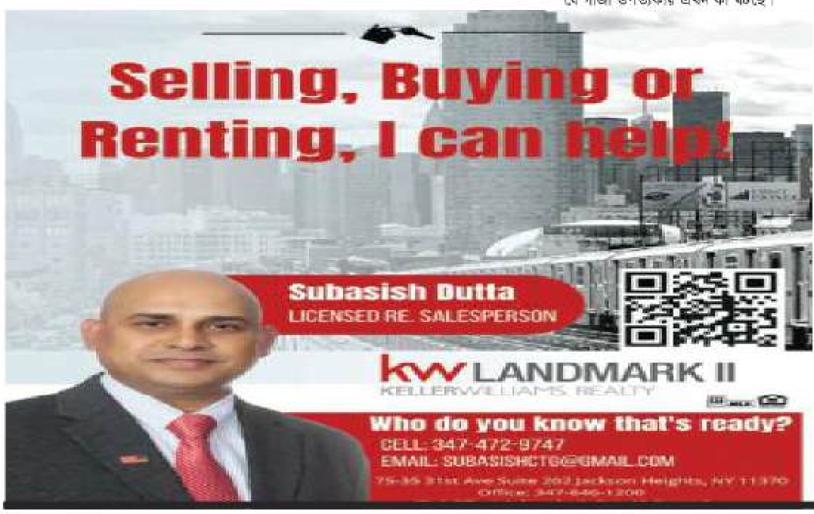

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

People United for Progress

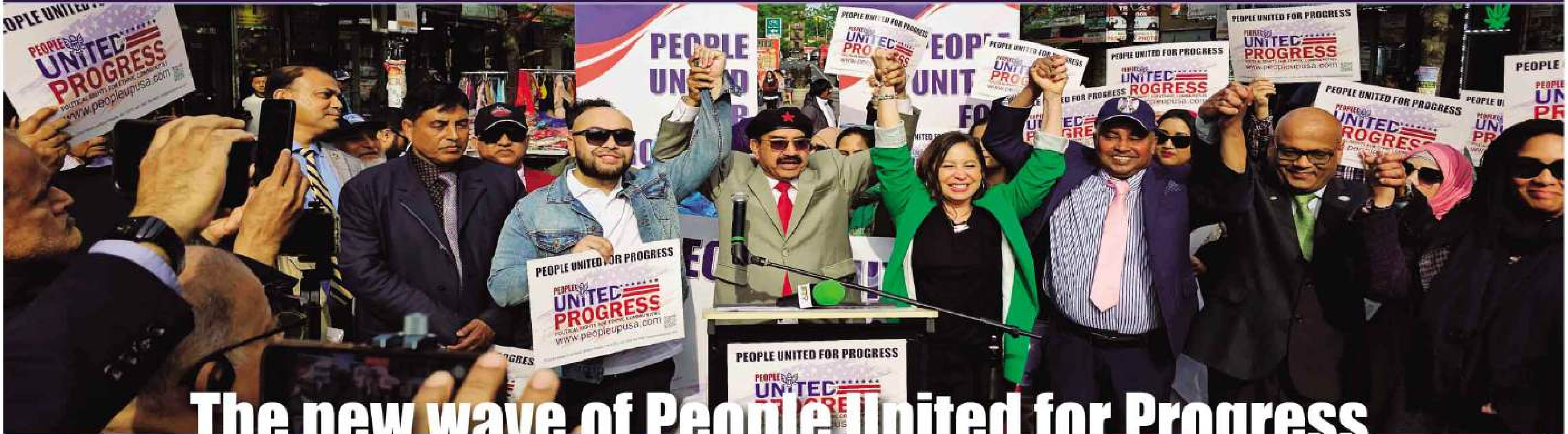

The new wave of People United for Progress

Endorsed New York State Assemblymember Jessica & Raga.

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood is on the ballot for Queens Democratic County Committee member

May 3, 2024, Ahead of the New York State Democratic elections, People United for Progress (People UP) led by Sir Dr. Abu Zafar Mahmood publicly endorsed Assembly members Jessica González Rojas and Steven Raga during a ceremony held at Diversity Plaza in Jackson Heights.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউইয়র্কে কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার হলেন

সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস। ওই অনুষ্ঠানে অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা ঘোষণা করেন, গোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্ক স্টেট এর কুইন্স ডেমোক্রেটিক কাউন্টি কমিটির সদস্য পদে নির্বাচন কমিশনে ব্যালটভুক্ত হয়েছেন। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি রাজনীতিকের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করেছে নতুন ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস।

অনুষ্ঠানে পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, অ্যাসেম্বলিওম্যান জেসিকা ও অ্যাসেম্বলি ম্যান রাগা নিউইয়র্ক স্টেট অধিবেশনে জনগণের অধিকার আদায়ে লড়াই করে অসামান্য অবদান রেখেছেন। আমরা তার সাক্ষী। আমরা যোগ্য প্রতিনিধিদেরকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে উৎসাহিত করতে চাই। এতে তারা তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে আরো দৃঢ় করতে পারবেন।

তিনি বলেন, আজ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড জনগণের শক্তি ও ক্ষমতাকে খর্ব করে চলেছে। তারা অর্থ ও শক্তিতে এখন সংঘবদ্ধ। সে বিবেচনায় আমরা জনগণেরা একতাবদ্ধ নই। সর্বস্তরের জনগণকে একতাবদ্ধ করতেই রাজনৈতিক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর যাত্রা শুরু। আমরা সবসময় ঐক্যের পক্ষে। আমরা একতার শক্তি নিয়েই আমরা আমাদের আন্দোলনকে বেগবান করে চলেছি।

অনুষ্ঠানে জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস বলেন, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস ও আবু জাফর মাহমুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তার নেতৃত্বে এখানকার সকল কমিউনিটির মানুষ আমার লড়াই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা বলেন, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে যেভাবে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয়রা জড়ো হয়েছেন, এটি এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ কুইন্স ডেমোক্রেটিক কাউন্টি কমিটির সদস্য পদে নির্বাচন কমিশনে ব্যালটভুক্ত হবার ঘোষণা দিয়ে জানান, তিনি এই সমাজের একজন যোগ্য নেতৃত্ব। তার ঘোষণায় তাৎক্ষণিকভাবে উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানান, অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস।

দুই অ্যাসেম্বলি মেম্বারকে এনেডোর্স করার আগে পিপল আপ প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ জনগণের অধিকার আদায়ে দুজনের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন।

অ্যাসেম্বলি ওমেন জেসিকা গঞ্জালেজ রোজাস :

তিনি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং স্ন্যাপ সহায়তার জন্য তহবিল গঠন করেছেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের সমস্ত স্কুল শিশুদের ৮৬% শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে নাস্তা এবং মধ্যাহ্নভোজন প্রায় সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

-ইন্সুরেন্সবিহীন ও ইন্সুরেন্সপ্রাপ্ত মায়েদের জন্য গর্ভপাতের সুবিধার জন্য প্রজনন স্বাধীনতা এবং ইক্যুইটি তহবিলের জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করেছেন।

পিএফ জোট এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল দেওয়ালি উৎসবকে এনওয়াইসিতে স্কুল ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনন্য।

-মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইনে স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি বিল পাস করেছেন।

তিনি নিউইয়র্ক স্টেট এর স্কুলগুলোতে ঈদ ছুটির বিলের একজন চ্যাম্পিয়ন এবং একজন কো স্পন্সর। এমটিএতে বাসের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য তহবিল সুরক্ষিত করেছেন।

তিনি সবার জন্য স্বাস্থ্য কভারেজের স্পন্সর, যাতে অনথিভুক্ত অভিবাসীরা স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন।

'ওয়ান ফেয়ার ওয়েজের' প্রাইমারি স্পন্সর। যা টিপ্স শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির নীচে মজুরি দেয়ার রীতি দূর করবে এবং টিপ্স শ্রমিকদের টিপ্স এর সাথে কমপক্ষে রাষ্ট্রীয় ন্যূনতম মজুরি প্রদান নিশ্চিত করবে।

অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা:

স্টিভেন রাগা নিউইয়র্ক স্টেট এর ডিস্ট্রিক্ট ৩০ এর অ্যাসেম্বলি মেম্বর। উডসাইড, এলমহার্স্ট, ম্যাসপেথ, মিডল ভিলেজ, জ্যাকসন হাইটস এবং অ্যাস্টোরিয়া এলাকার এসেম্বলিম্যান হিসেবে কাজ করছেন।

দুই দশকের পাবলিক সার্ভিসের অভিজ্ঞতার সাথে, স্টিভেন অলাভজনক সংস্থা উডসাইড অন দ্য মুভ-এর নির্বাহী পরিচালক এবং অ্যাসেম্বলি সদস্যদের জন্য প্রধান স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন।

স্টিভেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ২ এবং কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির এশীয় আমেরিকান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিশনের সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন।

বর্তমানে, তিনি রাষ্ট্রপতি ওবামার অধীনে নিযুক্ত ইউ.এস. ফেডারেল কমিশন অন সিভিল রাইটস-এর একজন নিউইয়র্ক স্টেট এর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। স্টিভেন রুনি ইনস্টিটিউট ফর স্টেট অ্যান্ড লোকাল গভর্নেন্স, নিউ আমেরিকান লিডারস, ন্যাশনাল আরবান ফেলোস, উই আর অল নিউ ইয়র্ক-কুইন্স ফেলোশিপ, কর্নেল ল স্কুল, কর্নেল ইউনিভার্সিটি ইমার্জিং মার্কেটস ইনস্টিটিউট এবং কোরো নিউইয়র্কের ইমিগ্র্যান্ট সিভিক লিডারশিপ প্রোগ্রামে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন।

প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই আয়োজনে বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সিনিয়র সাংবাদিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান। তিনি বলেন, খুব ভালো লাগছে আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব আবু জাফর আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হলেন। আমাদের দুজন নির্বাচিত প্রতিনিধি জেসিকা গোঞ্জালেস রোজাস ও স্টিভেন রাগা আমাদেরকে যেভাবে আপন করে নিয়েছেন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যে মায়া আমাদের প্রতি দেখিয়েছেন, আমরাও তাদের প্রতি একই ভালোবাসা প্রদর্শন করি। তিনি আবু জাফর মাহমুদের প্রবণতাকে 'টেন-াশিয়াস' আখ্যা দিয়ে বলেন, তিনি যখনই কোনো কাজে হাত দেন, সাফল্য নিশ্চিত না করে ঘরে ফেরেন না। আমরা তাকে স্টেট এর প্রতিনিধি হিসেবে দেখছি, আশা করি এই যাত্রা অনেক দূরে পৌঁছবে। সিনেটর বা তারও ওপরে। নাজমুল আহসান বলেন, আমাদের কমিউনিটিকে আমেরিকার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এ ধরণের ইভেন্ট প্রয়োজন। পিপল আপ এর এই আয়োজনটি মূল ধারার উচ্চতায় পৌঁছেছে। আরো বক্তব্য রাখেন কাজী আযম, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সন্দ্বীপ ইউনাইটেড এর প্রেসিডেন্ট এস এম ফেরদৌস, রোহিঙ্গা এডভোকেসি নেতা নাসের আখতার, আলমগীর খান আলম, মিলেনিয়াম টেলিভিশনের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

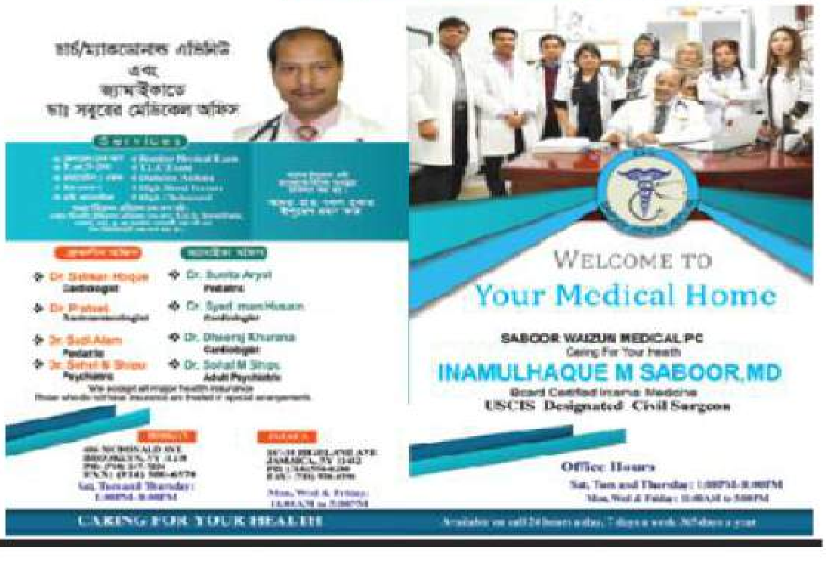

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১৯ মে, ২০২৪ রবিবার সময় : বিকাল ৫টা

স্থান : Taj Mahal Party Hall

148-01 Hillside Ave Jamaica, NY 11435

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,

আগামী ১৯ মে, রবিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (খুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • **শামীম আহমেদ**, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার**, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • **বশির খান**, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • **মোহাম্মদ আলিম**, *কোষাধ্যক্ষ* • **মোঃ জিল্লুর রহমান খান**, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • **ফয়ছল আলম**, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • **হোসেন আহমেদ**, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • **মান্না মুনতাসির**, *ক্রীড়া সম্পাদক* • **বুরহান উদ্দিন**, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • **জাহিদ আহমেদ খান**, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • **সুস্মিতা চৌধুরী**, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • **আব্দুল আজিজ**, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • **হুমায়ুন কবির সোহেল**, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **দেলোয়ার হোসেন মানিক**, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • **মিজানুর রহমান**, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাস্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ

প্রচারে: **ফয়ছল আলম**, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

নামেই শান্তি শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথায় নমঃ নামেই মুক্তি

পরম দয়াল ও সদা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর এর ৭৫তম পার্থিব জীবনের প্রকট লীলা সম্বরণ বর্ষ

পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ২০২৪

নামসংকীর্তন মহোৎসব

উৎসব অধিবাসঃ শুক্রবার, ১০ মে ২০২৪ ইং, সময়: বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা

ঃ মুল উৎসবঃ
১১ মে ২০২৪, শনিবার
সময় ঃ ব্রাহ্ম মুহূর্ত ৫:০১ - রাত ১০:৩০টা

স্থান ঃ বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির
৯৪-৩৯ ৪৪ এভিনিউ, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

সকল সনাতনী ভক্তবৃন্দ উক্ত মহোৎসবে সাদরে আমন্ত্রিত।

সশ্রদ্ধ প্রণাম পূর্বক রামাশ্রিত ভক্ত

শ্রী আর. পি. দত্ত (স্বপন)
সভাপতি, ফোন: ৯১৭-৪০৩-৮৬৬৩

শ্রী অরুন বিকাশ পাল
সাধারন সম্পাদক, ৯২৯-৪৯০-৬৬৯৩

ORGANIZED BY: **GURU CHAKRA PARIBAR USA INC.**
89-38, 204th Street, Hollis, NY - 11423 | PH: 646-726-3344
https://www.facebook.com/guruchakraparibarusa | E-mail: guruchakraparibarusa@gmail.com
Web: www.guruchakraparibarusa.org

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

যোগাযোগ: ৩৪৭-৩৮৭-৮৪৮৬, ৩৪৭-৬৪৪-২৭৩০, ৬৩১-২৩০-০২০১, ৩৪৭-৬৮৫-০৪৯৫, ৬৪৬-৩৫৮-৭১১০, ৯১৭-২২৫-২৬৪১ ৯২৯-২৬১-২৮৩৭, ৬৪৬-৯৪৫-৯৬৭০।

প্রচারে ঃ প্রচার সম্পাদক রূপক নন্দী কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত ৭১৮-৭০৮-৯৬৭০

www.jonmobhumi.com

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে বিবাদ বাধতে পারে। শরীরের সমস্যায় বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে।
ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। প্রেমের জট ছেড়ে যাবে। নতুন ব্যবসার প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। বাড়িতে গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হতে পারে। মধ্যভাগে আগুন থেকে সাবধান থাকুন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি বাড়তে পারে। আর্থিক লেনদেন নিয়ে কোনও বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। চাকরির স্থানে সুনাম বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে বা সংযত থাকতে হবে। শরীরে নানা রকম রোগের উপদ্রব দেখা দিতে পারে।
স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ মিটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। আর্থিক সমস্যার কারণে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। গুরুজনের সঙ্গে আলোচনায় বিপদ থেকে উদ্ধার। পাশের বাড়ির লোকের জন্য বদনাম রটতে পারে। নতুন কোনও কাজে উন্নতি লাভ। সন্তানের আবদার পূরণে খরচ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক দূরভ্রমণের আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে। রক্তচাপ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল হবে। মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।
স্নেহভাজন কারও সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় ঘুরতে পারে। বিদেশে বসবাসরত বন্ধুর খবর আসতে পারে। কোনও আত্মীয়ের শত্রুতার জন্য দাম্পত্য কলহ অনেক দূর যেতে পারে। ব্যবসায় ফল ভাল হবে না, তবে শেষের দিকে একটু সুবিধা হওয়ার যোগ রয়েছে। বাড়তি কথা বন্ধুমহলে বিবাদ ডেকে আনতে পারে। সন্তানের চিকিৎসার খরচ বাড়তে চলছে। পুলিশের কাজে উন্নতি হতে পারে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।

কর্কট রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসায় জটিলতা কাটিয়ে ওঠার সময়। বাড়িতে অতিথি আগমনের যোগ।
নতুন কোনও কাজের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা হতে পারে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। মহাজনের সঙ্গে অর্থ নিয়ে অশান্তি হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ায় মনঃকষ্ট। পিতা-মাতার খারাপ ব্যবহার নিয়ে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির দিকে। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়তে পারে। বাড়তি খরচের ব্যাপারে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনও ক্ষতের ব্যাপারে চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

সিংহ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসা ভাল চলবে, কিন্তু পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অন্যের কাজের দায়িত্ব নেবেন না।
সম্পত্তি কেনাবেচার শুভ সময়। যানবাহন চড়ার সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন। পাওনাদারের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। ঋণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে দূরের অতিথি আসার যোগ। পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। বাড়তি টাকা আয় করতে গেলে পুলিশের সমস্যা হতে পারে। পেটের কষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে উপার্জনের ভাগ্য ভাল ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকলেও শেষের দিকে অশুভ।
অযথা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ব্যবসা নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। অভিনেতাদের জন্য ভাল সময়। সপ্তাহের শেষ দিকে দাঁতের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

তুলা রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় আনন্দ পাবেন। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন।
পিঠে খুব ব্যথা হতে পারে। কেনাকাটায় বেশি খরচ হতে পারে। পরিশ্রম বাড়তে পারে। কাজের জন্য খুব ভাল সময়। বাড়িতে অতিথি আসায় খরচ বাড়তে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে আনন্দ লাভ। লোকের সঙ্গে একটু বুঝে কথা বলুন, কোনও বিবাদ এ সপ্তাহে চিন্তার কারণ হতে পারে। পিতার সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। প্রেমে নিঃসঙ্গ বোধ করতে পারেন। ঋণশোধ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে গৃহে বা কর্মস্থানে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে, পরিস্থিতি বিরুদ্ধে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক টানাপড়েনের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে।
মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কাজের সুবাদে বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমে জটিলতা নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। লটারি বা ফাটকা প্রাপ্তির যোগ। শত্রুর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল ভাবে চিন্তা করুন। প্রিয়জনের শরীর খারাপ থাকায় মনঃকষ্ট। পিতামাতার সঙ্গে তীর্থভ্রমণের আলোচনা।

ধনু রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। সঞ্চয়ে ঘাটতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে।
প্রতিবাদী মনোভাবে সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তা। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ লাভ। আধ্যাত্মিক কাজের জন্য খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা খুব ভাল যাবে না, তাই আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে সামান্য কারণে অশান্তির জন্য মনঃকষ্ট। ভাই বা বোনের চিকিৎসায় খরচ বাড়তে পারে।

মকর রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কাজের জন্য বাড়ির কেউ বাইরে যাওয়ায় মনঃকষ্ট। মাতৃস্থানীয়া কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে।
সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের ফল ভাল পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি দিয়ে সপ্তাহটি শুরু হতে পারে। কাজের চাপের জন্য ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে। পরিবারের কাজের ব্যাপারে মা-বাবার সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দূরভ্রমণের আলোচনা হতে পারে। কোনও মহিলা/পুরুষের প্রতি দুর্বলতা বাড়তে পারে। গবেষণায় উন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

কুম্ভ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন। কারও প্ররোচনায় হঠাৎ কোনও কাজে হাত দেবেন না।
পারিবারিক অশান্তি মিটে যাওয়ার সঙ্কেত। অতিরিক্ত কথায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। পড়াশোনার ব্যাপারে ভাল সুযোগ আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও শত্রুতায় বাড়িতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের খারাপ ব্যবহারের জন্য মনঃকষ্ট। বাড়তি টাকা আয় করতে গিয়ে বিপদ হতে পারে। মধ্যভাগে কোনও ব্যবসাদারের সঙ্গে অর্থ নিয়ে তর্ক হতে পারে। বাড়িতে অতিথি আসায় খরচ বৃদ্ধি পাবে। জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

মীন রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রেমের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, প্রতারিত হওয়ার যোগ রয়েছে। মনের কথা বলার জন্য সঠিক মানুষ পাবেন।
গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়িতে চুরি হওয়ার আশঙ্কা। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। কোনও আশা পূর্ণ হতে পারে। পেটের সমস্যার কারণে শরীরে ক্লান্তি বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় সাফল্য লাভ। শরীরের সমস্যার কারণে ভ্রমণ বানচাল হতে পারে। বাড়িতে কাজের লোকের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হতে পারে।

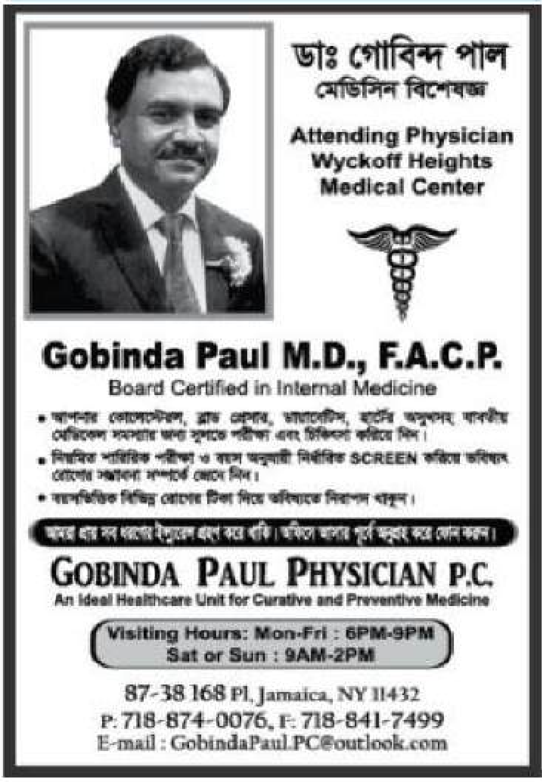

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

সামার সেল!
সামার সেল!
ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়

MD SHAMSUDDIN
CEO & Founder

Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

Emirates KUWAIT TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

Our Agency Location
World Tours & Travel

Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ঈদ পুনর্মিলনী

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান মিন্টিন ভুইয়া।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অর্নার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা এম বাসেত রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, বিএনপি নেতা ফারুক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিরুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সফিক রহমান দুলাল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এমদাদুল হক কামাল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সাঈদ তারেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শাহীন, শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, যুবদল নেতা আল মামুন সবুজ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা রাশেদ রহমান, সাবেক ছাত্র দল নেতা আহমেদ সোহেল, জাফর তালুকদার প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান মিন্টিন ভুইয়া এই ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বার বার আমরা স্বৈরাচারের কবলে পড়ছি। যুগে যুগে বিএনপি স্বৈরাচারের পতন করে, আর স্বৈরাচার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় চলে আসে। তিনি আরো বলেন, আমরা পাকিস্তানের কব্জা থেকে মুক্তি পেয়ে এখন দিল্লির কবলে পড়েছি। বাংলাদেশ আবারো স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। এই নব্য স্বৈরাচার হচ্ছে শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বৈরাচারি শেখ হাসিনা ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় রয়েছে এবং বাংলাদেশকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করেছে। এই স্বৈরাচারের পতন ছাড়া গণতন্ত্র এবং দেশ রক্ষা করা যাবে না। গণতন্ত্র রক্ষা করা না গেলে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা যাবে না এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই জন্য আমাদের সকল বিভাজন ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান মিন্টিন ভুইয়া বলেন, বাংলাদেশ আবারো স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। এই নব্য স্বৈরাচার হচ্ছে শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বৈরাচারি শেখ হাসিনা ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় রয়েছে এবং বাংলাদেশকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করেছে। এই স্বৈরাচারের পতন ছাড়া গণতন্ত্র এবং দেশ রক্ষা করা যাবে না। গণতন্ত্র রক্ষা করা না গেলে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা যাবে না এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

গেস্ট অব অর্নার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি বলেন, আমাদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে কোন বিভক্তি নেই। মান অভিমান বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে কেউ কেউ সাময়িক আলাদা অনুষ্ঠান করতে পারেন। কিন্তু আমাদের সবার মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এক এবং অভিন্ন। তিনি আরো বলেন, আমাদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্বৈরাচারি সরকারের পতন ঘটানো। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটাতে না পারলে দেশ এবং দেশের জনগণকে রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং আমাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রবাস থেকে কঠোর আন্দোলন করতে হবে।

অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

'সাঈদী ভক্ত' অভিযোগে খান শওকতকে বহিষ্কার

ও সাধারণ জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ মে শনিবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ খান শওকতকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বলে দলীয় সূত্র জানায়। সূত্রমতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ১৭ এপ্রিল ২৫ জনকে কর্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার মধ্যে খান শওকত ছিলেন অন্যতম। তিনি পুনর্গঠিত কমিটির উপ-প্রচার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ ছিল, খান শওকত জামাত এবং বিএনপি ঘেষা সাম্প্রদায়িক মানুষ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার কথা ছড়িয়েছেন। গণমাধ্যম কর্মীর তথ্যের ভিত্তিতে তাকে উপ প্রচার সম্পাদক পদ হতে অব্যাহতি দিয়েছি।

বহিষ্কৃত খান শওকত বলেন, আমি নোংরা রাজনীতির শিকার। আমার সঙ্গে ঈর্ষাবসত এ কাজ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাকে নিয়ে গত ৪/২৪/২০২৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন প্রচার সম্পাদক আব্দুল হামিদের পাঠানো নিউজ যখন সাপ্তাহিক ঠিকানায় ওঠে যে উপ প্রচার সম্পাদক খান শওকতের মনোনয়ন "সাময়িক স্থগিত"! তখনই আমি দলের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানকে জানিয়েছিলাম। তিনি লিখে জানিয়েছিলেন এটা অপপ্রচার এবং অসত্য সংবাদ। কিন্তু আজ দেখছি বহিস্কার! আমিতো অবাক! সংগঠন কি এভাবে চলে? আব্দুল হামিদের পাঠানো প্রেস রিলিজ আমাকে পাঠিয়েছেন নতুন উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক। তাতে লেখা আমার মনোনয়ন সাময়িক স্থগিত। সত্যিই যদি সাময়িক স্থগিতাদেশ হয়ে থাকে, তা বহিস্কার হয় কিভাবে? যদি বহিস্কার না হয় তাহলে যে বা যারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছেন তারা কি দলের নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন না?

খান শওকত বলেন, গত রোববার (০৫/০৫/২০২৪) ঘুম থেকে উঠে তরুন সাংবাদিক তফাজ্জল লিটনের (ফোন- ৬৪৬-৩২৩- ৩২২৩) করা একটা নিউজটা দেখে বিস্মিত হলাম। নিউজে সে লিখেছেঃ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ থেকে সাঈদী ভক্ত খান শওকতকে বহিস্কার করা হয়েছে! নিউজটা পড়ে আমিতো হতবাক। আমি সাঈদী ভক্ত হলাম কবে? গতকাল (০৫/০৪/২০২৪) সে আমাকে ফোন করেছিলো, আমি তার প্রশ্নের যা উত্তর বলেছি নিউজে তা উল্টিয়ে সম্পূর্ন মিথ্যা লেখা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ-কে আমি হিন্দুয়ানী বলবো কেন? আমি নিজেইতো বৈশাখী উৎসব পালন করি সবসময় এবং বহুবার গাড়ডিল থেকে এ উৎসবের আয়োজনও করেছি। এবছরের টাইমস স্কয়ারের বৈশাখী উৎসবে এবং বিভিন্ন নিউইয়র্কের এলাকার বৈশাখী উৎসবে প্রবাসের সবাই যেন অংশ নেন সে বিষয়ে আমার ফেসবুকে প্রচারও করেছি। এখনো সেসব লেখা আমার ফেসবুকে আছে। মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকা উচিত। আব্দুল হামিদ এবং তোফাজ্জল লিটন বানোয়াট নিউজ ছেপেছে। এটা অন্যায়। এসবে দলে ক্ষতি হয়। আমি এমন অপ-সাংবাদিকতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি উপ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেককে প্রশ্ন করেছি, আপনারা জানেন, ১৯৯০ সাল থেকে আমি নিউইয়র্কে আছি। ম্যাজিক দেখাই, নাটক লিখি, অভিনয় করি, আবৃত্তি করি, চলচ্চিত্র বানাই, বিভিন্ন সংগঠন করি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে নাটক করি, সেমিনার করি। আমি যা যা করি সবসময় নিউজ হয়। আমার কাছে সেসব নিউজ কাটিং আছে, আপনাদের কাছেও থাকতে পারে। আপনারা কেউ কি কখনো দেখেছেন আমাকে জামাত বা সাঈদীর পক্ষে কোথাও কোন কাজে বা কোথাও কোনকিছু লিখতে বা বলতে? উত্তরেমালেক বলেছেন গত ৩৩ বছরে তিনি আমাকে কখনো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাইরে কোথাও কিছুতে দেখেননি।

খান শওকত বলেন, ১৯৯০ সালে আমি নিউইয়র্কে আসি। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রায় তিন দশক মোট ৩৫ টা নাটক লিখেছি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। নাটকগুলো বাংলাদেশ-ভারত-আমেরিকায় মনচস্থ হয়। ঢাকার দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রায় ১লা এপ্রিল থেকে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে নাটকগুলো প্রকাশ হচ্ছে। সেসব নাটকের সংলাপগুলো রাজাকার বিরোধী এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পক্ষে রচিত। প্রবাসীরা আমার আদর্শ সম্পর্কে জানেন। গত ১ যুগ যাবত আমি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ সভাপতিসহ অন্যান্য অনেকগুলো সংগঠনে কাজ করছি। আমার আদর্শিক পরিচয় সবাই অবগত। তাই আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যারা নিউজ করলেন, নিজের বিবেকের কাছে তারা দায়ী থাকবেন। সংগঠন মানে হলো কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এলে সেটা তাকে জানাতে হয়, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়, অভিযোগের সত্যতা প্রমান হতে হয়, তারপর শাস্তি দিতে হয়। এসবের কিছুই না করে দলের নামে যারা মনগড়া নিউজ ছড়িয়ে দিলেন, তারা আমার বা আমার পরিবারের সদস্যদের মান সম্মানের কথা বা দলের সম্মানের কথা ভাবলেন না, তাদের এমন অসাংগঠনিক কাজের বিচার না হলে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ সংগঠনে গনতান্ত্রিক ও গঠনতান্ত্রিক চর্চা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন নেতা ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বের প্রতি আমি আস্থাশীল। আমার বিশ্বাস তারা এ বিষয়টার দ্রুত সমাধান করবেন যা হবে সবার জন্য মঙ্গলজনক।

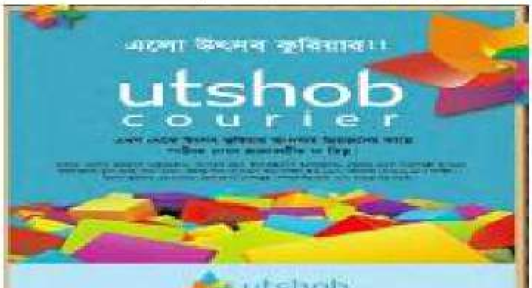

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

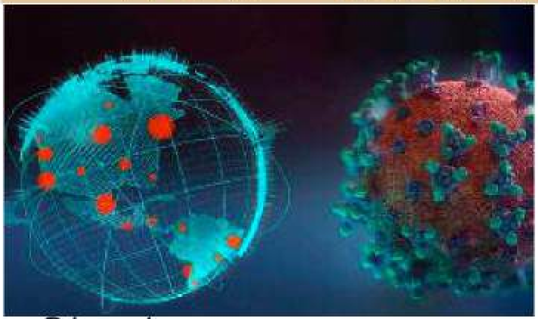

হিট স্ট্রোকে যে ফল ভুলেও খাওয়া যাবে না

হিট স্ট্রোক মানে হলো অতিরিক্ত গরমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৪ -১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে ওঠা, যা সাধারণত প্রচণ্ড জ্বরে হয় ।

হিট স্ট্রোকের ফলে অস্বাভাবিক মানসিক আচরণ দেখা দিতে পারে। যেমন কনফিউশান, বিড় বিড় করা, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা, হ্যালুসিনেশন, মাথাব্যথা হওয়া, ঝিম ঝিম করা, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা।

হিট স্ট্রোকে মূলত শরীরের কুলিং সিস্টেম ফেইল করে। এতে ঘাম কমে গিয়ে শরীর শুষ্ক হয়ে যায়, বমি বমি ভাব হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ডিহাইড্রেশনের ফলে ইলেকট্রোলাইটস ইম ব্যালেন্স হয়, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। এমনকি শুরু হতে পারে খিচুনি। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ফল কি হিট স্ট্রোকের জন্য উপকারী?

ফল খাওয়া হিট স্ট্রোকের জন্য উপকারী হলেও কিছু ফল হিট স্ট্রোকে বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই হিট স্ট্রোকে কোন ফল উপকারী এবং কোন ফল অপকারী এটা না জেনে ফল খেলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

হিট স্ট্রোকে এড়াতে উপকারী ফল

কম ক্যালরি যুক্ত এবং কম চিনিযুক্ত রসাল ফল হিট স্ট্রোকের জন্য উপকারী। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে শসা, জাম্বুরা, আনারস, তরমুজ। এ ছাড়া নাশপাতি, কাঁচাআম (সবুজ আম), কাঁচা পেঁপে (সবুজ পেঁপে) , আপেল, স্ট্রবেরি, গোলাপ, জাম্বুরা, লেবুও কম ক্যালরি যুক্ত ফল। এসব ফলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

হিট স্ট্রোকের জন্য অপকারী বা ক্ষতিকর ফল

সাধারণত প্রচুর চিনিযুক্ত ফল এবং উচ্চ ক্যালরি উৎপন্নকারী ফল যেমন পাকা কাঁঠাল, পেয়ারা, পাকা আম, আঙুর, লংগান, লিচু, পাকা কলা, পাকা পেঁপে (হলুদ পেঁপে), প্যাশন ফল, লাল ডালিম, মিষ্টি তেঁতুল, পেয়ারা।

মনে রাখবেন পাকা পেঁপে ও পাকা কাঁঠাল হিট স্ট্রোকের বিপত্তি বাড়িয়ে দেবে এবং গরম পানীয় যেমন চা ও কফি পান করা যাবে না।

হিট স্ট্রোকে করণীয়

শরীরকে ঠান্ডা করা অর্থাৎ ঠান্ডা পানি দিয়ে মুছে দেওয়া বারবার, ছায়া ও বাতাসযুক্ত স্থানে বসা, ঠান্ডা পানি দিয়ে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে ঘাড় মাথা, উরু স্পঞ্জিং করা। ঘাড়ে ঠান্ডা পানিতে ভিজানো রুমাল রাখা যেতে পারে। ডিহাইড্রেশন ও পিপাসা কমাতে নরমাল ঠান্ডা পানি, লেবুর শরবত এবং খাবার স্যালাইন খুবই উপকারী। তবে খাবার স্যালাইন নিয়মমতো বানাতে হবে।

ডা. মো. সাঈদ এনাম
এমবিবিএস (ডিএমসি) এমফিল (সাইকিয়াট্রি)
সহকারী অধ্যাপক সাইকিয়াট্রি
ফেলো, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন।

জন্ডিস নিয়ে যত বিভ্রান্তি!

জ্বরের মতো জন্ডিসও নিজে কোনো রোগ নয়। এটি মূলত কোনো রোগের উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়। মানুষের রক্তের অনেক উপাদানের মধ্যে একটি বিলিরুবিন। এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে এটি জমা হতে থাকে শরীরের বিভিন্ন কোষ-কলায়। তখন কোষ-কলার স্বাভাবিক রং পরিবর্তিত হয়ে হলুদাভ হয়ে যায়। ত্বক ও চোখের ঝিল্লি হলুদ রং ধারণ করলে তা দৃশ্যমান হয় এবং জন্ডিস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়। জন্ডিস মূলত তিনটি কারণে দেখা দেয়

- হেপাটাইটিস বা যকৃতের প্রদাহ।
- পিত্তনালির ব্লক বা পিত্তরসের পথে বাধা।
- হিমোলাইসিস বা সময়ের আগেই লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়া।

জন্ডিস যে ধরনের বা যে কারণেই হোক না কেন, এটি সবসময়ই একটি গুরুতর উপসর্গ। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে দেখা দিতে পারে এ জন্ডিস।

* উপসর্গ

জ্বর, শারীরিক দুর্বলতা, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমিভাব বা বমি, চুলকানি, দ্রুত ওজন কমে যাওয়া, চোখ ও ত্বকের রং হলুদ হয়ে যাওয়া, প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়া, মলের রং পরিবর্তন।

* আক্রান্ত হলে যা করবেন

ভাইরাস হেপাটাইটিসজনিত কারণে জন্ডিস সাধারণত দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যেই সেরে যায়। কারণ এ সময়ে শরীরে বিলিরুবিনের পরিমাণ ব্যালেন্স হয়ে যায়। তবে বারবার জন্ডিস হওয়া মারাত্মক কোনো রোগকে ইঙ্গিত করে।

* যেসব বিষয় মেনে চলতে হবে

- সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ করুন।
- বিশুদ্ধ পানি পান করুন এবং তরল খাবার খান।
- ভারি কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম নিশ্চিত করুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকুন।
- সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করুন ও খান।
- শরীরে রক্ত নিতে হলে স্ক্রিনিং করে নিন।
- ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ছাড়া শরীরে কোনো ইনজেকশন নেবেন না।
- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিশ্চিত করুন।
- অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড, রেজর ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

* জন্ডিস নিয়ে যত ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে মনে করেন, জন্ডিস হলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ কমাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি, আখের রস, ডাবের পানি, গ্লুকোজের শরবত ইত্যাদি পান করতে হবে, জন্ডিসের রোগীকে হলুদ দিয়ে রান্না করা তরকারি খেতে দেওয়া যাবে না, জন্ডিসে আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ শিশুকে পান করালে শিশুও আক্রান্ত হবে- এসব আসলে ভ্রান্ত ধারণা। জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীর স্বাভাবিকের চেয়ে কম পানি পান করলে সমস্যা হতে পারে, তবে অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন নেই। রোগীকে স্বাভাবিক পরিমাণেই পানি খেতে হবে। আবার, খাবারে হলুদ ব্যবহারের সঙ্গে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, আখের রসকে আমাদের দেশে জন্ডিসের অন্যতম পথ্য মনে করা হয়। আখের রস জন্ডিসের রোগীদের বর্জন করাই শ্রেয়। রাস্তার পাশে বিক্রি হওয়া আখের রসের মাধ্যমে ছড়াতে পারে হেপাটাইটিস এ বা ই ভাইরাস।

অনেকেই এ সময় জন্ডিসে আক্রান্ত মায়ের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে নিষেধ করেন; যা পুরোপুরি ঠিক নয়। মায়ের দুধের মাধ্যমে জন্ডিস শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয় না। তবে, আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের যদি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসজনিত জন্ডিস হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা ও ইমিউনোগ্লোবুলিন ইনজেকশন দিয়ে দিতে হবে।

সুতরাং, জন্ডিস হলে প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি জন্ডিসের কারণ নির্ণয়ের জন্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, লিভার বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

ঘরোয়া চিকিৎসায় মুক্তি মিলবে ঠান্ডা-কাশি থেকে

শীতকালে ঠান্ডা, কাশি, জ্বর একটা সাধারণ সমস্যা। ঠান্ডা, কাশিতে ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলে তা থেকে দ্রুত সুস্থতা লাভ করা যায়। যেমন-

আদা চা। আদায় রয়েছে জিনজারল নামক উপাদান, যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাই আদা চা বা আদা কুচি করে খাওয়া কফ-কাশির জন্য উপকারী।

বিভিন্ন মসলা, যেমন-লবঙ্গ, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি জ্বাল দিয়ে চা এবং তুলসীপাতা জ্বাল দিয়ে তৈরি চা খাওয়া যেতে পারে।

তুলসীপাতা রস করে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাওয়ালে কফ, কাশির জন্য উপকারী। তুলসীপাতার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণ সর্দি-কাশি সারাতে সাহায্য করে।

কুসুম গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এটা কফকে নরম করে বের করে দেয়। কারণ, মধুতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ। সকাল-দুপুর, রাত-দিন এটি খাওয়া যায়।

প্রতিদিন ভিটামিন সি যুক্ত ফল খাওয়া। যেমন- আমলকী, লেবু, বড়ই, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি খেতে হবে।

প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট রোদের আলো গায়ে লাগাবেন। এতে কফ, কাশির বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সবুজ শাকসবজি প্রতিদিন খাবেন।

ঠান্ডা বা বাসি খাবার খাবেন না। হালকা গরম খাবার খাবেন।

কুসুম গরম পানি পান করবেন।

প্রতিদিন কুসুম গরম পানিতে লবণ দিয়ে গার্গল করবেন।

ঠান্ডা, কফ ও কাশি হলে অনেকে গোসল করা তিন/চার দিন বন্ধ রাখেন। এটি করা যাবে না।

কফ, কাশিতে শরবত, মিষ্টি জাতীয় পানীয় এড়িয়ে চলুন।

জ্বর, কাশিতে মুরগি/ডিম/সবজি স্যুপ খেতে পারেন, এতে অসুস্থ ব্যক্তি আরাম বোধ করেন। এটি কফকে নরম করতে সাহায্য করে।

লেখক: ক্লিনিক্যাল ডায়টেশিয়ান অ্যান্ড নিউট্রিশন কনসালটেন্ট, ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ধূমপান কতটা মারাত্মক

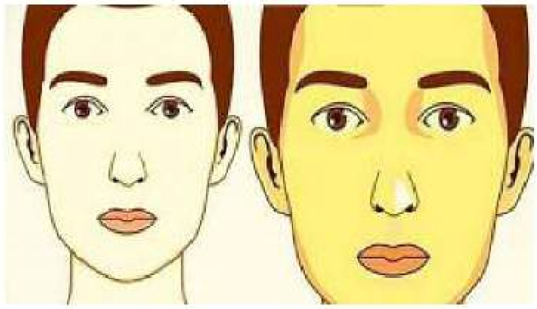

ডায়াবেটিস রোগীদের ধূমপান বা যে কোনোভাবে তামাকের ব্যবহার যে তাদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে- এ ব্যাপারে অনেক রোগীর তেমন ধারণা নেই। ডাক্তার সাহেব ধূমপান নিষেধাজ্ঞা দিলে তারা ভাবেন এটা অনেকটা সিগারেটের প্যাকেটে লেখা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের অংশ। আবার অনেক ডাক্তার যারা নিজেরা ধূমপায়ী তারা সেভাবে জোর দিয়ে রোগীদের বারণ করতেও পারেন না। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শারীরিক ক্ষতি করার জন্য ধূমপান বা তামাক সক্রিয় থাকে। তামাক ও ডায়াবেটিস উভয়েই রক্তনালিকে আক্রমণ করে। ফলস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন হার্ট, কিডনি, ব্রেন, চোখ, আর স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তামাকের অভ্যাস ছাড়তে বলা যত সহজ তা করতে পারাটা কিন্তু মোটেও সোজা নয়। নিকোটিন আসক্তি এ জন্য দায়ী। কেউ কেউ মনে করেন যে পরিমাণ সিগারেট বা তামাক তারা ব্যবহার করছে, তার চেয়ে কিছুটা কমিয়ে দিলেই বোধহয় ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। এ ধারণা মোটেও সত্য নয়। কেউ যদি তামাক পুরোপুরি না ত্যাগ করে তা হলে তার কোনো লাভ হবে না। তামাক থেকে যেমন ক্যানসার হয়, ডায়াবেটিস ও তামাকে অভ্যস্ত রোগী যে হৃদরোগ, স্ট্রোক, নার্ভ বা কিডনি জটিলতা, দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো জটিলতা হয়।

বিদেশে তামাক ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ওষুধ বা ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশে সেগুলো খুব একটা চালু কিংবা জনপ্রিয় এখনো হতে পারেনি।

তাই আমরা চিকিৎসকরা রোগীর ইচ্ছাশক্তির ওপর জোর দিয়ে থাকি। রোগীকে বুঝতে হবে যে, সে যদি তামাক পুরোপুরি ছাড়তে না পারে, তবে তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, ওষুধ, মেহনত এসবই পানিতে যাবে। সময় থাকতে তাই তামাক ছাড়তে হবে। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে ছেড়ে কোনো লাভ হয় না।

লেখক: ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাভা হেলথ, ঢাকা।

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় এবার বয়সী নারীদের উপস্থিতি বেশি হওয়ার কারণ কী

গত বছর মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতার বয়সসীমা তুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় আসে। এ বছর থেকে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যেকোনো নারী মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে এবং নারীদের যেকোনো বয়স উদ্‌যাপন করতেই এই সিদ্ধান্ত।

৪৬ বছর বয়সী হেইডি ক্রুজ মূলত ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টরছবি: হাইডি ক্রুজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এ ঘোষণার পর ত্রিশোর্ধ্ব অনেক নারীই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় শামিল হচ্ছেন। এই নারীদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ডমিনিকান রিপাবলিকের ৪৬ বছর বয়সী হেইডি ক্রুজ। তিনি মূলত ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টর। ফিটনেস-সংক্রান্ত ভিডিওর জন্য ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে পরিচিত মুখ। দুই সন্তানের মা হেইডি ছোটবেলা থেকেই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখানোতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে মা হওয়ায় সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আগে কখনো হাঁটা হয়নি। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা তুলে দেওয়ার পর তিনিও ছুটে চলেছেন স্বপ্ন পূরণের পথে।

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে হেইডি বলেন, 'অন্যরা যা বলে তা কানে তুলি না। আমার লক্ষ্যগুলোয় মনোনিবেশ করি এবং সেসব অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষ প্রায়ই তাঁদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থেকে কথা বলে। কেউ কেউ হয়তো জানেন না যে মিস ইউনিভার্সের শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়েছে। সমালোচনা কীভাবে গ্রহণ করতে হয়, তা আমি শিখেছি। আমি অন্যদের তাঁদের মতপ্রকাশ করতে দিই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই সিদ্ধান্ত নিই যে আমাকে কী প্রভাবিত করবে বা না করবে।'

৬০ বছর বয়সে মিস ইউনিভার্স বুয়েনস এইরেস খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আলেজান্দ্রা মারিসা রদ্রিগেজ নামের এক আর্জেন্টাইন নারী। ১৮ থেকে ৭৪ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী আরও ৩৪ জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে তিনি এই খেতাব জিতেছেন। এটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়। তাঁর এই জয় মিস ইউনিভার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতার বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়কে মোটাদাগে দেখিয়ে দেয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেস প্রদেশের লা প্লাতা থেকে আসা আলেজান্দ্রা মারিসা আইনজীবী এবং সাংবাদিক। মারিসা তাঁর নিজের বয়সের নারীদের মধ্যে প্রথম, যিনি সৌন্দর্যের জন্য এত মর্যাদাপূর্ণ খেতাব অর্জন করেছেন। তাঁর আচার-আচরণ, কমনীয়তা এবং উজ্জ্বল হাসি বিচারক ও শ্রোতার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে।

মারিসা আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য মিস ইউনিভার্স আর্জেন্টিনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মিস ইউনিভার্স আর্জেন্টিনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে মারিসা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

মিস ইউনিভার্স বুয়েনস এইরেস খেতাব জেতার পর মারিসা বলেন, 'আমি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে সম্মানিত। কারণ, আমরা এমন একটি পর্যায়ে যাত্রা করছি, যেখানে নারীরা কেবল শারীরিক সৌন্দর্যই নয়, বিভিন্ন মূল্যবোধেরও বার্তাবাহী।'

মারিসা আরও বলেন, 'আমি মনে করি, বিচারকেরা আমার মধ্যে আমার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করার আত্মবিশ্বাস দেখতে পেয়েছেন। আমি ২০২৪ সালের মিস ইউনিভার্স আর্জেন্টিনা প্রতিযোগিতার মুকুট জয়ের জন্য লড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

নিউইয়র্ক পোস্টের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মারিসা ৬০ বছর বয়সেও তারুণ্য ধরে রাখতে পারার কৃতিত্ব দেন নিজের জীবনাচরণকে, 'মূল বিষয় হলো একটি স্বাস্থ্যকর জীবনাচরণ, নিয়মমাফিক খাওয়াদাওয়া আর শারীরিক পরিশ্রম। আর ব্যাপারটা কিছুটা জিনগত।'

অংশ নিয়েছেন ৭২ বছর বয়সী আইরিস

মিস ইউনিভার্স বুয়েনস এইরেস প্রতিযোগিতার আরেক আলোচিত প্রতিযোগী ছিলেন ৭২ বছর বয়সী আইরিস আমেলিয়া আলিওতো। পেশায় তিনি নাচের শিক্ষক, অনুবাদক, মডেল ও অভিনেত্রী।

অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা করছেন যে কীভাবে আইরিস অ্যামেলিয়ার সাহস, সংকল্প ও অধ্যবসায় একটি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁদের জন্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন, বয়স তাঁদের স্বপ্ন অর্জনের জন্য একটি বাধা।

অন্যদিকে সমালোচনাও কম হচ্ছে না। অনেকেই মিস আর্জেন্টিনা হিসেবে বয়সী কাউকে দেখতে চান না!

www.jonmobhumi.com

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন সৌদি নারী

চলতি বছর মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আসরে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের কোনো প্রতিনিধি অংশ নিতে পারেন। চলতি সপ্তাহে মিস ইউনিভার্সের আয়োজক কর্তৃপক্ষ এ কথা জানিয়েছে। সৌদি আরবের এক মডেল গত মাসের শেষের দিকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবি করার পর এমন কথা বলেছে আয়োজক সংস্থা। যদিও ওই মডেলের দাবিকে ভুয়া বলে উল্লেখ করেছে তারা।

গত মার্চের শেষের দিকে সৌদি মডেল রুমি আল কাহতানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টে দাবি করেন, তিনি আসন্ন মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং এতে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন।

রিয়াদের বাসিন্দা ২৭ বছর বয়সী কাহতানি ওই ইনস্টাগ্রাম পোস্টের সঙ্গে নিজের কিছু ছবিও প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে দেখা গেছে, সবুজ রঙের পোশাক পরা কাহতানি সৌদি আরবের পতাকা ধরে রেখেছেন।

এর এক সপ্তাহ পর মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দেয়। তারা দাবি করে, কাহতানির পোস্টটি ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর। তাদের দাবি, সৌদি আরবে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার জন্য কোনো বাছাইপ্রক্রিয়া চালানো হয়নি।

সম্প্রতি মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সমন্বয়ক মারিয়া হোসে উডা বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, 'সৌদি আরব থেকে সম্ভাব্য প্রার্থীকে বেছে নিতে এখন কঠোর যাচাই-বাছাইপ্রক্রিয়া চালাচ্ছে সংস্থাটি।'

উডার ধারণা, মিস ইউনিভার্সের আগামী সংস্করণ শুরুর আগেই সৌদি আরবের প্রতিযোগী নির্ধারণ হয়ে যেতে পারে। আগামী সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোতে এ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা রয়েছে।

উডার তথ্য অনুসারে, মিস ইউনিভার্সের মূল আসরে প্রতিযোগী পাঠানোর আগে সৌদি আরবে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করা হবে। কাহতানি যদি মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চান, তবে তাঁকে আগে জাতীয় পর্বের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে হবে।

রিয়াদের বাড়িতে কাহতানির সঙ্গে এএফপির প্রতিনিধির কথা হয়। কাহতানি বলেছেন, মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি আলোচনার মধ্যে আছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত বলেননি।

সৌদি আরব থেকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগী পাঠানোর মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে, অতি রক্ষণশীল ভাবমূর্তি থেকে সরে আসার জন্য এটি সৌদি আরবের আরও একটি প্রচেষ্টা। অতি রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সরে আসার মধ্য দিয়ে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান পর্যটক এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন।

সৌদি আরব হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেল রপ্তানিকারক দেশ। সৌদি আরবে নারীদের গাড়ি চালানোসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, ২০২২ থেকে কার্যকর হওয়া একটি আইন এখনো নারীদের জন্য বৈষম্য তৈরি করছে। বিয়ে, বিচ্ছেদ এবং সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে আইনটি বৈষম্যমূলক।

এক মায়ের অনন্য লড়াই

শোবিজ অঙ্গনের জনপ্রিয় মুখ, মডেল ও অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন স্বনামে দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত। দেশের পাশাপাশি এখন তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অভিনয় করছেন এবং হয়ে উঠেছেন পরিচিত মুখ। তার অভিনয় জীবন যত মসৃণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তিজীবন যেন ঠিক তার বিপরীত।

বিশেষ করে সংসার জীবনে খুব বেশি স্বস্তি নেই। অভিনয় তারকা হওয়ার পর অন্য অনেকের মতো তিনিও বিয়ে করে সংসারী হতে চেয়েছিলেন। ২০১০ সালে মাশরুর সিদ্দিকীর সঙ্গে বিয়ে হয় এ অভিনেত্রীর। কিন্তু ৪ বছরের মাথায় সে সংসার ভেঙে যায়।

সংসার ভেঙে গেলেও সেই অল্প সময়ের দাম্পত্য জীবনে বাঁধন এক কন্যাসন্তানের মা হন। মেয়ের নাম রাখেন সায়রা। সায়রা জন্মের পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই মায়ের কোলে লালিত হতে থাকে। কিন্তু বাঁধন ও মাশরুর সংসার জীবন থেকে আলাদা হয়ে গেলেও সায়রাকে নিজের কাছে রেখে লালন-পালনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন দুজনই। এ নিয়ে শুরু হয় বিপত্তি।

বাঁধন এ অবস্থায় আশ্রয় নেন আইনের। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়ে সায়রার একমাত্র অভিভাবক হিসাবে রায় পান বাঁধন। বাংলাদেশে কন্যাসন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের রায় প্রথম। ঠিক তখন থেকেই মেয়ে সায়রাকে নিয়ে নির্ভার জীবনযাপন করছেন বাঁধন।

মেয়েকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি একজন মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ হিসাবেই গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছেন।

বাঁধনের সেই অভিভাবকত্ব নিয়ে দেওয়া রায়কে কেন্দ্র করে পাঁচটি সংগঠন হাইকোর্টে দেশের অভিভাবকত্ব আইনের পরিবর্তন নিয়ে একটি রিট করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি রুলও জারি করেন আদালত। সম্প্রতি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবারও বাঁধনের অভিভাবকত্ব পাওয়ার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। বাঁধন যেন অন্য মায়েদের জন্যও পথ তৈরি করে দিলেন।

এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন বলেন, 'আমার স্বামী শুরু থেকেই নানা বিষয়ে অসহযোগিতা করে আসছিল।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

এটা চলতে চলতে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে নানা উত্থালপাথালের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। এত কিছুর পরও প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু আমাকে যারপরনাই নাড়া দিয়েছে। এমনিতে আমি ক্ষমতাবানদের নিয়ে ভাবি না। স্বাভাবিক খবরাখবরের বাইরে বেশি খবরও রাখি না বা রাখতে চাই না। আমার সব ভাবনা নেংটি পুঁচকি নিয়ে, যাদের কিছু নেই তাদের নিয়ে কারবার। কিন্তু এ জে মোহাম্মদ আলী আমার হৃদয়জুড়ে আছেন। যতদিন বেঁচে থাকব থাকবেন ততদিন। স্বাধীনতার পরপরই বিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর হুকুমে একটা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান করেছিলাম। সেই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে বঙ্গবন্ধু নিজেই ২-৩ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সোনার বাংলার মূলধন ছিল ৫ লাখ। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সেতুগুলো ভেঙেছিলাম সেগুলো তাড়াতাড়ি করে ফেলার প্রয়োজন ছিল তাই গঠন করেছিলাম সোনার বাংলা প্রকৌশলিক সংস্থা (প্রাঃ) লিমিটেড। কেবল স্বাধীন হয়েছি আর মুক্তিযুদ্ধে আমরা অত বড় বিজয় অর্জন করেছি। সবার মধ্যে ছিল চনমনে অসাধ্য সাধনের প্রবণতা বা দুর্বার ইচ্ছা। সেভাবেই কাজ হতো। কত নেতা-কর্মী সোনার বাংলায় যেতেন, প্রবীণরা ফোন করতেন, চিঠি লিখতেন আমরা সাধ্যমতো সম্মানের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করতাম। আমরা '৪৮ সালে প্রথম টাঙ্গাইলের যে বাড়ি এসেছিলাম তার দলিলে ছিল ৮০১ টাকা। এখন সেই বাড়ি বা সেটুকু জায়গার দাম না হলেও ৮-১০ কোটি টাকা হবে। তাই সময় পার হলে অনেকে অনেক কিছু ভুলে যায়। কী রোগেই ধরেছে আমাকে, আমি তেমন কিছু ভুলতে পারি না। তেমনি এ জে মোহাম্মদ আলীও একজন। সোনার বাংলা প্রকৌশলিক সংস্থা (প্রাঃ) লিমিটেড একসময় অগ্রণী ব্যাংক থেকে ২০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা মঞ্জুরিতে পৌঁছে। ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা শুধু মঞ্জুরি পত্রেই ছিল। আসল ২ কোটি ৯৪ লাখ, বাকি ১ কোটি ৪৬ লাখ সুদ ও অন্যান্য ব্যাংক চার্জ। তারপরও জমি বিক্রি করে ব্যাংকের টাকা একবারে শোধ করতে চাইলে ব্যাংক কোনো উত্তর দেয়নি। ওয়ান-ইলেভেনের সামরিক শাসনের আগ পর্যন্ত সব সময় আমাদের ঋণ নিয়মিত ছিল। অনিয়মিত হয়েছে ১/১১-এর সামরিক জমানায়। এত সবের পরও মনে হয় এযাবৎ ৪ কোটি ৫০ লাখ মঞ্জুরির বিপরীতে আমরা ব্যাংককে ১১-১২ কোটি দিয়েছি। তারপরও তাদের নাকি এখনো ৮-১০ কোটি পাওনা। অথচ আইনে আছে কোনো ঋণ কোনোকালেই দ্বিগুণের বেশি হবে না। সে হিসাবে ৩ কোটি ৯ কোটি হতে পারত। সে যাক, নানা কারণে লতিফ ভাই কালিহাতীর আসন ছেড়েছিলেন। মারাত্মক চাপাচাপিতে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলাম। তারও আগের ঘটনা। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচনে অংশ নেব না এটাই ছিল দলীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাসাইল-সখীপুরের বিনা ভোটে এমপি শওকত মোমেন শাজাহান ২০ জানুয়ারি হঠাৎই মারা যায়। তার মৃত্যুও এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মারা যাওয়ার ৫-৬ ঘণ্টা আগে রাত ১১টা সাড়ে ১১টায় ফোন করেছিল, 'স্যার, বাসাইল উপজেলার চেয়ারম্যান কাজী অলিদ আমাকে বাসাইল আওয়ামী লীগ অফিসে চেয়ার নিয়ে মারতে এসেছিল। এ অপমান সহ্য করে রাজনীতি করা যায়? বাঁচা যায়? আপনাদের সঙ্গে কত সময় রাজনীতির কারণে কত রকম কত কিছু করেছি। কিন্তু কাছে গেলে সন্তানের মতো আদরযত্ন ভালোবাসা পেয়েছি। স্যার, আমি হয়তো বাঁচব না। মাফ করে দিয়েন।' এর কয়েক ঘণ্টা পর ৬টার দিকে জানানো হয়েছিল শাজাহান আর ইহজগতে নেই। গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শওকত মোমেন শাজাহানের ছেলে জয়ের বাসাইলে প্রধান শক্তি ছিল অলিদ। শাজাহানের মৃত্যুতে সখীপুর-বাসাইল আসন শূন্য হয়। আমাদের কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের জন্ম হয়েছিল সখীপুর-বাসাইল থেকে। তাই চারদিকে আওয়াজ উঠে আমাকে নির্বাচন করতে হবে। আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তারপরও '১৪ সালে উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলাম। সেই প্রথম ঋণ খেলাপি দেখিয়ে আমার মনোনয়ন বাতিল করা হয়। আমি ব্যাপারটা জানতাম না। তাই অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে ঋণটি পুনঃতফসিলের অথবা একবারে সমন্বয়ের অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম। সে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত হিসেব কিতেব করে ৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা পাওনা দেখিয়ে ২৬/০৮/২০১৫ইং তারিখের ৪২৭তম বোর্ডে উত্থাপন করা হয়। বোর্ড টেবিলে বসেই প্রস্তাবিত পাওনা ৯ কোটি ৫৬ লাখকে আরও ১ কোটি ২৯ লাখ বাড়িয়ে ১০ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ১০ বছরে সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন নিয়ে সোনার বাংলা প্রকৌশলিক সংস্থাকে অশ্রেণিকৃত ঘোষণা করা হয়। ঋণটি ১০ বছরে শোধ করতে হবে এমন শর্ত থাকলেও কবে কত কিস্তিতে শোধ করতে হবে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। সেখানে আরও চারটি বিশেষণ জুড়ে দেয়।

"স্মারকটি পর্যালোচনান্তে পরিষদ লক্ষ্য করেন যে,

(ক) ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল কাদের সিদ্দিকী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরিসীম অবদানের জন্য তিনি বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত হন;

(খ) ঋণগ্রহীতা ইতঃপূর্বে কোনো সুদ মওকুফ সুবিধা ভোগ করেননি;

(গ) ঋণ হিসাবটি দীর্ঘদিন যাবৎ মন্দ হিসাবে শ্রেণিকৃত এবং

(ঘ) আদালতের মাধ্যমে ঋণ আদায় সময় সাপেক্ষ।"

সোনার বাংলা প্রকৌশলিক সংস্থা (প্রাঃ) লিমিটেড ব্যাংকের অশ্রেণিকৃত চিঠি পেয়ে কালিহাতীর জন্য আমি মনোনয়নপত্র দাখিল করি। সময়টা ছিল ১১/১০/২০১৫ইং তারিখ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। যাচাই-বাছাই ১৩/১০/২০১৫ইং তারিখ। যাচাই-বাছাইয়ের সময় ১২/১০/২০১৫ইং তারিখের স্বাক্ষরে অগ্রণী ব্যাংক টাঙ্গাইল ব্রাঞ্চ থেকে একখানা চিঠি হাজির করা হয়, 'সোনার বাংলা প্রকৌশলিক সংস্থা (প্রাঃ) লিমিটেড ঋণ খেলাপি নয়, অশ্রেণিকৃত এই পত্র দেওয়া ব্যাংকের একটি ধারণাগত ভুল।' তাই আমার মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার গ্রহণ করেননি। আমি নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে শুনানি হয়। সব কাগজপত্র জমা দিই। ওর আগে আবু হেনা প্রধান নির্বাচন কমিশন থাকতে আমি একবার নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলাম। মনোনয়নপত্র বাতিলের শুনানি শেষে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু নুরুল হুদা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে চেম্বারে চলে যান। হয়তো এইচ টি ইমামের সঙ্গে কথা বলে কয়েক ঘণ্টা পর আপিল নামঞ্জুর করেন। যাই হাই কোর্টে। সেই তখনই দেখা এ জে মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে। তিনি যে একজন ভালো প্রবীণ আইনজীবী এটা আমাকে বলেছিল হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গৌর গোপাল সাহার ছেলে সুব্রত সাহা। গৌর গোপাল সাহা টাঙ্গাইলের সাবালিয়ার মানুষ। স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইল কোর্টে ওকালতি করতেন। আমাদের কাজও করতেন। বড় ভালো মানুষ ছিলেন। তার ছেলে সুব্রতও খুবই ভালো। সুব্রতই বলেছিল, 'কাকা, এ জে মোহাম্মদ আলী খুবই পরিপক্ব আইনজীবী। গিয়েছিলাম তার কাছে। বড় ভালো লেগেছিল। ভীষণ সম্মান দেখিয়েছিলেন। আন্তরিকভাবে কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন। তার আবার প্রধান সহকারী ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী। '৭৫-এ তার বাবা আবদুর রউফ চৌধুরীর সঙ্গে আমি ছিলাম জেলা গভর্নর। পরিচয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার কাছে সব রকমের সহায়তা পেয়েছি। এ জে মোহাম্মদ আলী কোর্টে দাঁড়ালেন। কথাবার্তা হলো। সব কাগজপত্র দেখালেন। নির্বাচন কমিশনের হয়ে তখনকার অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম নানা কথা বলার চেষ্টা করলেন। বললেন, ঋণটি পুনঃতফসিল করা হয়নি। তাকে ১০ বছরের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জজদ্বয় নিজেরাই বললেন, সুযোগ মানে এই ১০ বছর তিনি তার কোম্পানির জন্য কোনো অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারবেন না? তিনি একজন রাজনীতিক মানুষ, ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না? তাহলে এর চেয়ে তার ফাঁসি হওয়াই ভালো। কোর্ট রায় দিলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তমের মনোনয়ন বৈধ। আমরা রিটার্নিং অফিসারের কাছে গেলাম তিনি সানন্দে মার্কা দিয়ে দিলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম লাফালাফি করতে থাকলেন- তিনি আপিল করবেন, আপিল করবেন। প্রশ্ন এলো তিনি তো পক্ষের নন, সরকার তো পক্ষের নয়। তাহলে আপিল করবেন কী করে? তিনি থামলেন। তখন নির্বাচন কমিশন আপিল করবে। সেখানেও প্রশ্ন এলো, কত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যায়। নিম্ন আদালত হাই কোর্টে আসে না। নির্বাচন কমিশনে আমি গিয়েছিলাম। আদালত হিসাবে সেখানে ন্যায়বিচার পাইনি। তাই তার থেকে উচ্চ আদালতে গেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে কোনো প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে হাই কোর্টে গেলে হাই কোর্ট প্রার্থীর পক্ষে রায় দিলে সেই রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের আপিল করার কোনো এখতিয়ার থাকার কথা নয়। কারণ তারা বাদী-বিবাদী নন। সে যাই হোক সাধারণত প্রার্থী মার্কা পেয়ে যাওয়ার পর নির্বাচন পর্যন্ত আর কোনো আইনি কার্যক্রম চলার কথা না। কিন্তু যেহেতু আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি, এক কথায় সব অস্ত্র তাঁর পায়ের কাছে বিছিয়ে দিয়েছি সেহেতু আমার ক্ষেত্রে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে কেন? সেখানে তো প্রভাব খাটাতেই হবে। নির্বাচন কমিশন আপিল করলেন। ৪-৬ মাস মামলা চলল। এই সময় এ জে মোহাম্মদ আলীকে যে সহযোগিতা করতে দেখেছি তার কোনো তুলনা হয় না। দু-একবার সম্মানী দিতে গেছি। পকেটে টাকা নিয়ে যখন কথা হয়েছে একবার তো বলেই বসলেন, আপনার মতো মানুষের কাছ থেকে টাকা নেব তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। টাকা দিতে চাইলে আপনার মামলায় থাকতে পারব না।' তার কথা আমাকে স্পর্শ করেছিল। হঠাৎই মানুষটি চলে গেলেন। এখন তো দলাদলির কারবার। গুণের কোনো কদর নেই, মূল্যায়ন নেই। তবু বলছি এ জে মোহাম্মদ আলী বড় ভালো মানুষ ছিলেন, একজন গুণী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাকে বেহেশতবাসী করুন। আমিন।

লেখক : রাজনীতিক

নারীকে নিয়ে চরম আপত্তিকর মন্তব্য

২০০২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আসা মামলা বিশ্লেষণ করে ২০১৮ সালে প্রথম আলো দেখিয়েছিল, সাজা হয় মাত্র ৩ শতাংশ মামলায়, যা প্রায় না হওয়ারই শামিল। সর্বোপরি একে তো আইনের প্রয়োগে দুর্বলতা আছে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনগুলোও নারীকে পুরোপুরি সুরক্ষা দিতে পারেনি। তাই আইনগুলোর সংস্কারও জরুরি। পরিস্থিতির উত্তরণে প্রথমেই যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলো নারী ও পুরুষের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার দৃশ্যমান পার্থক্য দূর করা। সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং পেশায় নারী-পুরুষের ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ অবস্থান ও ভূমিকা নারীকে পুরুষের চোখে শক্তিশালী করবে। ফলে নারীর প্রতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সনাতনী চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে আসবেন তাঁরা। আমার দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা বলে,

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষের পরিবর্তন সবচেয়ে জরুরি। আর সেটি তখনই সম্ভব হবে, যখন একজন পুরুষ 'কর্তৃত্ববাদী ও সহিংস পুরুষ' হওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝতে পারবেন।

আজকের নারী সহিংস ও কর্তৃত্ববাদী পুরুষ চান না। নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হওয়ায় নারীকে প্রতিমুহূর্তে নিজের আয়ত্তে রাখার সনাতনী ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে পুরুষকে। পেশিশক্তি প্রদর্শন না করে কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নোংরা মন্তব্য না করেও যে পুরুষ হওয়া যায়, সেটি বোঝার সময় হয়েছে এখন। সময় হয়েছে 'পুরুষ' শব্দটির ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার। আজকের পুরুষের নতুন রূপটি হোক মানবিক ও সংবেদনশীল পুরুষ।

নিশাত সুলতানা লেখক ও উন্নয়নকর্মী

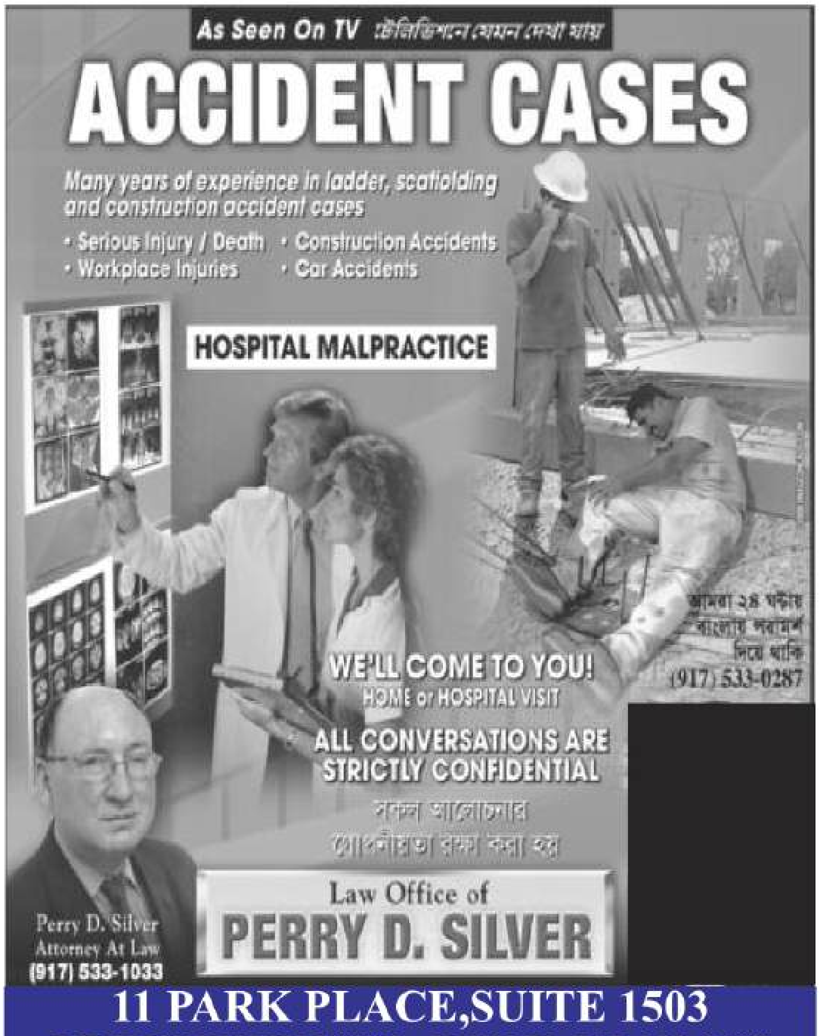

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ব্র্যাড পিটকে পেছনে ফেলে দিলেন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্কঃ পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় মার্কিন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র প্রযোজক ব্র্যাড পিটকেও পেছনে ফেলে দিয়েছেন বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খান। তার জনপ্রিয়তা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়; বিদেশের মাটিতেও জনপ্রিয়তার শিখরে তিনি। খবর আনন্দবাজার অনলাইনের।

বলিউডের বাদশাহ তখন বার্লিনে, ছবির শুটিং চলছে জোরকদমে। সেই সময় শাহরুখের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউরোপ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ এসেছেন প্রিয় নায়ককে এক ঝলক দেখার আশায়। শুটিংয়ের জন্য ১ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। ব্যারিকেডের বাইরে পোস্টার হাতে অভিনেতাকে শুভেচ্ছা জানান অনুরাগীরা। অভিনেতাও প্রায় এক ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন তাদের। শাহরুখের নজিরবিহীন স্টারডম!

সহ-অভিনেতা আলি খান ছিলেন শুটিং ফ্লোরে। তার কথায়, 'আমরা বার্লিনে যে হোটেলে ছিলাম, কিছু দিন আগে ব্র্যাড পিট এবং কুয়েন্টিন টারান্টিনো সেই হোটেলেই ছিলেন। বার্লিনে তাদেরও একটি ছবির শুটিং চলছিল সেই সময়। তাদের ছবির ইউনিটের সদস্যরাই আমাদের ছবিতে ছিলেন। তাদের মুখে শুনলাম, শাহরুখের জন্মদিনে এত মানুষের ঢল, এর আগে কোনো শুটিংয়ে এত ভিড় দেখা যায়নি। এমনকি ব্র্যাড পিট যখন ছিলেন তখনো এত মানুষের দেখা মেলেনি।

'অ্যা মাইটি হার্ট' ছবিতে অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আলি খান। প্রয়াত অভিনেতা

ইরফান খানও ছিলেন সেই ছবিতে। সেই ছবির প্রযোজক ছিলেন ব্র্যাড পিট। মুম্বাইয়ের একটি বিলাসবহুল হোটেলে পার্টির আয়োজন করা হয়। এই প্রসঙ্গে আলি বলেন, 'ছবির সেটের বাইরে অ্যাঞ্জেলিনা একেবারেই সাধারণ মানুষের মতো। আমি, আমার স্ত্রী আর অ্যাঞ্জেলিনা অনেক গল্প করলাম পার্টিতে। বিশেষত আমার স্ত্রীর সঙ্গে সন্তানের পরিচর্যা, তাদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় কথা বলেছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা।'

কে এই নতুন হীরক রাজা?

বিনোদন ডেস্কঃ আগামীকাল ৭ মে পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গরমের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে নিত্যদিন নতুন প্রচার চমক উপস্থিত। এবার হীরক রাজার বেশে হাজির হলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ! এই নতুন রূপের নেপথ্য ভাবনা জানালেন আনন্দবাজার অনলাইনকে।

রোববার সমাজমাধ্যমে রুদ্রনীল একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে অভিনেতাকে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে উৎপল দত্ত অভিনীত হীরক রাজার বেশে দেখা গেছে। সিংহাসনে বসে রাজা মজার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ভিডিওর ক্যাপশনে রুদ্রনীল লিখেছেন, 'যারা বাংলাকে বানিয়েছে হীরক রাজার দেশ, তাদের স্বৈরাচার এবার হবে শেষ।' ভিডিওটির শিরোনাম 'হীরক রানি বাই বাই'। ভিডিওটিকে টিজার হিসেবেই উল্লেখ করেছেন রুদ্রনীল।

রুদ্রনীল বিজেপির সদস্য। নির্বাচন ছাড়াও অন্যান্য সময়েও রাজ্যের শাসক দলের সমালোচনায় নিজের কবিতাকে হাতিয়ার করেছেন রুদ্রনীল। সমাজমাধ্যমে তার সেই কবিতা নিমিষে ভাইরাল হয়। এ ভিডিওর নেপথ্যে রুদ্রনীলের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবে হীরক রাজার বেশ কেন? আনন্দবাজার অনলাইনকে রুদ্রনীল বললেন, 'দল যেহেতু আমাকে তারকা প্রচারক হিসেবে দেখে, তাই একটা দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই আমিও কিছু করতে চেয়েছিলাম। আসলে আমাদের রাজ্য তো এখন হীরক রাজার দেশের মতোই! তাই এই ভাবনা।'

১৯৮০ সালে মুক্তি পায় 'হীরক রাজার দেশে'। রুদ্রনীলের মতে, সত্যজিৎ ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। বললেন, 'বড় বড় দার্শনিকরা হয়তো ভবিষ্যৎ দেখতে পান। ছোটবেলায় ছবিটা দেখে এক রকম অর্থ বুঝেছি। আর এখন দেখি অন্য অর্থ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অরাজকতা সবটাই যেন ছবিটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হীরক রাজা বা রানির সেই হুঙ্কার কিন্তু মানুষ দেখছেন।' তবে একই সঙ্গে রুদ্রনীল মনে করিয়ে দিতে চান, উৎপল দত্তের মতো অভিনয় করবেন এ কথা তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে চান না।

আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসার জন্য বিবেচিত শাকিব খান

বিনোদন ডেস্কঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতে গোল্ডেন ভিসার জন্য বিবেচিত হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। ক্রিয়েটিভ কালচার ক্যাটাগরিতে আরব আমিরাতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে প্রথম বাংলাদেশি তারকা হিসেবে তিনি এই ভিসার জন্য বিবেচিত হলেন।

পরিচালক অনন্য মামুন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে এ বিষয়ে শাকিব খান এখনো কোনো কিছু জানাননি।

মামুন জানান, আরব আমিরাতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আবেদনের ভিত্তিতে শাকিব খান গোল্ডেন ভিসা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হয়েছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, পেশাদার, গবেষক এবং অসামান্য শিক্ষার্থীদের জন্য গোল্ডেন ভিসা দেওয়া হয়। দেশটি গত কয়েক বছরে সিনেমা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ক্ষেত্রের বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিত্বকে গোল্ডেন ভিসা দিয়েছে।

এই ভিসার অধীনে তারকারা সেখানে দীর্ঘ সময় থাকতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে তার পরিবার নানা সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাদের কাজ করতে এবং সেখানে দীর্ঘ ছুটি কাটাতে কাগজপত্র করতে হবে না।

বলিউড সেলিব্রেটি যাদের কাছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই ক্যাটাগরিতে গোল্ডেন ভিসা রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান, সঞ্জয় দত্ত ও কমল হাসান।

৬০ ছুঁইছুঁই শাহরুখ ক্লান্ত, চাইছেন বিশ্রাম

বিনোদন ডেস্কঃ গত বছর টানা তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের। সেই তিনটি সিনেমার জন্য টানা শুটিং করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। এরপর প্রমোশন, প্রচারণার জন্য ছুটতে হয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এ বছর শুরু হয়েছে আইপিএল। এই লীগের গুরুত্বপূর্ণ দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকও তিনি। তাই দলের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে প্রায়শই। ছুটতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে।

এদিকে বয়সটা প্রায় ৬০ ছুঁইছুঁই। স্বভাবতই ক্লান্ত শাহরুখ। দরকার একটু বিশ্রাম। কিন্তু ভক্তদের অফুরন্ত চাপ রয়েছে মাথায়। দুটি ব্লকবাস্টার ও একটি হিট সিনেমার পর ভক্তদের প্রত্যাশার পারদ এখন অনেক উপরে। তাই পারবেন কি বিশ্রাম নিতে? জানিয়েছেন সে কথা।

শুক্রবার মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মুখোমুখি হয়েছিল শাহরুখের কেকেআর। ম্যাচের আগে অভিনেতা জানিয়েছেন, টানা শুটিং করে ক্লান্ত তিনি। আপতত বিশ্রাম নিচ্ছেন। তবে আগস্টেই ফিরবেন শুটিং ফ্লোরে।

শাহরুখ বলেন, আমার শুধু মনে হয়েছে আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি। তিনটে সিনেমা করেছি, অনেক শারীরিক পরিশ্রমও করতে হয়েছে। তাই বললাম, হয়তো একটু বিশ্রাম নেব। শুটিং এবার আগস্ট কিংবা জুলাইতে শুরু হবে। আমরা জুন মাসে সবটা পরিকল্পনা করব, জুন থেকে শুরু হবে কাজ।

ফিরতি যাত্রায় মেয়ে সুহানাকে সঙ্গে নিয়েছেন বলিউড বাদশা। মেয়ের সঙ্গেই স্ক্রিন ভাগাভাগি করবেন শাহরুখ খান। সিনেমার নাম 'কিং'। পরিচালনা করবেন সুজয় ঘোষ। বাজেট ২০০ কোটি রুপি। সিনেমায় ডনের ভূমিকায় থাকবেন শাহরুখ, এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম।

পাকিস্তান থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি: সঞ্জয় লীলা বনসালি

বিনোদন ডেস্কঃ সঞ্জয় লীলা বনসালি নির্মিত প্রথম ওয়েব সিরিজ 'হীরামান্ডি: দ্য ডায়মন্ড বাজার' সাড়া ফেলেছে। স্বাধীনতা-পূর্ব পাঞ্জাবের একটি সেট তৈরি করে সিরিজটির শুটিং হয়েছে। সেই স্থানটি এখন পাকিস্তানের অংশ।

অবিভক্ত ভারতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ সিরিজ নিয়ে সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান-এ সাক্ষাৎকার দিয়েছে সঞ্জয় লীলা বানসালি।

তিনি জানান, পাকিস্তান থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। সেখানকার দর্শকরা হীরামান্ডি নিয়ে সত্যিই আগ্রহী।

বানসালি বলেন, আমি পাকিস্তান থেকে এত ভালবাসা পেয়েছি, তারা সবাই সিরিজটির জন্য অপেক্ষা করছে, কখন গল্পটি বলা হবে সেজন্য অপেক্ষা করছে। এটি এমন একটি বিষয় যা বলতে গেলে আমাদেরকে একত্রিত করে। সমস্ত ভারত যখন এক ছিল, যখন আমরা অবিভক্ত ছিলাম তখনটার গল্প। হীরামান্ডির এই চরিত্রগুলো যতটা তাদের (পাকিস্তানি) ততটা আমাদেরও (ভারতীয়)।

আমি এখনো অনুভব করি যে আমরা সবাই এক, আমি এখনো অনুভব করি যে আমরা সবাই অনেকভাবে সংযুক্ত। কিছু লোক যারা সমস্যা তৈরি করতে চায় তাদেরকে বাদ দিলে, দুপক্ষের মানুষেরই দুপক্ষের মানুষের জন্য প্রচুর ভালোবাসা রয়েছে।

সমালোচনার বিষয়ে এ নির্মাতা আরও বলেন, এই চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমার কাজের সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করে।

সেজন্য তারা আমার কাজ নিয়ে কথা বলে। অনেকে পছন্দ করবে, অনেকে পছন্দ করবে না। এটাই দর্শক ও চলচ্চিত্র নির্মাতার মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার একটি অংশ। যখন দর্শক আমার প্রশংসা করে তখন সেটায় আমার আপত্তি নেই। একইসঙ্গে যখন দর্শক আমার কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না তখন সমালোচনা করে। এটায়ও আমার আপত্তি নেই।

১৯৪০ এর দশকের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে তৈরি 'হীরামান্ডি: দ্য ডায়মন্ড বাজার'। সিরিজটিতে দেখানো হয়েছে লাহোরের এক যৌনপল্লির গল্প। চরিত্রগুলোতে তখনকার সময়ের প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, উত্তরাধিকার ও রাজনীতির মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

এতে অভিনয় করেছেন মনীষা কৈরালা, সোনাক্ষী সিনহা, রিচা চাড্ডা, অদিতি রাও হায়দারি এবং ফারদিন খানসহ অনেকে।

দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড জিতলেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্কঃ সম্প্রতি দিল্লিতে বসেছিল ১৪তম দাদা সাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল। উৎসবে ও অভাগী ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান মিথিলা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় তার অভিনীত সিনেমা 'ও অভাগী'। কালজয়ী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প 'অভাগীর স্বর্গ' অবলম্বনে ছবিটি নির্মাণ করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তীর।

ছবিতে নাম ভূমিকাতেই অভিনয় করেছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। আর সেই চরিত্রই তাকে এনে দিল এ পুরস্কার।

এ পুরস্কার পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'আমি খুব খুশি পুরস্কার পেয়ে। আমার গোটা টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে প্রযোজক এবং পরিচালককে সাধুবাদ জানাই।'

ও অভাগী সিনেমার পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং প্রযোজক ড. প্রবীর ভৌমিকও খুব খুশি। প্রবীর ভৌমিক গণমাধ্যমকে বলেন, মিথিলার এই পুরস্কারটি প্রাপ্য ছিল। ও এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য।

সব নারী সাধু না, নারীবাদী সাজার ভান করে: রিচা চাড্ডা

বিনোদন ডেস্কঃ সাহসী ও স্পষ্টভাষী হিসেবে বলিউডে বেশি পরিচিতি অভিনেত্রী রিচা চাড্ডার। একাধিকবার নারীবাদী মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি আরও একবার নারীদের নিয়ে মন্তব্য করতে দেখা গেল তাকে। গেল সপ্তাহে দিয়া মির্জার বাড়িতে এক আড্ডায় হাজির হয়েছিলেন রিচা। যেখানে আরও ছিলেন শাবানা আজমি, উর্মিলা মাতন্ডকর, কঙ্কনা সেন শর্মা, দিব্যা দত্তর মতো অভিনেত্রীরা। সেই আড্ডায় রিচার দিকে ইশারা করে সবাই একটি ছবি তুলেছেন। ওই ছবি সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দিয়া মির্জা লিখেছিলেন, 'আমি তোমার বিজয় দেখতে চাই'।

সেই কথার সূত্র ধরেই রিচার কাছে নারীদের অগ্রগতি প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে নিউজ১৮-কে তিনি বলেন, 'যদি কোনো নারী ক্ষতিকর হয়, মনোযোগ পাওয়ার জন্য সবাইকে অহেতুক অপদস্থ করে, তা হলে তার বিজয় মোটেও আমার বিজয় না। সবার অগ্রগতিকে সাধুবাদ জানানো উচিত। কিন্তু সেটি কি সবসময় ঘটে? না।'

ক্ষোভ প্রকাশ করে রিচা বলেন, 'সব নারী সাধু, এটা আমি মনে করি না। আমি এমন কিছু নারী প্রযোজক পেয়েছি, যারা আমাকে চেকের মাধ্যমে পারিশ্রমিক দিয়েছেন, কিন্তু সেই চেক বাউন্স হয়ে গেছে! অথচ তারা সামাজিকমাধ্যমে নারীবাদী সাজার ভান করে!'

শুধু তাই নয়, নারী হয়ে নারীর ক্ষতি চাওয়া সহশিল্পীও দেখেছেন রিচা। তার ভাষ্য- 'আমি কিছু টক্সিক সহশিল্পী পেয়েছি, যারা শুটিংয়ে আমার সঙ্গে নানাভাবে বৈষম্য করেছে। সিস্টারহুড অবশ্যই আছে। যখন এটা আপনি নিজে গড়ে তোলেন, সাজিয়ে নেন এবং এর যত্ন নেন, তখন এটা সত্য। কিন্তু এটা তো একা একা গড়ে তোলা সম্ভব না।'

রিচা চাড্ডা বর্তমানে আলোচনায় রয়েছেন ওয়েব সিরিজ 'হীরামন্ডি: দ্য ডায়মন্ড বাজার'র সুবাদে। যেখানে বেশ সাহসী চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এই সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোনাক্ষী সিনহা, মনীষা কৈরালা, অদিতি রাও হায়দারি, শারমীন সেগাল, সানজিদা শেখ, রিচা চাড্ডা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ঢাকা-সিলেটে হবে নারী টি২০ বিশ্বকাপ, বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যারা

স্পোর্টস ডেস্কঃ সিলেট থেকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে আনা হয় বাংলাদেশ ও ভারত নারী দলের দুই অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও হারমনপ্রীত কৌরকে। রোববার ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে মেয়েদের টি ২০ বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে ছিলেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হোসেন এবং আইসিসির প্রধান নির্বাহী জেফ অ্যালার্ডাইস।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর ১২টায়। কিন্তু দেড় ঘণ্টা দেরিতে সেটা শুরু হয় দুপুর দেড়টায়। কারণ তার আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকতায় যুক্ত ছিল বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন পর্ব। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে অনাড়ম্বর আয়োজনে ২০২৪ নারী টি ২০ বিশ্বকাপের গ্রুপিং ও সূচি প্রকাশ করে আইসিসি। বাংলাদেশের দুটি শহর সিলেটের দুটি ভেন্যু ও ঢাকার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ৩ অক্টোবর শুরু হবে ১০ দলের এই টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ গ্রুপপর্বের সব ম্যাচই খেলবে মিরপুরে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নারী ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের প্রথম প্রতিপক্ষ কে সেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা দলের সঙ্গে উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে স্বাগতিকরা। ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। বি-গ্রুপে থাকা বাংলাদেশের ম্যাচগুলো মিরপুরে, এ-গ্রুপের ম্যাচ হবে সিলেটে। সব মিলে ১০ দলের ২৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নারী টি ২০ বিশ্বকাপের নবম আসর এটি। ১৮ দিনের টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ২০ অক্টোবর। এর আগে বাংলাদেশ ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো টি ২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। প্রথমদিনের প্রথম ম্যাচে বেলা ৩টায় ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। বাছাইপর্ব থেকে আসা দল ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্বাগতিকরা নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। ৯ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচটি হবে বেলা ৩টায়। এ-গ্রুপের পাঁচ দল- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান ও বাছাইপর্বের চ্যাম্পিয়ন দল। ২০ অক্টোবর মিরপুরে ফাইনাল। সব মিলে সিলেটে ১১টি ও মিরপুরে ১২ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিকেএসপিতে শুরু হবে প্রস্তুতি পর্ব।

সিলেটে ভারত ও বাংলাদেশের টি ২০ সিরিজ চলার কারণে অনুষ্ঠান শেষেই সিলেটে ফিরে যান দুই অধিনায়ক। আগের চার বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে ভালো কিছু করতে চায় স্বাগতিকরা। নিগার সুলতানা বলেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে নিজের দেশে বিশ্বকাপ খেলার। খুব কম সংখ্যক খেলোয়াড় এটা খেলতে পারে। আমাদের দলে যারা আছে কমবেশি হয়তো এখান থেকে সবাই খেলবেন। যারা খেলবে তারা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান যে বাংলাদেশের মাটিতে আমরা বড় টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারব।'

তিনি বলেন, 'আমরা অনেক বেশি রোমাঞ্চিত আবার একটু টেনশনও কাজ করছে। দেশের সমর্থকরা থাকবে। সবাই চাইবে আমরা ভালো করি। আমরা এখন কঠিন সময় পার করছি। আমরা শেষ চারটা বিশ্বকাপ খেলেছি, ২০১৪ ছাড়া আর কোনোটিতে ম্যাচ জিততে পারিনি। আমাদের ফোকাস প্রথমে থাকবে যেন আমরা ম্যাচ জিততে পারি বাস্তবসম্মতভাবে। সবাই যদি সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করতে পারি, বিশ্বকাপ হয়তো আমরা রঙিন করে রাখতে পারব।'

উন্মাদনা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি টিকিট থাকবে কি না জানতে চাইলে নাজমুল হাসান বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ফ্রি ম্যাচ দেখানোর চেষ্টা করব। বোর্ড নিজের উদ্যোগে চেষ্টা করবে ওদেরকে মাঠে আনার জন্য। সেটার জন্য যদি পেমেন্ট করতে হয়, বোর্ড করবে। বিশ্বকাপের কোনো টিকিটই কিন্তু ফ্রি থাকে না।'

২০২৪ নারী টি ২০ বিশ্বকাপের ১০ দল

গ্রুপ 'এ'

অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড পাকিস্তান, বাছাই চ্যাম্পিয়ন

গ্রুপ 'বি'

বাংলাদেশ, দ. আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাছাই রানার্সআপ

আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো কোচ মারা গেছেন

স্পোর্টস ডেস্কঃ আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ সিজার লুইস মেনোত্তি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রোববার আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

লিওনেল মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ১৯৩৮ সালে জন্ম মেনোত্তির। আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত মাত্র ১১ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন এ স্ট্রাইকার। খেলা ছাড়ার পর ৩৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ১১টি ক্লাব ও দুটি দেশের জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে। এ ছাড়া এক বছর মেক্সিকোর কোচের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা জেতান এই মেনোত্তি। আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর পরের বছর দেশের অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও জিতিয়েছেন যুব বিশ্বকাপ। মেনোত্তির হাত ধরেই আর্জেন্টিনার খেলার ধরন বদলে যায়।

এদিকে মেনোত্তির মৃত্যুর শোক সংবাদ প্রকাশ করে ইনস্টাগ্রামে লিওনেল মেসি লিখেছেন, 'আমাদের ফুটবলের অন্যতম গ্রেট উদাহরণ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা। শান্তিতে ঘুমান।'

আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনিও শোক প্রকাশ করেছেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'ফুটবলের একজন শিক্ষক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সব স্নেহ সঞ্চারক কথার জন্য ধন্যবাদ, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের মনে ছাপ রেখে গেছেন। চিরকাল হৃদয়ে থাকবেন প্রিয়।'

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে টাইগারদের সিরিজ জয়

স্পোর্টস ডেস্কঃ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয়টিতেও জয় পেয়েছে টাইগাররা। এতে ৩-০ তে এগিয়ে থেকে সিরিজ জিতল নাজমুল হোসেন শান্তর দল।

মঙ্গলবার চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামে বাংলাদেশ। নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান তোলে টাইগাররা। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান তোলে জিম্বাবুয়ে।

ব্যাট করতে নেমে তানজিদ হাসান তামিম ও লিটন দাসের জুটিতে প্রথম ৩ ওভারে ২২ রান আসে বাংলাদেশের। কিন্তু চতুর্থ ওভারে গিয়ে লিটন দাস রীতিমতো পাগলামি শুরু করেন। ব্লেসিং মুজ-রাবানির দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে স্কুপ করতে গিয়েও সেটি ঠিকঠাক করতে পারেননি। টানা তৃতীয় বলে স্কুপ করতে গিয়ে বোল্ড হন লিটন। ১৫ বল খেলে ২ চারে কেবল ১২ রান করেন তিনি।

পরের ওভারে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৪ বলে ৬ রান করে আউট হয়ে যান। এরপর উইকেটে এসে তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গী হন তাওহীদ হৃদয়। পাওয়ার প্লের ছয় ওভারে বাংলাদেশ তোলে ৪২ রান। দু'জনের ২৬ বলে ৩১ রানের জুটিতে আশা খুঁজে পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এই জুটি ভেঙে যায় ফারাজ আকরামের বলে। মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়ে ২২ বলে ২১ রান করে ফেরেন তানজিদ।

এই জুটি ভেঙে যাওয়ার পর হৃদয়ের সঙ্গী হয়ে দলকে টেনে নেন জাকের আলী অনিক। শুরুতে কিছুটা ধীরগতিতে খেললেও আস্তে আস্তে হাত খোলেন জাকের ও হৃদয়। ৩৪ বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি পান তাওহীদ হৃদয়। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ব্লেসিং মুজারাবানিকে স্কুপ করে চার হাঁকান হৃদয়। কিন্তু পরের বলেই তার ইয়র্কারে হয়ে যান বোল্ড। ৩৮ বলে ৫৭ রান করেন হৃদয়।

হৃদয়ের এক বল পর মুজারাবানির আরেক ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে যান জাকের আলি অনিকও। ৩৪ বলে ৪৪ রান করেন তিনি। শেষ ওভারে ১৬ রান নেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও রিশাদ হোসেন। রিয়াদ ৯ ও রিশাদ ৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

জিম্বাবুয়ের হয়ে ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন মুজারাবানি। একটি করে উইকেট পান ফারাজ আকরাম ও সিকান্দার রাজা।

রান তাড়ায় নেমে পাওয়ার প্লের ভেতরে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। দলীয় ১৬ রানের মাথায় মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন তুলে নেন ওপেনার জয়লর্ড গাম্বিকে (৯)। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে বল হাতে নিয়েই উইকেটের দেখা পান তানজিম হাসান সাকিব। নিজেই ক্যাচ বানিয়ে ফেরান ব্রায়ান বেনেটকে (৫)।

পরের ওভারে ক্রেইগ আরভিনকে (৭) বোল্ড করেন সাইফউদ্দিন। রিশাদ হোসেনের ঘূর্ণিতে জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা (১) গাভসবন্দী হন উইকেটরক্ষক জাকের আলীর কাছে।

একপ্রান্তে উইকেট যাওয়ার মিছিলে আরেক প্রান্ত আগলে ছিলেন তাদিওয়ানাসে মারুমি। ২৬ বলে ৩১ রান করা এই ব্যাটারকে ফেরান মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। আগের ম্যাচের অভিষিক্ত জনাথন ক্যাম্পবেল এ ম্যাচেও ঝড়ো শুরু করেন। ১০ বলে ২১ রান করেন তিনি। টানা তৃতীয় বলে তানভীর ইসলামকে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ডিপ মিড উইকেটে বাউন্ডারির কাছে লিটন দাসের হাতে ক্যাচ তুলে দেন তিনি।

ক্যাম্পবেলের বিদায়ের পর জিম্বাবুয়ের হয়ে শেষ লড়াই করেন ফারাজ আকরাম। বাংলাদেশের মনে ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শেষ ছয় ওভারে ৭৫ রান দরকার ছিল জিম্বাবুয়ের। সেখান থেকে শেষ ওভারে ২১ রানের সমীকরণে নিয়ে আসেন তারা। যদিও শেষ ওভারের প্রথম বলেই ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে ইয়র্কারে বোল্ড করেন সাইফউদ্দিন। পরে টানা দুই বলে বাউন্ডারি হজম করার পর স্লোয়ার বাউন্সারে ডট দেন তিনি। এরপর সিঙ্গেলস নিয়ে আকরামকে স্ট্রাইক দেন মুজারাবানি। শেষ বলে দুই রানের বেশি নিতে পারেননি তিনি। ১৯ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন আকরাম।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

আলু করলা দিয়ে জাটকা মাছের ঝোল

যা লাগবে : জাটকা ইলিশ ছয়টি, আলু চারটি, করলা চারটি, পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ করে। ধনিয়াপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ছয়-সাতটি, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : জাটকা ইলিশ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। এবার কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে আলু দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন ছয়-সাত মিনিট। পরে ঝোলের জন্য পানি দিন। ফুটে উঠলে করলা, কাঁচা মাছ, কাঁচামরিচ দিয়ে আরও সাত-আট মিনিট রান্না করুন। সবশেষে ধনিয়াপাতা কুচি ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। তৈর হয়ে গেল আলু করলা দিয়ে জাটকা মাছের ঝোল।

ডাঁটা আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা

যা লাগবে : ডাঁটা চারটি বা দুই কাপ, আলু দুটি বা এক কাপ, বরবটি ছয়টি বা এক কাপ, বড় চিংড়ি ছয়টি, পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ করে। লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ পাঁচ-ছয়টি, ধনিয়াপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ।

যেভাবে করবেন : ডাঁটা, আলু, বরবটি লম্বা করে কেটে ধুয়ে রাখুন। এবার কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে চিংড়ি মাছ দুই-তিন মিনিট ভেজে উঠিয়ে রাখুন অন্য বাটিতে। এবার পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে সব সবজি দিয়ে আবারও কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। তারপর সব সবজি সিদ্ধ হলে চিংড়ি মাছ ভাজা, কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা কুচি, জিরা গুঁড়া দিয়ে আরও অল্প সময় রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ডাঁটা আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা।

আম দিয়ে পুঁটি মলার চচ্চড়ি

যা লাগবে : পাঁচমিশালি বা পুঁটি মলা মাছ ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি এক কাপ, আম কুচি একটা, কাঁচামরিচ ফালি ছয়-সাতটি, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, ধনিয়াপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে সামান্য পানি দিয়ে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে পাঁচমিশালি বা পুঁটি মলা মাছ দিন। পরে ফুটে উঠলে কাঁচা আম ফালি, কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করুন আম সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে ধনিয়াপাতা কুচি ছড়িয়ে নেড়ে নামিয়ে দিন। তৈরি হয়ে গেল আম দিয়ে পুঁটি মলার চচ্চড়ি।

রাঙা আলুর টক

যা লাগবে : মিষ্টি আলু ৭৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ করে, আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ করে, কাঁচামরিচ ছয়-সাতটি, আম একটি, ধনিয়াপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণ মতো।

যেভাবে করবেন : আলু খোসা ফেলে পাতলা করে কেটে ধুয়ে নিন, হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে আলু দিয়ে আবারও ফুটে উঠলে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে রান্না করুন আলু সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। পরে ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুটে কাঁচা আম, কাঁচামরিচ দিন। পরে অন্য কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে রসুন কুচির ফোড়ন দিয়ে বাদামি করে ভেজে রান্না করা আলুর টকের মধ্যে দিন। সবশেষে ধনিয়াপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল মিষ্টি আলুর বা রাঙা আলুর টক।

পটোলের খোসা ভর্তা

উপকরণ: পটোলের খোসা ২৫০ গ্রাম, মাঝারি আকারের চিংড়ি মাছ ৮-১০টি, দেশি পেঁয়াজ ২টা, রসুন ৬-৭ কোয়া, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, শর্ষের তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো, হলুদ সামান্য।

প্রণালি: পটোলগুলো ধুয়ে একটু মোটা করে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। খোসাগুলো অল্প পানিতে সেদ্ধ করে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে নিন। চিংড়ি মাছে অল্প লবণ আর হলুদ মেখে নিন। ভালোমতো ভেজে নিতে হবে। একটি পাত্রে তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, লবণ আর কাঁচা মরিচ ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ ভাজা হলে তার মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা পটোলের খোসাগুলো দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। নামিয়ে ঠান্ডা করে মাছসহ সবকিছু একসঙ্গে পাটায় বেটে নিতে হবে।

দেখে নিন টাকি মাছ ভর্তার রেসিপি

টাকি মাছ ভর্তা

উপকরণ: টাকি মাছ ২৫০ গ্রাম, দেশি পেঁয়াজ ৩টি, রসুন ১টি, শুকনো মরিচ ৪-৫টি, শর্ষের তেল সিকি কাপ, ধনেপাতা অল্প কিছু, লবণ স্বাদমতো, হলুদ সামান্য।

প্রণালি: অল্প লবণ আর হলুদে টাকি মাছগুলো মেখে সেদ্ধ করে নিতে হবে। ঠান্ডা হলে ভালোমতো কাটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। শুকনা মরিচ টেলে নিন। একটি পাত্রে তেল দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন আর লবণ ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ করে রাখা মাছ দিয়ে সবকিছু একটু কড়া করে ভেজে নামিয়ে রাখুন। ঠান্ডা হলে টেলে রাখা মরিচসহ মিহি করে পাটায় বেটে নিতে হবে। এবার ধনেপাতাকুচি আর শর্ষের তেল দিয়ে মেখে পরিবেশন করতে হবে।

শিমবিচি ভর্তা

উপকরণ: শিমবিচি ২৫০ গ্রাম, টাকি মাছ ১টা, দেশি পেঁয়াজ ২টা, রসুন ৬-৭ কোয়া, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, থানকুনিপাতা ৫০ গ্রাম, শর্ষের তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো, হলুদ সামান্য।

প্রণালি: শিম বিচির খোসা ছাড়িয়ে নিন। টাকি মাছ লবণ ও হলুদ মেখে ভেজে নিন। ঠান্ডা হলে কাটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, লবণ আর মরিচ ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ পর তাতে শিমের বিচি দিন। আরও খানিকটা ভেজে চুলার আঁচ কমিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট রাখুন। বিচিগুলো সেদ্ধ হওয়া অবধি ঢেকে রাখতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে থানকুনিপাতা দিয়ে দিন। চুলার আঁচ বাড়িয়ে মিনিটখানিক ভেজে নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপর সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডার বা পাটায় বেটে নিতে হবে।

গরমে রাঁধুন টমেটো-তেঁতুলের চাটনি

টমেটো-তেঁতুলের চাটনি

উপকরণ: টমেটো টুকরো করে কাটা ৫০০ গ্রাম, তেঁতুলের ক্বাথ ২ টেবিল চামচ, সরষে ১ চা-চামচ, শুকনা মরিচ ২-৩টি, তেজপাতা ২টি, অল্প লবণ ও হলুদ, পাঁচফোড়নের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ, তেল সামান্য, মৌরি ১ চা-চামচ।

অন্য খাবারের সঙ্গে থালায় পরিবেশন করতে পারেন চাটনিছবি: প্রথম আলো

প্রণালি: কড়াইয়ে সরিষার তেল সামান্য গরম করে ২টি শুকনা মরিচ, ১ চা-চামচ সরষে, ১ চা-চামচ মৌরি ও ২টি তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে টমেটোর টুকরোগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নাড়াচাড়া করে লবণ, হলুদ দিতে হবে। নরম হয়ে এলে এক কাপ পানি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পানি শুকিয়ে মাখা মাখা হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ ও চিনি মিশিয়ে নাড়তে হবে। ঘন হয়ে এলে পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছড়িয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন টমেটো-তেঁতুলের চাটনি।

রসুনভর্তা

উপকরণ

বড় রসুন ১০টি, শুকনা মরিচ ৪-৫টি, শর্ষের তেল আড়াই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

কোয়া থেকে ছাড়িয়ে রসুনগুলো খোসাসহ অল্প আঁচে ভেজে নরম করে নিতে হবে। ঠান্ডা হলে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। শুকনা মরিচগুলো হালকা তেলে টেলে নিতে হবে। রসুন ও টেলে রাখা মরিচ স্বাদমতো লবণ দিয়ে পাটায় বেটে নিন। এরপর শর্ষের তেল দিয়ে মেখে নিলেই হয়ে যাবে রসুনভর্তা।

দই শজনে

উপকরণ

শজনে ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, তেজপাতা ১টি, কাঁচা মরিচবাটা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ

প্রণালি

শজনে ডাঁটার আঁশ ফেলে ৩ ইঞ্চি লম্বা করে টুকরা করে নিন। তেলে তেজপাতা ভেজে পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, আদাবাটা, হলুদগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে শজনে ঢালুন। ভালোভাবে নেড়ে টক দই দিন। অল্প পানি দিয়ে ঢেকে দিন।

কাঁচা আমের আইসক্রিম

উপকরণ: কাঁচা আম ২টি, দুধ ১ লিটার, গুঁড়া দুধ ৩ টেবিল চামচ, পানি দেড় কাপ, কনডেনসড মিল্ক আধা কাপ, চিনি আধা কাপ, খাওয়ার সবুজ রং কয়েক ফোঁটা, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ডিমের কুসুম ২টি, ক্রিম ১ কাপ।

প্রণালি: কাঁচা আম ছোট ছোট করে টুকরা করুন। সেই আম দেড় কাপ পানিতে সেদ্ধ করে নিন। পানি ছেঁকে আলাদা করুন। সেই পানি চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। সামান্য খাওয়ার রং মেশান। দুধের সঙ্গে কনডেনসড মিল্ক, কর্নফ্লাওয়ার, ডিমের কুসুম মিশিয়ে চুলায় ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। দুধ ঘন হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে দিন। ক্রিম বিট করে চিনি পানির শিরা দিয়ে বিট করুন। ঘন দুধ ঢেলে বিট করতে থাকুন। ২-৩ মিনিট বিট করে আমের ছোট টুকরাগুলো দিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। আইসক্রিম জমে গেলে পরিবেশন করুন।

বাঙ্গি পেস্তার কুলফি

উপকরণ: বাঙ্গি ১ কাপ, ঘন দুধ ২ কাপ, কনডেনসড মিল্ক ১ কাপের ৪ ভাগের ৩ ভাগ, পেস্তাবাদাম আধা কাপ, জাফরান আধা চা-চামচ, পেস্তাকুচি ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি: পেস্তাকুচি ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। চুলায় জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করুন। পেস্তাকুচি মিশিয়ে কুলফি ডাইসে ঢালুন। ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। জমে গেলে কুলফি ডাইস থেকে বের করে পরিবেশন করুন।

লাউ-বড়ির দুধমালাই

উপকরণ: কচি লাউ ১টি, ডালের বড়ি ১৫-১৬টি, কাঁচা মরিচ ৮-১০টি, কালিজিরা ২ চা-চামচ, দুধ ২ কাপ, তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি পরিমাণমতো, ঘি ১ টেবিল চামচ, আতপ চাল ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি: কচি লাউয়ের খোসা ফেলে পরিষ্কার করে নিন। এবার লাউটিকে পাতলা ও তিনকোনা করে কাটুন। ১ চা-চামচ কালিজিরা, ১ টেবিল চামচ আতপ চাল ও ৫-৬টা কাঁচা মরিচকে দুধ দিয়ে বেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে বড়িগুলো লাল করে ভেজে নিন। বড়ি তুলে রেখে কড়াইতে কাঁচা মরিচ ও কালিজিরার ফোড়ন দিন। কড়াইয়ে এবার টুকরো করা লাউ ছেড়ে দিয়ে হালকা আঁচে নাড়তে থাকুন, যাতে লাউয়ের পানি ঝরে তা শুকিয়ে যায়। লাউয়ের রং খয়েরি হয়ে এলে কড়াইয়ে দুধ ঢেলে পরিমাণমতো লবণ ও চিনি দিয়ে নাড়ুন।

থকথকে হয়ে এলে ঘি ছড়িয়ে দিয়ে নামান লাউ-বড়ির দুধমালাইছবি: প্রথম আলো

কড়াইয়ের ভেতর ঝোল ফুটে উঠলে ভাজা বড়িগুলো তাতে ছেড়ে দিন। ডালের বড়ি না মজা পর্যন্ত পাত্রটি ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। বড়ি সেদ্ধ হয়ে এলে রান্নার শুরুতেই বেটে রাখা চাল, কালিজিরা ও কাঁচা মরিচ লাউয়ের ঝোলে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর একটু নাড়ুন। পাত্রটিকে ঢাকা দিয়ে ৩-৪ মিনিট রাখুন। থকথকে হয়ে এলে ঘি ছড়িয়ে দিয়ে আঁচ বন্ধ করে দিন। তৈরি হয়ে গেল লাউ-বড়ির দুধমালাই।

অরেঞ্জ বোবা কোল্ড টি

উপকরণ

টাপিওকা ময়দা ১ কাপ, কমলার রস আড়াই কাপ, কমলার জেস্ট ১ চা-চামচ, চা-পাতা ১ চা-চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, ব্রাউন সুগার ২ টেবিল চামচ, ব্রাউন সুগার চায়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন।

প্রণালি

আধা কাপ কমলার রসের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার চুলায় জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে দিন। গরম অবস্থায় টাপিওকা ময়দা (না পেলে সাগু ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে ব্যবহার করতে পারবেন) মিশিয়ে ডো তৈরি করুন। ছোট ছোট বল তৈরি করুন। ফুটন্ত পানিতে বলগুলো কয়েক মিনিট সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। বাকি কমলার রস, কমলার জেস্ট একটি পাত্রে ফুটিয়ে চা-পাতা দিয়ে চা তৈরি করুন। লেবুর রস মেশান। স্বাদমতো ব্রাউন সুগার মিশিয়ে ঠান্ডা করুন। টাপিওকা বল গ্লাসে ঢেলে ঠান্ডা কমলার চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন। চাইলে বরফকুচিও দিতে পারেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিদেশে তুলে ধরার আহবান রাষ্ট্রদূত ইমরানের

প্রাঙ্গন থেকে ঐতিহ্যবাহী 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের করা হয় এবং মিশন সংলগ্ন বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের পর একই স্থানে এসে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, ঢোল, মুখোশ এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জাম নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক শরিফা খান এবং বিপুল সংখ্যক বিদেশী অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশি আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আতাউর রহমান এবং এর সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল একটি চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মিণীদের গাওয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান-এসো, হে বৈশাখ, এসো এসো-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

পরে বৃহত্তর ওয়াশিংটন মেট্রোতে অবস্থিত বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক দল "অপরাজেয় বাংলা"- এর শিল্পী এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সন্তানগণ চমৎকার দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

রাষ্ট্রদূত ইমরান তার বক্তব্যে দেশবাসী, প্রবাসী বাংলাদেশি ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে এ উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বর্ণাঢ্য ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, "পহেলা বৈশাখ" বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জাতির সবচেয়ে সর্বজনীন উৎসব।

রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন ২০১৬ সালে ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মানবতার একটি বিমূর্ত ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিদেশের মাটিতে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫,০০০ নাগরিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে অতিথিদের জন্য ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবার প্রদর্শন ও পরিবেশন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে জামদানি ও টাঙ্গাইল শাড়িসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের বেশ কয়েকটি স্টল স্থাপন করা হয়। দর্শনার্থীরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পোস্টার, লিফলেট এবং বই সংগ্রহ করেন যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, মহান ভাষা আন্দোলন এবং উন্নয়নের পাশাপাশি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় পর্যটন স্থানগুলোকে তুলে ধরে।

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানার মতবিনিময় সভা

সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ রোকেয়া সুলতানা এমপিএবং প্রধান বক্তা ছিলেন আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপব বড়ুয়া। কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং শহীদদের স্মরনে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানস্থল যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, শ্রমিকলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীর উপস্থিতে কানায় কানায় পরিপূর্ন হয়ে উঠে মতবিনিময় সভাটি। সভার শুরুর প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের অপর অংশের নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হলে সামিয়িক উত্তেজনা বিরাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমানের বুদ্ধিমত্তায় পুরো অনুষ্ঠান শান্তিপুর্ন ভাবে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে শুধু স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ রোকেয়া সুলতানা ও ব্যারিস্টার বিপব বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ডা: রোকেয়া সুলতানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও কর্মসূচী তুলে ধরেন।

প্রধান বক্তা ব্যারিস্টার বিপব বড়ুয়া বলেন, বাংলাদেশে বিএনপি আর কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না, বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে চিরতরের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতিটি সূচকে ১০% ২০% কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১০০% এগিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি কেউ আর থামিয়ে রাখতে পারবেনা। যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কোন। বিএনপির শাসন আমলের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে বলেন বিএনপির শাসন আমলে বাংলা ভাই সৃষ্টি করে সারা বাংলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।ধরে ধরে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিল।তাই বাংলাদেশের জনগণ বিএনপিকে এখন চিরতরের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সারা বাংলাদেশে বিএনপি বলতে কিছু নেই।তারা বাংলাদেশে কিছু করতে পারে না,ষড়যন্ত্র শুরু করেছে প্রবাসে,আপনারা চোখ কান খোলা রাখবেন এবং তাদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে বলেন, ফিলিস্তিনিতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। কোথায় তাদের মানবতা, তিনি বলেন নিউইয়র্কে দুইজন বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়েছে কোথায় তাদের আইন-শৃঙ্খলা এবং মানবতা।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর, সহ-সভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, সামসুদদিন আজাদ, লুৎফুল করিম, মোঃ সোলেমান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, নুরুল আমিন বাবু, দুরুদ মিয়া রনেল, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী দপ্তর সম্পাদক, আব্দুল হামিদ প্রচার সম্পাদক, মোহাম্মদ বকতিয়ার আইন বিষয়ক সম্পাদক, শরিফ কামরুল হিরা অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়কসম্পাদক, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন শ্রম সম্পাদক, জাহিদ হাসান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ধর্ম সম্পাদক. বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর খান, কোষাধ্যক্ষ, নাফিকুর রহমান তুহিন প্রবাস কল্যাণ সম্পাদক, আলী হোসেন গজনবী বন ও পরিবেশ সম্পাদক, আব্দুল মালেক উপ দপ্তর সম্পাদক. মেজবা আহমেদ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, ফরিদ আলম শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য সদস্য সাহানারা রহমান, নুরুল আফছার সেন্টু, ছালেকুল বদিউজ্জামান পান্না, নাহিদ রেজা জনি শিকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান চৌধুরী, মোঃ হুমায়ুন কবির, হারুন অর.রশিদ, সাহাদত হোসেন, সাইফুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন স্বপন, মেহরাজ ফাহমী, রফিকুল ইসলাম, এবাদুল হক, শাহ আল শফি আনসারী, এমদাদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, শাহীন আজমল সাধারণ সম্পাদক নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, সাহানাজ মমতাজ সভাপতি মহিলা আওয়ামী লীগ, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের সভাপতি পেনসেলভিনা স্টেট আওয়ামী লীগ, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা সৈয়দ কিবরিয়া, যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া, শেখ জামাল হোসেন প্রমুখ।

জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের "শান্তির সংস্কৃতি" রেজুল্যুশন গৃহীত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২ মে বাংলাদেশ উত্থাপিত "শান্তির সংস্কৃতি" শীর্ষক রেজুল্যুশন-টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ১১২টি দেশ এই রেজুল্যুশটিতে কো-স্পন্সর করেছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বাংলাদেশের পক্ষে রেজুল্যুশনটি উত্থাপন করেন।

এ বছর আলোচ্য রেজুল্যুশনটি একটি বিশেষ তাৎপর্য্য বহন করে। কেননা এ বছরে শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা এবং এ বিষয়ক কর্মসূচি ২৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদে সরকার পরিচালনার সময় ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা এবং এ বিষয়ক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশ 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুল্যুশনটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করে আসছে যা শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতিকে উন্নীত করার জন্য ৮টি বিশেষ ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সকলকে আহবান জানিয়েছে। এছাড়া সাধারণ পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে ২০১২ সাল থেকে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘে একটি উচ্চ পর্যায়ের ফোরামের আয়োজন করে আসছে।

প্রস্তাবটি উপস্থাপনের সময় রাষ্ট্রদূত মুহিত বিভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে শান্তির সংস্কৃতির অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ বিশ্ব ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব এবং মানবিক মর্যাদা অবজ্ঞার মুখোমুখি। এই ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও সহিংসতা উত্তরণে মানবমনে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, সমতা ও সকল মানুষের সমমর্যাদার চেতনাকে সমুন্নত করতে হবে এবং সর্বোপরি যুদ্ধের চেয়ে শান্তিকে অনেক বেশি লাভজনক করে তুলতে হবে।

এবারের রেজুল্যুশনটিতে শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা এবং এ বিষয়ক কর্মসূচি-র ২৫তম বার্ষিকী যথাযথভাবে পালন ও উদযাপনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে দিনব্যাপী একটি উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া এ রেজুল্যুশনে সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, বেসরকারী খাত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়াসহ অন্যান্য অংশীজনদের শিক্ষা ও জনসচেতনতা সম্প্রসারণসহ অন্যান্য আয়োজনের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে এই বার্ষিকীটি পালনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারের রেজুল্যুশনটিতে শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা এবং এ বিষয়ক কর্মসূচি-র ২৫তম বার্ষিকী যথাযথভাবে পালন ও উদযাপনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে দিনব্যাপী একটি উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া এ রেজুল্যুশনে সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, বেসরকারী খাত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়াসহ অন্যান্য অংশীজনদের শিক্ষা ও জনসচেতনতা সম্প্রসারণসহ অন্যান্য আয়োজনের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে এই বার্ষিকীটি পালনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞে বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, 'জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতির ধারণা প্রবর্তনের বাংলাদেশের উদ্যোগটি আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত'। তিনি আরো বলেন, "বৈষম্য, বর্ণগত অসহিষ্ণুতা এবং পরাধীনতা আমাদের একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করে। এ কারণেই আমরা শান্তির প্রসারকে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক নীতিতে পরিণত করেছি'।

রেজুল্যুশনটির বিবেচনার পূর্বে শান্তির সংস্কৃতির উপর সাধারন পরিষদে একটি সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বহুসংখ্যক সদস্য রাষ্ট্র বক্তব্য প্রদান করে । এ সময় তাঁরা শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা এবং এ বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে। প্রতিনিধি দলগুলো জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতি'-র ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান।

১১২টি দেশ এবছর বাংলাদেশের এই রেজুল্যুশনটিকে কো-স্পন্সর করেছে যা 'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক রেজুল্যুশনটির প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অব্যাহত সমর্থণের সাক্ষ্য বহণ করে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

অ্যাসেম্বলিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের রেজুলেশন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ওই রেজুলেশন দু'টিতে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম'র।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ও স্টেট সিনেটে 'বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র ওপর পৃথকভাবে রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রঙ্কস) থেকে নির্বাচিত অ্যাসেম্বলিওমেন কারিনা রাইস স্টেট অ্যাসেম্বলি হাউসে এবং সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ৩২ (ব্রঙ্কস) থেকে নির্বাচিত সিনেটর

লুইস সেপুলভেদা স্টেট সিনেটে এ সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করেন। স্টেট এসেম্বলী ও সিনেট অধিবেশনে গৃহীত পৃথক রেজুলেশনে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রেজুলেশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, দেশ স্বাধীনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার অবদান স্বীকার করে তাদেরও কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সেখানে বাংলাদেশিদের অবদানসহ তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের বেশ কিছু তথ্য। এতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক সিটিতে ৬০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছেন। এখানে বাংলাদেশিরা অনেক ভালো কাজ করছেন এবং নানাভাবে অবদান রাখছেন। আমেরিকার অর্থনীতি বিনির্মাণে তাদের অনন্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসময় উভয় কক্ষের জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযথ সম্মান নিবেদন করেন। স্টেট সিনেটর ও অ্যাসেম্বলিমেম্বারগণ এসময় তাদের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদানেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংশা করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ অর্জনটির পিছনে সমন্বয়কের কাজ করেছে আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক এবং যুক্তরাষ্ট্র মুজিব শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ ইউএসএ নামে দু'টি সংগঠন।

৭ মে বিকেলে স্টেট সিনেটের অধিবেশনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে 'লুইস ভাই' হিসেবে খ্যাত সিনেটর লুইস সিপুলভিদা উত্থাপিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র বিলটি পাঠ করে শোনানোর পর স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, জন লু, জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, জামাল টি বেইলি সহ বেশ ক'জন সিনেটর এর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এখানে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়। পরে সিনেট হাইজে রেজুলেশনটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিলটি উপস্থাপনকালে সিনেট ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আবদুর রহিম বাদশা, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি আবদুস শহীদ ও সেক্রেটারী শেখ জামাল হুসেন। সিনেট গ্যালারীতে উপবিষ্ট ছিলেন অন্যান্য বাংলাদেশীরা। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশিরা জয়-বাংলা শ্লোগান আর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন।

সিনেট গ্যালারি এদিন বাংলাদেশীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে বাংলাদেশী কূটনৈতিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে, ২৫ মার্চ অ্যাসেম্বলি হাউসের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী প্রস্তাবনাটি রেজুলেশন আকারে গৃহীত হয়। অ্যাসেম্বলি হাউসে অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যারীনেস রেইস উত্থাপিত বিলটি পাঠ করে শুনানো হয়। রেজুলেশনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। বিলের সমর্থনে বেশ ক'জন অ্যাসেম্বলিম্যান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এদিকে, গত ৭ মে দুপুরে স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ তার সিনেট অফিস হলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্মানে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে ২৫ মার্চ অ্যাসেম্বলি হাউসে গৃহীত 'বাংলাদেশ ডে' রেজুলেশন কপি হস্তান্তর করেন অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যারীনেস রেইস। আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক এবং যুক্তরাষ্ট্র মুজিব শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ ইউএসএ নেতৃবৃন্দ রেজুলেশন কপি গ্রহণ করেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা, স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ'র সভাপতি আবদুস শহীদ, সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদ ইউএসএ'র আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ নেতা আবদুর রহিম বাদশা, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ'র সেক্রেটারী ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সিরাজউদ্দিন সোহাগ, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সাখাওয়াত আলী, আলবেনি আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহ স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিকুর রহমান, অর্থ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কাজি রবিউজ্জামান, বিশিষ্ট নারী নেত্রী মাকসুদা আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু, হৃদয়ে বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা রোকন আহমেদ, সালেহ আহমেদ, সিলাছড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল লেইস চৌধুরী, নারী নেত্রী নাসরিন নিরু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা, স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ ও অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যারীনেস রেইসকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বাংলাদেশীরা এ ঐতিহাসিক উদ্যোগের জন্য সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, অ্যাসেম্বলিওমেন কারিনা রাইস সহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান।

এর আগে এ দিন সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্রঙ্কসের ইউনিয়ন পোর্ট রোড এলাকা থেকে নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশীদের নিয়ে একটি মিনিবাস ছেড়ে যায়। আয়োজক সহযোগি দু'টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী আমেরিকানরা দুপুর প্রায় ১টার দিকে ক্যাপিটাল হিলে পৌঁছালে সিনেটর লুইস সিপুলভিদা ও সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ তাদের স্বাগত জানান। এসময় তারা জানা যায়, রুবিন ডিয়াজ ও লুইস সিপুলভেদা বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে ও একসাথে কাজ করার বিষয়ে প্রয়াত কমিউনিটি সংগঠক জাকির খানের কাছে আগ্রহ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান করতে চান যার ফান্ডিং তারা বহন করবেন। জাকির খান তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে কমিউনিটির অনেকের সাথে যোগাযোগ করেন। একপর্যায়ে লুইস সিপুলভেদা এবং জাকির খানের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের ৪১ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বিষয়ে এক সভার আয়োজন করা হয় ব্রঙ্কসের একটি রেস্টুরেন্টে। ওই সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের তৎকালীন সভাপতি মাহবুব আলমের প্রস্তাবনায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে ২০১২ সালের ২৪ মার্চ নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে তৎকালীন সিনেটর রুবিন ডিয়াজ বাংলাদেশ ডে বিলটি উত্থাপন করেন। বিলের আলোকে সিনেটর রুবিন ডিয়াজ সিনেটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশীদের আত্মত্যাগ এবং পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বাংলাদেশী মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন। সেদিন মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক বিলটি সর্বসম্মতভাবে সিনেটে পাশ হয়। সেথেকে প্রতি বছর দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ডে রেজ্যুলেশন প্রস্তুতকারী এটর্নী লুইস সিপুলভেদা (বর্তমান সিনেটর) এসেম্বলিম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আলবেনীতে বাংলাদেশ ডে উদযাপনে আরও ব্যাপকতা পায়। 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপনের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মোহাম্মদ এন মজুমদার এবং মেম্বার সেক্রেটারী ছিলেন মরহুম জাকির খান।

আরও উল্লেখ্য যে, করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশ ডে উদযাপিত হয়নি। ২০২২ সালে বাংলাদেশ ডে আদলে স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে উদযাপিত হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। গত বছর রমজানের কারণে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশ ডে উদযাপিত হয়নি। এবছর স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশ ডে হিসেবে আবারও উদযাপিত হল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

www.jonmobhumi.com

শ্রাবনী মুভিং
আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব

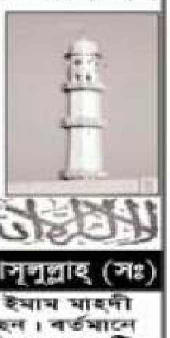

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)
পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুন:
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফর্ম পূরণ করা হয়।
Member: naea
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের অভিষেক ও পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সোমা সাঈদ ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান এবাদুল হক, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, অনুষ্ঠান অয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম জয়। খবর ইউএনএ'র।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবিএম ওসমান গণি। পরবর্তীতে ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে এবিএম ওসমান গণি-কে শপথবাক্য পাঠ করান জাজ সোমা সাঈদ। এরপর বোর্ড অব ট্রাষ্টি, পরিচালক ও কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটিকে শপথ পাঠ করান এবিএম ওসমান গণি।

অত:পর আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভিষিক্ত ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল ও প্রফেসর মিজানুর রহমান, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য বেলাল হোসেন, ছাইদুল খান ডিউক ও ডা. আব্দুল্লাহ জাহিদ, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরুল হক চুন্নু, ইসমাইল হোসেন ও আজিজুল্লাহার মুকুল, চেয়ারম্যান এবাদুল হক, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কো চেয়ারম্যান- জুবায়ের আহমেদ রানা, মোহাম্মদ কিউ চৌধুরী রনু ও আলী মোহাম্মদ মাসুদ, এসিসট্যান্ট ডিরেক্টর কামাল উদ্দিন, আর্ট এন্ড কালচার ডিরেক্টর জাহাঙ্গীর আলম জয়, সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কিশোরগঞ্জ জেলাকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই জেলা যেমন প্রকৃতিকে ভরপুর শান্ত-সিন্ধ, তেমনী এই জেলার মানুষরাও তেমনী। সকল প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের ঐক্য এসোসিয়েশনকে আরো শক্তিশালী করবে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, মূলধারার রাজনীতিক ও জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, জেবিবিএ'র অপরাংশের সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র এরিক অ্যাডামসের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ আল আমীন রাসেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীব, রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর নূরুল আজীম, আজহারুল ইসলাম খোকা উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিশু শিল্পী লিয়ানা নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালণা করেন নিউজ প্রেজেন্টার সামসুন্নাহার নিম্মি ও জাহাঙ্গীর আলম জয়।

কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: চেয়ারম্যান- মোহাম্মদ এবাদুল হক, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর- ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কো চেয়ারম্যান- জুবায়ের আমেদ রানা, মোহাম্মদ কিউ চৌধুরী রনু, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সাঈদুর রহমান পিন্টু, শামীম উদ্দিন নাসের ও আলী মোহাম্মদ মাসুদ, এসিসট্যান্ট ডিরেক্টর- রফিকুল ইসলাম, কামাল উদ্দিন, জাহিদুল ইসলাম ও সৈয়দ মোহাম্মদ আতিক রহমান।

বোর্ড অব ডিরেক্টর: মোহাম্মদ মাহফুজ-উল হক (সোস্যাল ওয়েলফেয়ার), জাকিয়া খান (ওম্যান এন্ড চিল্ডরেন), মকবুল হোসেন (ইয়্যুথ ডেভেলপমেন্ট), জাহাঙ্গীর আলম জয় (আর্ট এন্ড কালচার), কামরুল ইসলাম চৌধুরী (পাবলিক রিলেশন এন্ড অর্গানাইজেশন), মাহমুদুল হক তিল (লীগ্যাল), বিশ্বজিৎ পল ট্রেজারার), জিহাদ (স্পোর্টস), তাহমিনা চৌধুরী (এডুকেশন), মোহাম্মদ সাজ্জাদ করীম (অফিস ম্যানেজমেন্ট) ও কামরুল হুদা চৌধুরী মাসুদ (ইনটেলেকচ্যুয়াল অ্যাক্টিভিটিস)।

এক্সিকিউটিভ মেম্বার: ফাহমিদা খানম, ফার্মাসিস্ট খাদিজা আকুঞ্জী, মোহাম্মদ মুহিদ হোসেন, আর্কিটেক্ট মনজিরি সুলতানা, শিপো সামদানী, লুবনা এস মমি, দিলশাদ বেগম পুষ্প, ফারজানা ইসলাম, উষা সামদানী, তানিয়া রফিক, রিফাত আহমেদ, শাওন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, বুরহান উদ্দিন আহমেদ ও এএইচ বাসার।

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: চেয়ারম্যান- এবিএম ওসমান গনি, ভাইস চেয়ারম্যান- মফিজুর রহমান দুলাল ও প্রফেসর মিজানুর রহমান, সদস্য- মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ছাইদুর খান ডিউক ও আব্দুল্লাহ জাহিদ।

উপদেষ্টা: বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরুল হক চুন্নু, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, একেএম শফিকুল হক, সুবল দেবনাথ, কামরুল হোসেন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসেন, সৌরভ হোসেন ভুইঁয়া, মোহাম্মদ রওশন আলম, কামরুজ্জামান মুরাদ, আলী রেজা গুড্ডু, আজিজুন্নাহার মুকুল ও নাজমা বেগম।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'হৃদয়ে কিশোরগঞ্জ' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেছেন জুবায়ের আহমেদ। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান চৌধুরী রুনা, জুবায়ের আহমেদ রানা ও কামাল উদ্দিন, যুগ্ম সদস্য সচিব জাহেদুল ইসলাম এবং সমন্বয়কারী মফিজুর রহমান দুলাল ও প্রফেসর মিজানুর রহমান।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *Kidney Stone *Gall Bladder Stone *Fatty Liver *Blood Cholesterol *Fatty Heart ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একজিমা, শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য, শিশুর ঘুমের মধ্যে লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে অনলাইনে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

R-K Insurance Brokerage Inc

Notary Public done here

Black Car, Green Taxi Cab and Private Car, Home, Business, Disability, Workers Comp, Construction, Food/Fruit Vendor.

Krishna D. Debnath
President & CEO
Cel: 347 935 2479

Md. Abdul Hoque
Manager
Cel: 646 591 6345

Life Insurance Services

Tel : 718 880 4647, Fax: 718 285 8456, E-mail: rkmyinsurance@gmail.com

37-05 74th Street 3rd Floor. Jackson Hights NY 11372

WIN ZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 347-935-2479
Email: yourrealti@gmail.com
81-15 Queens Blvd. 2fl,
Elmhurst. NY 11373
Tel : 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
Tel: 718-886-3200 Fax: 718-886-5195
Website: www.WinzoneRealty.com

Krishna D. Debnath
Licensed Real Estate Sales Person
Notary Public

MLS

EVEREST DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE NYS DMV

DALIA 917.497.9882

- 5 Hours Pre Licensing Course
- 6 Hours Defensive Course
- We Have Package Deals
- Free Pick up & Drop off
- Road Lesson
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

We are open 7days a week

TEL: 718-255-6269
FAX: 718-255-6389

OUR NEW LOCATION:
37-18 74TH ST. 2ND FL. SUITE # 200
JACKSON HEIGHTS. NY-11372
E-mail: everestdrivingschool@gmail.com
www.everestservicesny.com

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

AUTHORIZED e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দামে, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহের পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-65 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl				
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432				
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি

Vol. 25 No. 08 Thursday 9 May 2024 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

গাজা ইস্যুতে চরম বিপাকে বাইডেন, হারতে পারেন নভেম্বরের নির্বাচনে!

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র। গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে বেশ কিছু দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। চলছে ধরপাকড়। ঘটছে নির্বিচার আটকের ঘটনাও। এদিকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হয়েছেন কূটনীতিকরা। অন্যদিকে ইসরাইলকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া নিয়ে নতুন করে নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির চাপের মুখেও রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশে-বিদেশে, এমনকি নিজ দলে এমন পরিস্থিতি বাইডেনকে নতুন এক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটে ফেলে দিয়েছে। যার প্রভাব পড়তে পারে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও। সব মিলিয়ে চরম বিপদেই রয়েছেন বাইডেন। টাইমস অব ইসরাইল, রয়টার্স।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইল হামলা শুরু করলে, বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। তখনি ইসরাইলের পাশে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলকে কয়েক দফায় অস্ত্র সহায়তা দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন না। দেশটির অস্থিরতার মধ্যেই প্রতিনিধি পরিষদের ৮৮ ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরাইলের কাছে অস্ত্র -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

নিজ বাড়ি থেকে নাসিম পারভীনের মরদেহ উদ্ধার

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও নিউ ইংল্যান্ড মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি প্রবাসী নাসিমা পারভীনের বোস্টনের নিজ বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনের নিকটস্থ শহর ওয়েষ্ট বজ্রবুরির নিজ বাড়ির -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

নিজেদের সব করোনা টিকা প্রত্যাহারের ঘোষণা অ্যাস্ট্রাজেনেকার

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ আস্ট্রাজেনেকার তৈরি করোনার টিকার বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এমন পরিস্থিতিতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল অ্যাস্ট্রাজেনেকা। দ্য টেলিগ্রাফের রিপোর্ট অনুযায়ী, নিজেদের করোনা টিকা সারা বিশ্ব থেকে প্রত্যাহার করছে সংস্থাটি। -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিদেশে তুলে ধরার আহবান রাষ্ট্রদূত ইমরানের

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদযাপন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শনিবার ৪ মে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সাথে দূতাবাস এর অংশ হিসেবে এক "ওপেন হাউস" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে দূতাবাস বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে উদযাপিত হয়েছে 'বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'। নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনিতে গত ৭ মে মঙ্গলবার স্টেট সিনেটে এবং ২৫ মার্চ স্টেট বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের অভিষেক ও পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র ২০২৪-২০২৬ সালের নতুন কমিটির অভিষেক ও ঈদ পূণর্মিলনী। প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি জোরদারের লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২৭ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, পরিচিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর নৈশভোজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল প্রসুন কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান অ্যালিসা হ্যান্ডম্যান ও ডিষ্ট্রিক্ট জাজ বাকী অংশ ৩৫ পাতায়

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানার মতবিনিময় সভা

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সাথে মতবিনিময় করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ। ২ মে বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটস নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে অনুষ্ঠিত বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

নিউইয়র্কে কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার হিসেবে ব্যালটভুক্ত হলেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্ক স্টেট ডেমোক্রেটিক নির্বাচনকে সামনে রেখে জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় শুক্রবার বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক স্টেট এর জনপ্রিয় অ্যাসেম্বলিওমেন জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস ও অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগার পক্ষে এনডোর্স করেছে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক বাকী অংশ ২২ পাতায়

ফিলিস্তিন সমর্থকদের ওপর পুলিশের বর্বরতা, বিক্ষোভের মধ্যে মুখ খুললেন বাইডেন

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিক্ষোভে উত্তাল। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে ছাত্রবিক্ষোভ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকশ ফিলিস্তিন সমর্থককে। দাঙ্গা পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতে অবশেষে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

'সাঈদী ভক্ত' অভিযোগে খান শওকতকে বহিষ্কার

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ সাঈদী ভক্ত' অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন খান শওকত। দলীয় নেতাকর্মী বাকী অংশ ২৬ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ঈদ পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে গত ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাকী অংশ ২৬ পাতায়

নিউইয়র্কে বাফা'র বর্ণিল বৈশাখী উৎসব

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্কে বৈশাখ জুড়ে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) উদযাপন করেছে নানা বৈচিত্রময় আয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৪ মে সন্ধ্যায় ব্রুকলের ১৫১৪ ওলমস্টেড এভিনিউর পিএস ১০৬ মিলনায়তনে "শঙ্খ বাজে চিত্ত মাঝে" শিরোনামে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শামিম আরা বেগম ও গোলাম মোস্তফার উপস্থাপনায় বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠান শুরু হয় শিশু-কিশোর ও বড়দের অংশগ্রহনে বাকী অংশ ১৮ পাতায়

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Now Hiring Sales Persons
Free Training (We will pay course fees)
Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY 11372 www.yorkholdingrealty.com

শৈবাল গ্রোসারী
Halal Meat
81-28 Broadway,Elmhurst,NY-11373
ph;718-205-8515

Brilliant Accounting And Tax Services Inc.
Mohammed Nasiruddin Khan
MBA,MAFM,FCGA
37-18 74th Street, 2nd Floor. Suite 203
Jackson Height,NY-11372
phone:929-287-7354 // fax:716-295-6701
929-395-2322
Notary Public
আমাদের সেবা সমূহ
PersonalTax / Business Tax / Bookkeeping / Payroll Tax / Sales Tax

খলিলের
জমজমাট

বাপ্পি সুইটস
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street ,
jackson heights NY-11372
Tel:718-507-0903
call :917-254 - 8955

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
ফোন : ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827

Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372

MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
যোগাযোগ করুন
Cell: 917 502 6445

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com